পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 275 Friday, 5 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৭৫ সংখ্যা ❋ ১৯ ভাদ্র ১৪৩২, শুক্রবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘আপনারা অনেকের জীবন নষ্ট করেছেন’, এসএসসি-র দাগিদের নিয়ে আবারও বিরক্ত সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বরঃ অযোগ্যদের আবেদনে আবারও বিরক্ত সুপ্রিম কোর্ট। বারবার বলা সত্ত্বেও কেন অযোগ্যদের নিয়োগে অংশ নেওয়ার আবেদন আসছে! তাতেই অসন্তুষ্ট শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার ফের রাজ্যকে কড়া ভর্ৎসনা করেছে ডিভিশন বেঞ্চ। এদিন ফের বিচারপতি সঞ্জীব কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানান কয়েকজন। সেই আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, এদিন কয়েকজন প্রতিবন্ধী প্রার্থী শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন। নতুন নিয়োগের পরীক্ষায় বসার আবেদন জানান তাঁরা। তাঁদের কাছে কিছু নথি দেখতে চান বিচারপতিরা। কিন্তু সেই নথি তাঁরা দেখাতে পারেননি। এরপর ক্ষুব্ধ হয় ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি বলেন, ‘‘বারবার বলেছি দাগিরা পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। তারপরও রোজ রোজ এই মামলা শুনতে হচ্ছে।’’ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সম্প্রতি অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ পেয়েছে। তারপর একদিকে ৩৫০ অযোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে, তারপর সুপ্রিম কোর্টেও আবেদন জানালেন বেশ কয়েকজন। সেই আবেদন এদিন খারিজ হয়ে গেল। রাজ্যকে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ‘‘অপনারা অনেকের জীবন নষ্ট করেছেন।’’ রাজ্য তথা অ্যাডভোকেট জেনারেল কেন দাগিদের পক্ষে সওয়াল করছেন, সেই প্রশ্ন তুলেও এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট।

‘বাংলাতেই আমার কণ্ঠরোধের চেষ্টা! আমি বাংলাতেই বলব’

‘বাংলাতেই আমার কণ্ঠরোধের চেষ্টা! আমি বাংলাতেই বলব’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে আজ, বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ঘিরে তুলকালামকাণ্ড। বিজেপি বিধায়কদের তুমুল হট্টগোল, বিজেপির মুখ সচেতক শঙ্কর ঘোষকে সাসপেন্ড, বিজেপি বিধায়কদের কাগজ ছোড়া, ধস্তাধস্তি, বেনজির পরিস্থিতি তৈরি বিধানসভায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমি ধিক্কার জানাচ্ছি। এরা জেনেশুনেই, আমার কথা যাতে মানুষ শুনতে না পারে, আমার কণ্ঠরোধ করার জন্যই ওদের এই কর্মসূচি। সকালে কিন্তু ওরা ছিল না। ওরা এসেছে, আমি আসার কিছুক্ষণ আগে। যখন নাম ডেকেছে, ওরা কিন্তু তখন বক্তব্য রাখেনি। যেই নিজেদের বলা হয়ে গিয়েছে, ওমনি অশান্তি। আমি বলবই, আমার কণ্ঠরোধ করা যাবে না।’’ বৃহস্পতিবার অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের হেনস্থার প্রতিবাদে বক্তৃতা রাখছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের বলার কথা ছিল। অগ্নিমিত্রা পালের নাম যখন ডাকা হয়েছিল, তিনি তখন অধিবেশন কক্ষে ছিলেন না। তখন মুখ্যমন্ত্রীকে বক্তৃতা রাখতে বলেন স্পিকার। কিন্তু এরই মধ্যে চলে আসেন অগ্নিমিত্রা। বিজেপি বিধায়করা চিৎকার করতে থাকেন, যাতে অগ্নিমিত্রাকে বলতে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীও তখন স্পিকারকে অনুরোধ করেন, যাতে অগ্নিমিত্রাকে বলতে দেন তিনি। স্পিকার সে অনুমতি দেন, কিন্তু অগ্নিমিত্রার বক্তৃতার সময় কমিয়ে দেন। নির্দিষ্ট সময় পর তাঁর মাইক বন্ধ করে

দেওয়া হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে ওঠেন। বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সবে বক্তব্য রাখা শুরু করেছিলেন, তখনই শঙ্কর ঘোষ স্লোগান শুরু করেন। তারপর তাঁকেও একাধিকবার সতর্কের পর সাসপেন্ড করেন স্পিকার। বিধানসভায় তুমুল ধস্তাধস্তি শুরু হয়। শঙ্কর নিজের আসনে অনড় ছিলেন। মার্শাল-সহ বিধানসভার নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে বার করার চেষ্টা করেন। তা নিয়ে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। তুমুল উত্তেজনার মধ্যেই ফের বলতে ওঠেন মমতা। বিজেপির উদ্দেশে বলেন, ‘‘স্বাধীনতার পর একটা দল, যাদের স্বাধীন করার জন্য কোনও ভূমিকা ছিল না, তারা এখন দেশের সবথেকে বড় ডাকাত। মানুষে মানুষে ভাগাভাগি করেন। ব্রিটিশদের সঙ্গে মিশে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সাম্প্রদায়িক বিভাজন করেছিল। আগামী দিন বিজেপির কেউ নির্বাচিত হবেন না। স্বৈরাচারী শক্তি।’’ মমতার সংযোজন, ‘‘সব জায়গায় বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচার করছে। যে বাঙালি স্বাধীনতা এনেছে। মানুষ আপনাদের ভোট দেবে না। টাকা দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ভোট করিয়ে নির্বাচন জেতে। আজ ভয় পেয়েছে।’’ বিজেপিকে ‘বাংলা বিরোধী’ তকমা দেন মুখ্যমন্ত্রী। স্লোগান তোলেন, ‘বিজেপি হঠাও, দেশ বাঁচাও।’ পাশাপাশি এদিন বিজেপি-তে যাওয়া দলবদলু বিধায়কদের উদ্দেশে আঙুল উঁচিয়ে বিঁধতে থাকেন তিনি। উল্লেখ্য, এদিন তুমুল অশান্তির কারণে, শঙ্কর ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল ও মিহির গোস্বামীকে সাসপেন্ড করেন স্পিকার। অন্যদিকে এদিন ছবন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠক থেকেই এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। এ দিন মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে জানান, তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার আগে রাজ্যে বারোটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখন রয়েছে ৪৭টা হয়েছে। এরপরই সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করা শুরু করেন তিনি। তখনই এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি ওঠে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘২০১৬ সালে উচ্চ প্রাথমিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জটিলতা কাটিয়ে ২০২৫ নিয়োগ। ৫৬ হাজার শূণ্যপদ। ৩৫ হাজারের জন্যও বিজ্ঞপ্তি হয়েছে। ২১ হাজারের ভ্যাকেন্সি হাতে আছে।’’ তিনি এও বলেন, ‘‘কিছু লোক কোর্টে চলে যায়। স্টে করে দেয়। টিচারদের চাকরি চলে গেল-আমি মানসিকভাবে খুশি নই।’’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, যাঁরা যোগ্য তাঁদের জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘যার যা বয়স তাঁরা তাতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। আমরা তাঁদের অ্যাডভান্টেজ দিয়েছি, পরীক্ষা দিয়ে তাতে যোগ্যরা স্বমহিমায় ফিরে আসতে পারে।’’ আরও বলেন, ‘২-৩ মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হবে। এরপর গ্রুপ সি, ডি-র প্রক্রিয়া শুরু হবে। যাঁরা ১০-১২ বছর চাকরি করেছে, তাদের বয়স পেরিয়ে গিয়েছে, তাদের কনসিডার করা হবে।’’ এরপরই প্রসঙ্গ ক্রমে অযোগ্যদের কথা তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘বেচারা টিচারিতে কাজ করেও আজ অযোগ্য। অযোগ্যদের জন্য আইনি আলোচনা করছি। টিচার হতে পারবে না-কোর্টের জন্য, গ্রুপ সিতে যাতে জায়গা পায়, তার জন্য আইনের সঙ্গে আলোচনা করে জানাব। আমরা মানবিকভাবে দেখি।’’ **ছবি-সৌরভ দত্ত**

রাহুল গান্ধির কথা স্মরণ করিয়ে মমতার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা। আর সে সময়ে বিধানসভায় তুলকালামকাণ্ড। বিজেপি বিধায়কদের বিক্ষোভ, কাগজ ছেড়া, স্পিকারের সাসপেনশন, বিধানসভার নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বিজেপি বিধায়কদের ধস্তাধস্তি, মার্শাল দিয়ে রীতিমতো চ্যাংদোলা করে তাঁর বার করানো- এককথায় বৃহস্পতিবার বিধানসভাকক্ষে নজিরবিহীন ছবি। সবশেষে বিধানসভার বাইরে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেন রাজ্য বিধানসভার

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। ২ ঘণ্টার মধ্যে একে একে সাসপেন্ড বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক দিন্দা, মিহির গোস্বামী, বঙ্কিম হাজরা। গোটা বিষয়ের তীব্র নিন্দা রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়েই শুভেন্দু বলেন, ‘‘যেভাবে বিজেপি বিধায়কদের প্রহার করা হয়েছে, তা নিন্দনীয়। ইতিমধ্যেই শঙ্কর ঘোষকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে। বঙ্কিম ঘোষের বুকে দুটো স্টেইন রয়েছে। তিনি হাসপাতালে। স্বৈরাচারী রাজত্ব শেষ হবে। বাংলার মানুষ আমাদের পাঠিয়েছিলেন বিধানসভায়।’’ আগেই শুভেন্দু অধিকারীকে সাসপেন্ড করেছিলেন স্পিকার। তা নিয়েই বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে প্রশ্ন ছিল। তাদের দাবি, প্রথমে নির্দিষ্ট একদিনের জন্য সাসপেন্ড করা হলেও, পরে গোটা অধিবেশনেই সাসপেন্ড করা হয়। কেন স্পিকারের দু’রকমের সিদ্ধান্ত নিলেন স্পিকার, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। তবে বৃহস্পতিবার সকালেই শুভেন্দু স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, ‘‘একজন শুভেন্দুকে বার করেছেন। আমাদের বিধায়করা ভিতরে ঢুকে বুঝিয়ে দেবেন, বিজেপিতে একজন শুভেন্দু নেই।’’ আর এদিন আক্ষরিকঅর্থেই বিজেপি বিধায়কদের নজিরবিহীন বিক্ষোভ। শুভেন্দু বলেন, ‘‘ভেবেছিল, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার সামনে বাইরে রাখব। বাংলাদেশি সংখ্যালঘুদের প্রোটেকশন দিয়ে বাঙালি অস্মিতার কথা বলে গোল খাওয়াব। কিন্তু আমরা ১০ গোল দিয়েছি। এই ধরনের বিরোধিতার সামনে পড়েননি।’’ এদিন বিধানসভায় মমতা বলেন, ‘‘স্বাধীনতার পর একটা দল, যাদের স্বাধীন করার জন্য কোনও ভূমিকা ছিল না, তারা এখন দেশের সবথেকে বড় ডাকাত। মানুষে মানুষে ভাগাভাগি করেন। ব্রিটিশদের সঙ্গে মিশে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সাম্প্রদায়িক বিভাজন করেছিল। আগামী দিন বিজেপির কেউ নির্বাচিত হবেন না। স্বৈরাচারী শক্তি।’’ তার প্রেক্ষিতে শুভেন্দু বলেন, ‘‘দেশভাগের জন্য বিজেপি দায়ী করে, কেবল সংখ্যালঘু তোষণ করার জন্য, আর নিন্দার ভাষা নেই।’’ এদিন প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘এই কারণেই রাহুল গান্ধির মেম্বারশিপ গিয়েছিল। আমি মোদি কমিউনিটি অন্তর্গত লোকেদের বলব বিএনএস-এ এফআইআর করতে।’’

জেলে থাকলেও ‘দাগি’ নয়, বিচারপতি সিনহার নির্দেশে পরীক্ষায় বসবেন পকসো মামলার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ আগামী রবিবার পরীক্ষা। তার আগেও জটিলতা কাটছে না। কারা পরীক্ষা দিতে পারবেন আর কারা পারবেন না, তা নিয়ে এখনও দ্বন্দ্ব রয়ে গিয়েছে। অযোগ্য তালিকায় থাকা অনেকেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন, প্রশ্ন তুলেছেন তালিকা নিয়ে। এই পরিস্থিতিতে এল আরও এক নতুন আবেদন। পকসো মামলায় জেলে আছেন, এমন এক অভিযুক্ত পরীক্ষা দিতে চান। পকসো মামলায় অভিযুক্ত হলেও এসএসসি-র তালিকায় তিনি দাগি নন। অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে ওএমআর জালিয়াতি বা র‍্যাঙ্ক জাম্প করার মতো কোনও অভিযোগ নেই। আদালতে আগাম জামিনের আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাননি। অবশেষে পরীক্ষা দেওয়ার আবেদন জানান আদালতে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে আবেদন করেন তিনি। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ দুটি ক্ষেত্রেই শিক্ষক পদে চাকরির আবেদন জানিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, দুটো পরীক্ষাই তিনি দিতে চান। সবটা শুনে বিচারপতি সিনহা জানিয়েছেন, ওই প্রার্থী জেলে বসেই পরীক্ষা দিতে পারবেন। এসএসসি-কে সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আপাতত শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা হবে। চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে চাকরি ফেরানোর এটাই একমাত্র সুযোগ। এদিকে, নতুন পরীক্ষায় দাগিরা যাতে বসার সুযোগ পায় সেই আবেদন জানিয়ে মামলা হয়েছিল। হাইকোর্টের একক বেঞ্চ সেই আর্জি খারিজ করে দেয়, পরে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় অযোগ্যরা। বৃহস্পতিবার ছিল সেই মামলার শুনানি। কোর্ট একক বেঞ্চের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের রায়কেই বহাল রাখে। অর্থাৎ দাগিরা পরীক্ষায় বসতে পারবেন না।

মার্শাল ডেকে চ্যাংদোলা করে বিজেপি বিধায়কদের বার করে দেওয়া হল, বিধানসভা কক্ষ ধুন্ধুমারকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ বিধানসভায় সাসপেন্ড মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ। আর তাই নিয়ে চরম হট্টগোল বিধানসভা অঃদরে। শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে বিধানসভার অন্দরেই চলে বিজেপির স্লোগান। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মার্শালের নেতৃত্বে বিধানসভার নিরাপত্তারক্ষীরা শঙ্কর ঘোষকে টেনে বার করার চেষ্টা করেন। বিধায়করা তা আটকানোর চেষ্টা করছেন। নিজের আসনেই অনড় রয়েছেন শঙ্কর। তা নিয়ে তুমুল ধস্তাধস্তি চলে বিধানসভা অন্দরে। তৃণমূল বিধায়করা নিজের আসনেই বসে সবটা দেখতে চান। মুখ্যমন্ত্রী দ্বিতীয়ার্ধে বলতে ওঠেন, তখন অশান্তি চলতে থাকে। শঙ্কর ঘোষের পর সাসপেন্ড করা হয় অগ্নিমিত্রা পাল। তারপর মিহির গোস্বামী, অশোক দিন্দা, বঙ্কিম ঘোষকেও সাসপেন্ড করা হয়। মিহির গোস্বামীকে

কার্যত চ্যাংদোলা করে বার করা হয়। বৃহস্পতিবার অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের হেনস্থার প্রতিবাদে বক্তৃতা রাখছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের বলার কথা ছিল। অগ্নিমিত্রা পালের নাম যখন ডাকা হয়েছিল, তিনি তখন অধিবেশন কক্ষে ছিলেন না। তখন মুখ্যমন্ত্রীকে বক্তৃতা রাখতে বলেন স্পিকার। কিন্তু এরই মধ্যে চলে আসেন অগ্নিমিত্রা। বিজেপি বিধায়করা চিৎকার করতে থাকেন, যাতে অগ্নিমিত্রাকে বলতে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীও তখন স্পিকারকে অনুরোধ করেন, যাতে অগ্নিমিত্রাকে বলতে দেন তিনি। স্পিকার সে অনুমতি দেন, কিন্তু অগ্নিমিত্রার বক্তৃতার সময় কমিয়ে দেন। নির্দিষ্ট সময় পর তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে ওঠেন। বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সবে বক্তব্য রাখা শুরু করেছিলেন, তখনই শঙ্কর ঘোষ স্লোগান শুরু করেন, কেন শুভেন্দু অধিকারীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, আর সে বিষয়ে কেন দু’রকমের বক্তব্য রাখা হয়েছে। বারংবার স্পিকার তাঁকে সতর্ক করেন। শঙ্কর ঘোষ অনড় থাকেন। মুখ্যমন্ত্রীকে থামতে হয়। এরপরই শঙ্কর ঘোষকে সাসপেন্ড করেন স্পিকার। কিন্তু তিনি নিজের আসনেই অনড় থাকেন। তাঁকে বিধায়করা ঘিরে রাখেন। তাঁকে সেসময় বিধানসভার নিরাপত্তারক্ষীরা বার করার চেষ্টা করেন, এরপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভা অন্দরের পরিস্থিতি। শেষে মুখ্যমন্ত্রীই ওয়েলে নেমে নিজের দলের বিধায়কদের নিজ নিজ জায়গায় বসার নির্দেশ দেন। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনও অশান্তি চরমে ওঠে। ২ ঘণ্টার মধ্যে ৫ বিধায়ককে সাসপেন্ড করেন স্পিকার।

মৎস্য মন্ত্রীকে অপদার্থ বলে আক্রমণ টিএমসি বিধায়কের, পরে বললেন, ‘মুখ ফস্কে বেরিয়েছে’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ এবার বিধানসভার অন্দরেই রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রীকে অপদার্থ বললেন রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর দাবি, মন্ত্রী জানেনই না রাজ্যে কতগুলি মৎস্য সমবায় আছে। আর কতগুলি সমবায় বন্ধ রয়েছে সেটাও জানেন না। তবে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মন্ত্রীকে অপদার্থ বলে ঠিক করেননি। বৃহস্পতিবার সমর মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, ‘‘মন্ত্রী জানেন না রাজ্যে কতগুলি ফিসারিজ সমবায় রয়েছে। শুধু তাই নয় সমবায় গুলি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।’’ এরপর মন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী এই অভিযোগের জবাব দিয়ে বলেন, ‘‘রাজ্যে মোট ৮৭৫টা মৎস্য সমবায় রয়েছে। হতেই পারে এর মধ্যে কয়েকটা বন্ধ হয়ে রয়েছে, কিন্তু সবগুলি বন্ধ হয়ে রয়েছে এই তথ্য সঠিক নয়।’’ এরপর মন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, সমর মুখোপাধ্যায় ক্ষমা চেয়েছেন কি না? উত্তরে মন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী বলেন, ‘‘উনি অধিবেশনের বিরতির সময় আমার কাছে এসে ব্যক্তিগত ভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।’’ যদিও পরে আলাদাভাবে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে তলব করা হয় রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়কে। পরিষদীয় মন্ত্রীকে সমর মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘অপদার্থ মুখ ফস্কে বলে ফেলেছি।’’

সপ্তাহের শেষে কোন কোন জেলায় সবথেকে বেশি বৃষ্টি হতে পারে?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ বাংলা থেকে বিদায় নিয়েছে নিম্নচাপ। আবহাওয়া দফতর বলছে সুস্পষ্ট যে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছিল তা ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড পেরিয়ে ছত্তিসগঢ়ের দিকে চলে গিয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এর শক্তি আরও খানিকটা কমে যাবে। ছত্তিসগঢ় হয়ে ধীরে ধীরে তা মধ্যপ্রদেশের দিকে চলে যাবে। তবে কী বাংলায় বৃষ্টি হবে? এই প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে পুরোদমে। এদিন আট জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকলেও শুক্রবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই কমবে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস। আবহাওয়া দফতর বলছে মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে ওড়িশার উপর অবস্থান করছে। জয়সলমীর, কোটা, গুনা, জব্বলপুরের পর ছত্তিসগঢ়ের উপর দিয়ে গোপালপুর থেকে দক্ষিণপূর্ব দিকে এগিয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সঙ্গেই উপকূল ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার দেখাও যেতে পারে। বৃষ্টি কমার সঙ্গে সঙ্গেই এই সপ্তাহে তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। একইসঙ্গে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও থাকছে। শুক্রবার তুলনামূলকভাবে চার জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে বৃষ্টি বেশি হতে পারে। শনিবার ও রবিবারও কিছু কিছু জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা একটু বাড়বে পূর্ব দিকের জেলাগুলিতে। তুলনামূলভাবে বেশি বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনায়। মঙ্গলবারও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে।

জীবনদায়ী ওষুধ থেকে পড়াশোনার সরঞ্জাম, জিএসটি হল শূন্য, কতটা চাপ কমবে আমজনতার পকেটে?

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বরঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের নেতৃত্বে জিএসটি কাউন্সিলের ৫৬তম বৈঠকের পর ঘোষণা হল জিএসটির নতুন স্ল্যাব। আর তারপরই অনেকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন দেশের সাধারণ মানুষ। এই জিএসটি ২.০ চালু হবে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর। আর সেখানে একাধিক ক্ষেত্রে যেমন কমবে জিএসটি, তেমনই শূন্যও হয়ে যাবে অনেক ক্ষেত্রে। জীবনবিমা ও স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামে এবার শূন্য হতে চলেছে জিএসটি। ফলে, এই দুই ধরনের বিমার প্রিমিয়াম কমবে অনেকটাই। এতদিন যে প্রিমিয়াম ছিল ১১ হাজার ৮০০ টাকা, একলাফে সেই প্রিমিয়াম নেমে যাবে ১০ হাজার টাকায়। আর এতে লাভবান হবেন দেশের সাধারণ মানুষ। এ ছাড়াও টার্ম পলিসি, এনডাওমেন্ট পলিসি ও ইউলিপেরমতো পলিসির প্রিমিয়ামেও থাকছে না কোনও জিএসটি। সরকার চাইছে আগামীতে যাতে দেশের অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ বিমার আওতায় আসে। এ ছাড়াও ৩৩টি জীবনদায়ী ওষুধের জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৩টি ওষুধ যাদের জিএসটি ৫ শতাংশ ছিল, তাও কমিয়ে শূন্য করে দেওয়া হয়েছে। ক্যান্সার, বিরল রোগ ও অন্যান্য দীর্ঘদিনের রোগের চিকিৎসার খরচ এতে অনেকটাই কমবে বলে আশা করছে কেন্দ্র। এ ছাড়াও জিএসটি শূন্য হয়েছে পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত একাধিক জিনিসে। ম্যাপ, চার্ট ও গ্লোবের উপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে শূন্য। পেনসিল, শার্পনার, ক্রেয়ন ও প্যাস্টেল রংয়ের উপরও জিএসটি শূন্য হয়েছে। যা আগে ছিল ১২ শতাংশ। এ ছাড়াও খাতা ও নোটবুকের দামেও আসতে চলেছে পরিবর্তন। কারণ জিএসটি কমেছে সেখানেও। আর এবার ভুল করে সেই ভুল শুধরে নেওয়াও হতে চলেছে সস্তা। কারণ জিএসটি কমতে চলেছে ইরেজারেরও।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে একগুচ্ছ ঘোষণা, প্রশাসনিক সংস্কার থেকে পর্যটন উন্নয়ন, একাধিক পদ সৃষ্টি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ প্রশাসনিক সংস্কার থেকে শুরু করে জমি ব্যবহারের নতুন প্রস্তাব, স্কুলশিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা, বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া হল একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। জয়রামবাটি ও কামারপুকুর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য এদিনের বৈঠক থেকে নতুন একটি উন্নয়ন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। এই বৈঠকটি আগে ১ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত থাকলেও পরে তা পিছিয়ে ৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়। বিধানসভা অধিবেশনের পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যেমন, ১. **জমি ব্যবহারে বড়সড় ছাড়।** জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একাধিক বড় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। হাওড়ার লিলুয়ায়ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও লজিস্টিক পার্ক তৈরির জন্য ফ্রি হোল্ড জমির অনুমোদন। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরেঃ লিজ ও ফ্রি হোল্ড জমি বরাদ্দ। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আবাসিক ব্যবহারের জন্য ফ্রি হোল্ড জমি বরাদ্দ। পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় হিডকোকে ই-অকশনের মাধ্যমে হোটেল ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য জমি বরাদ্দ। হুগলির পোলবায় টেকনোম্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং-কে ফ্যাক্টরি তৈরির জন্য জমি বরাদ্দ। শিল্প ও হোটেল বিনিয়োগে

গতি আনতে জমি সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্তগুলি রাজ্যের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। ২. **স্বাস্থ্যপরিষেবায় নজরঃ বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা।** প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসেবে এবার থেকে ৪০ বছরের ঊর্ধ্বে ডব্লুবিসিএস ও ডব্লুবিপিএস ক্যাডারের অফিসারদের জন্য বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। দীর্ঘমেয়াদি পরিষেবা দেওয়ার পরেও অফিসারদের স্বাস্থ্য সচেতনতা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। ৩. **শিক্ষা খাতে ভাষাভিত্তিক নিয়োগ।** উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়িতে রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। নিয়োগ করা হবে ১২ জন প্যারা-টিচার। এছাড়াও রাজবংশী মাধ্যমঃ ২ জন প্যারা-টিচার, কামতাপুরি মাধ্যমঃ ১০ জন প্যারা-টিচার নিয়োগ করা হবে। ৪. **নতুন পদ সৃষ্টি।** প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তপোক্ত করতে নতুন ১৮টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ মৎস্য দফতর-জয়েন্ট ডিরেক্টর ফিন্যান্স-১টি, অর্থ দফতরঃ ডেপুটি সেক্রেটারি (টেকনিক্যাল)-২টি, নারী ও শিশু কল্যাণঃ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে আইটি অফিসার-১টি, রাজভবনঃ গভর্নরের মেয়াদে অস্থায়ীভাবে ২টি ওএসডি (সিনিয়র লেবেল) পদ। ৫. **নার্সিং নিয়োগে জোর।** রাজ্যের ১১টি মেডিকেল কলেজে বিপুল সংখ্যক নার্সিং স্টাফ নিয়োগের প্রস্তাব পাশ হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও মজবুত করতেই এই উদ্যোগ। ৬. **শিল্প ও কর্মসংস্থানে নজর।** মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের অধীনে শিল্প ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির ৭১তম বৈঠকের কার্যবিবরণী পেশ হয়েছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে রাজ্য যে কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছে, তা ফের একবার স্পষ্ট হয়েছে এই বৈঠকে। রোজ্য সরকারের দাবি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন ও শিল্প-সব ক্ষেত্রেই জনকল্যাণমুখী নীতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে এগোচ্ছে বাংলা।

অশ্লীল মন্তব্যের প্রতিবাদে বিহার বনধ কর্মসূচি বিজেপির, প্রতিবাদ মহিলাদেরও

পাটনা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রীর মায়ের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্যের অভিযোগে বৃহস্পতিবার বিহারে বনধ পালন করলো বিজেপি। পাটনা ছাড়াও গয়া, দানাপুরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। মহিলারাও রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। বিজেপির পাশাপাশি এনডিএ সমর্থকরাও বিক্ষোভ দেখান। কংগ্রেস ও আরজেডি-র তীব্র সমালোচনা করা হয়।বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, মাকে সম্মান করা ভারতের সংস্কৃতি। আমাদের দলের কেউ যদি এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করত, আমরা কঠোর ব্যবস্থা নিতাম এবং ক্ষমা চাইতাম। বিহারের জনগণ রাহুল গান্ধী এবং তেজস্বী যাদবকে উপযুক্ত জবাব দেবে। তিনি আরও বলেন, কিছু দিন আগে, ইন্ডি জোটের মঞ্চ থেকে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রয়াত মাকে গালিগালাজ করা হয়েছিল। আজ, এনডিএ প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রয়াত মায়ের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে পাঁচ ঘণ্টার বিহার বনধ পালন করছে। রাহুল গান্ধী এবং তেজস্বী যাদবের দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

বাবা-মাকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা পুলিশ কর্মী ছেলের, চাঞ্চল্য ঝাড়গ্রামে

ঝাড়গ্রাম, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ ঝাড়গ্রামে বাবা ও মা-কে গুলি করে খুন করার অভিযোগ এক পুলিশ কর্মী ছেলের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল ঝা।গ্রামের রঘুনাথপুরে। অভিযুক্তের নাম জয়দেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি জঙ্গলমহল ব্যাটেলিয়নের সাব ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত। রঘুনাথপুরেই ভাড়া বাড়িতে থাকেন ওই পুলিশ কর্মী ও তার বাবা-মা। গত কয়েকদিন ধরে ছুটিতে ছিল ওই পুলিশ কর্মী।বুধবার রাতে আচমকাই বন্দুক দিয়ে বাবা-মায়ের মাথায় গুলি করে খুন করে জয়দেব চট্টোপাধ্যায়। তারপরেই নিজের গলায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। তাকে গুরুতর জখম অবস্থায় ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জয়দেবের বাবার নাম দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (৬০), মায়ের নাম শম্পা চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু কী কারণে এমনটা করল সে, তা জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

সামান্য কমলো যমুনার জলস্তর, তবুও এখনও বিপদসীমার ওপরেই

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ সামান্য কমলো যমুনা নদীর জলস্তর, তবুও এখনও বিপদসীমার ওপরেই রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতে যমুনার জলস্তর সামান্য হ্রাস পেয়েছে, সকাল ৮টায় পুরাতন রেলওয়ে সেতুতে ২০৭.৪৭ মিটার রেকর্ড করা হয়েছে, যা সকাল ৬টা এবং ৭টায় ২০৭.৪৮ মিটার ছিল। তবে, যমুনার জলস্তর এখনও ২০৫.৩৩ মিটার বিপদ চিহ্নের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।যমুনার জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এমনিতেই বন্যা পরিস্থিতি দিল্লিতে। দিকে দিকে জল জমে গিয়েছে, জনবসতিপূর্ণ এলাকা জলের তলায়। যমুনার জলস্তর আরও বৃদ্ধি পেলে পরিস্থিতি বেগতিক হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

জিএসটি সংস্কারে উচ্ছ্বাস দেশজুড়ে, ঐতিহাসিক পদক্ষেপের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী থেকে রাজনাথ-শাহ

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোয় এক নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটল কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক জিএসটি সংস্কারের মধ্য দিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে দীর্ঘদিন ধরেই কর কাঠামোয় পরিবর্তনের আভাস দিয়েছিলেন, তারই বাস্তব রূপ দেখা গেল এবার। সরকার জিএসটি হারে ছাড় দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা শুধু ব্যবসায়ী মহল নয়, দেশের সাধারণ নাগরিক থেকে কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, মহিলা ও যুব সমাজ-প্রত্যেকেই এতে উপকৃত হবেন বলে দাবি করছেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে লিখেছেন, সরকার জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিস্তৃত ভিত্তিক জিএসটি হারকে যৌক্তিক করার পাশাপাশি প্রক্রিয়াগত সংস্কারের জন্য একটি বিস্তারিত প্রস্তাব তৈরি করেছে। তাঁর মতে, এই পদক্ষেপ ব্যবসা করা সহজতর করবে এবং ছোট ব্যবসায়ীদের নতুন করে শক্তি জোগাবে। মোদী স্মরণ করিয়ে দেন, স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর সরকার জিএসটিতে পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার আনতে বদ্ধপরিকর, এবং আজ তা বাস্তবায়নের পথে।জিএসটি সংস্কার নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও। তিনি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার একাধিক ক্ষেত্রে যে স্বস্তি এনে দিয়েছে, তা এই সংস্কারের মাধ্যমে আরও সুসংহত হল। তাঁর মতে, শুধু করের হার কমানোই নয়, এই পরিবর্তন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করবে, ব্যবসা করার পরিবেশকে আরও উন্নত করবে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের ক্ষমতায়ন ঘটাবে। একই সঙ্গে, আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই সংস্কার। রাজনাথ প্রকাশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে ধন্যবাদ জানান এই সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।এদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী যা বলেন তাই করেন। তাঁর মতে, জিএসটি হারে ছাড় ও প্রক্রিয়াগত সংস্কার ভারতীয় অর্থনীতির জন্য একটি রূপান্তরকারী সিদ্ধান্ত। এটি শুধু মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র শ্রেণী নয়, কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই), মহিলা এবং যুবসমাজেরও বিশেষ উপকারে আসবে। শাহের মতে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বেই ভারতের অর্থনীতি এক নতুন গতি পাচ্ছে এবং এই সংস্কার তার বড় প্রমাণ।জিএসটি বা পণ্য ও পরিষেবা কর চালু হওয়ার পর থেকেই সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ী মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া শোনা যাচ্ছিল। যদিও সরকার বারবার জানিয়েছে, এই একীকৃত কর কাঠামোই দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করে তুলবে এবং কর ব্যবস্থার জটিলতা কমাবে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে করের হার ও প্রক্রিয়াগত দিক নিয়ে নানা মহল থেকে অভিযোগ উঠতে থাকে। সেই প্রেক্ষিতে সরকার যে পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার আনার পথে হাঁটছে, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, জিএসটি সংস্কারকে কেন্দ্র যদি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে, তবে শুধু দেশের বাজারেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিযোগিতামূলক শক্তি আরও বো।ে যাবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প যেগুলি এতদিন উচ্চ করের চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিল, তারা নতুন করে শ্বাস ফেলার জায়গা পাবে। একই সঙ্গে, সাধারণ ভোক্তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা পণ্যের উপর কর কমায় সরাসরি লাভবান হবেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর বার্তায় উল্লেখ করেছেন, সরকার সর্বস্তরের মানুষের স্বার্থকে সামনে রেখেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে। তাঁর দাবি, করের হার হ্রাস করা যেমন সাধারণ মানুষকে আর্থিক স্বস্তি দেবে, তেমনই ব্যবসায়ীরা উসাহিত হবেন নতুন করে বাজার সম্প্রসারণে। ফলে কর্মসংস্থানও বাড়বে এবং দেশের যুব সমাজ নতুন সুযোগের সন্ধান পাবে।কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনেও সাড়া পড়ে গিয়েছে। বিজেপি নেতারা একে প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদর্শিতার প্রতিফলন বলে দাবি করছেন। তাঁদের মতে, এই সংস্কার ভারতের অর্থনীতিকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরও নীরবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। কারণ, কর সংস্কার সাধারণ মানুষের জীবনে কতটা বাস্তব পরিবর্তন আনতে পারে, তা নিয়েই আপাতত কৌতূহল সর্বস্তরে।ভারতের মতো এক বিশাল বাজারে করের হার কমানো মানেই সরাসরি ভোগ বা।বে। সেইসঙ্গে কৃষি থেকে উপাদন শিল্প-সব ক্ষেত্রেই ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। অর্থনীতির চাকা আরও গতি পাবে এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা বাড়বে। সরকারও সেই সম্ভাবনার দিকেই তাকিয়ে আছে।রাজনাথ সিং-এর বক্তব্যে স্পষ্ট, এই সংস্কার শুধু অর্থনীতির সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রভাব সমাজের প্রতিটি স্তরে প।বে। বিশেষত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যাঁরা প্রথাগতভাবে নানা জটিলতার মধ্যে দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন, তাঁরা নতুন আশার আলো দেখতে পাবেন।অমিত শাহ যেভাবে জিএসটি সংস্কারকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছেন, তা বিজেপির অভ্যন্তরীণ আত্মবিশ্বাসকেও প্রকাশ করছে। কারণ, মোদী সরকারের এই পদক্ষেপ আগামী দিনে রাজনৈতিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থে নেওয়া সিদ্ধান্ত সরাসরি নির্বাচনী সমীকরণেও প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।সব মিলিয়ে বলা যায়, দেশের কর কাঠামোয় এই নতুন সংস্কার কেবল সংখ্যার হিসেব বদলাবে না, বদলে দেবে মানুষের জীবনযাত্রা ও ব্যবসার পরিবেশও। প্রধানমন্ত্রী মোদীর কথায়, এই পদক্ষেপ সবার জন্য- আর সেই বার্তাই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।এই পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে আগামী দিনে বাস্তবে কতটা পরিবর্তন আসে, তা সময়ই বলবে। তবে আপাতত দেশজুড়ে জিএসটি সংস্কারকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বাস ও আশাবাদের স্রোত বইছে, আর সরকার দাবি করছে- এটি ভারতের অর্থনীতিকে এক নতুন যুগের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

চিন্তাজনক পরিস্থিতি পঞ্জাবে, সতর্কতা উত্তরাখণ্ড ও জম্মু-কাশ্মীরেও

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বরঃপঞ্জাবে ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে ক্রমশই অবনতি হচ্ছে বন্যা পরিস্থিতি। রাজ্যের একাধিক জেলায় জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে নদীগুলি ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, আর তার প্রভাবে গ্রামীণ অঞ্চল থেকে শুরু করে শহরতলি পর্যন্ত ভেসে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। চাষের জমি ডুবে যাচ্ছে জলে, বহু গ্রামে গৃহহীন হয়ে পড়ছেন মানুষ। সরকারি উদ্যোগে চলছে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ, কিন্তু প্রবল বৃষ্টির কারণে তা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হচ্ছে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে, আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পঞ্জাবের সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। একইসঙ্গে চন্ডীগড় প্রশাসনও জানিয়েছে, ওই দিন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।শুধুমাত্র পঞ্জাব বা হরিয়ানাই নয়, উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে প্রকৃতির রুদ্ররূপ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ড ও জম্মু-কাশ্মীরেও আগামী কয়েক দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। ইতিমধ্যেই দুই রাজ্যেই শুরু হয়েছে মেঘভাঙা বৃষ্টি, যার জেরে বারবার দেখা দিচ্ছে হড়পা বান ও ভূমিধস। পাহাড়ি রাস্তা ভেঙে পড়ায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে বহু জায়গা। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স।ক বন্ধ হয়ে গেছে ধস নামার কারণে। আটকে পড়েছেন পর্যটক ও সাধারণ যাত্রীদের বড় অংশ।উত্তরাখণ্ডে ধারচুলা, পিথোরাগ।, চামোলি ও রুদ্রপ্রয়াগের মতো জেলাগুলি বিশেষভাবে বিপর্যস্ত। কয়েকটি এলাকায় হড়পা বানে ঘরবাড়ি ভেসে গেছে, বহু গ্রামবাসীকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিরাপদ জায়গায়। জম্মু-কাশ্মীরেও তেমনই আতঙ্কজনক চিত্র। প্রবল বর্ষণের ফলে উপত্যকার নদীগুলি উত্তাল হয়ে উঠেছে, বহু জায়গায় বাঁধের কাছে চাপ বেড়ে চলেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, জল ছাড়তে বাধ্য হলে নিম্নভূমিতে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর ইতিমধ্যেই লাল সতর্কতা জারি করেছে। বিশেষত পাহাড়ি এলাকায় পর্যটকদের আপাতত যাত্রা স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাসিন্দাদেরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে এবং বিপজ্জনক এলাকায় যাতায়াত না করার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। তবু মানুষের উদ্বেগ বেড়েই চলেছে। কারণ টানা বৃষ্টিতে জীবনের গতি যেমন থমকে যাচ্ছে, তেমনই আর্থিক ক্ষতির পরিমাণও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে।কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড ও জম্মু-কাশ্মীরে পরিস্থিতি সামাল দিতে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেনা ও এনডিআরএফের দল ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে নামানো হয়েছে। বন্যা বা ধসে আটকে পড়া মানুষদের নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস স্পষ্ট করেছে, আগামী কয়েক দিন এই ভোগান্তি আরও বাড়তে পারে। ফলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।পঞ্জাবের জলমগ্ন গ্রামগুলির ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মানুষের ঘরবা।ড়িজলের

জিএসটি সংস্কারে স্বাস্থ্য ও জীবন বীমা করমুক্ত, চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও সস্তা

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) কাঠামোয় কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিল, জিএসটি কাউন্সিল তা অনুমোদন করেছে। বুধবার কাউন্সিলের প্রথম বৈঠকের পরেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন নতুন জিএসটি হার ঘোষণা করেছেন। এ বার থেকে দু'টি হারে জিএসটি কার্যকর হবে- ৫ এবং ১৮ শতাংশ। ১২ এবং ২৮ শতাংশের যে জিএসটি স্তর ছিল, তা তুলে দেওয়া হল। কিছু পণ্যকে রাখা হয়েছে ৪০ শতাংশ হারের বিশেষ তালিকায়। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন হারে জিএসটি কার্যকর করা হবে।জিএসটি কাউন্সিল সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষক ও কৃষি, স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জিএসটি হার যৌক্তিকীকরণ অনুমোদন করেছে। বুধবার রাতে নতুন দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেন, সাধারণ মানুষ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পণ্যের উপর পণ্য ও পরিষেবা কর ১৮ শতাংশ বা ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। তিনি জানান, জিএসটি কাউন্সিল সমস্ত ব্যক্তিগত জীবন বীমা পলিসি, টার্ম লাইফ, ইউলিপ বা এনডাউমেন্ট পলিসি, সমস্ত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বীমা পলিসি, পারিবারিক ফ্লোটার পলিসি এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পলিসি এবং তার পুনবীমা সহ জিএসটি ছাড়ের অনুমোদন দিয়েছে।এই সমস্ত পরিবর্তনগুলি এই মাসের ২২ তারিখ, নবরাত্রির প্রথম দিন থেকে কার্যকর হবে। সীতারমন বলেন, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের জন্য বীমা সাশ্রয়ী করা এবং দেশে বীমা কভারেজ বৃদ্ধি করা। অর্থমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন, ৩৩টি জীবন রক্ষাকারী ওষুধ ও ওষুধের উপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য করা হয়েছে এবং ক্যান্সার, বিরল রোগ এবং অন্যান্য গুরুতর দীর্ঘস্থায়ী অবস্থার চিকিৎসায় ব্যবহৃত তিনটি জীবন রক্ষাকারী ওষুধের উপর ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য করা হয়েছে। অন্যান্য সমস্ত ওষুধ ও ওষুধের উপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার, দাঁতের, বা পশুচিকিৎসা, অথবা ভৌত ও রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও ডিভাইসের উপর জিএসটি ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।অর্থমন্ত্রী জানান, চুলের তেল, টয়লেট সাবান, সাবানের বার, শ্যাম্পু, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, সাইকেল, টেবিলওয়্যার, রান্নাঘরের জিনিসপত্র এবং অন্যান্য গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের উপর এখন মাত্র ৫ শতাংশ জিএসটি থাকবে। তিনি আরও বলেন, অতি উচ্চ তাপমাত্রার দুধ, ছেনা এবং পনিরের উপর জিএসটি ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য করা হয়েছে, যেখানে সমস্ত ভারতীয় রুটির উপর এখন শূন্য হারে জিএসটি থাকবে। শ্রীমতী সীতারামন আরও ঘোষণা করেন, নমকিন, ভুজিয়া, সস, পাস্তা, ইনস্ট্যান্ট নুডলস, চকোলেট, কফি, সংরক্ষিত মাংস, কর্নফ্লেক্স, মাখন এবং ঘি জাতীয় খাদ্যপণ্যের উপর জিএসটি ১২ শতাংশ বা ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।মন্ত্রী আরও বলেন, এয়ার-কন্ডিশনিং মেশিন, ৩২ ইঞ্চির উপরে টেলিভিশন, সকল ধরণের টিভি, থালা ধোযার মেশিন, ছোট গাড়ি এবং মোটরসাইকেলের মতো পণ্যের উপর জিএসটি স্ল্যাব ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হযেছে। শ্রীমতী সীতারামন বলেন, শ্রম-নিবিড় শিল্পগুলি শক্তিশালী সমর্থন দিয়েছে, অন্যদিকে কৃষক এবং কৃষিক্ষেত্রও এই সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা উপকৃত হবে। তিনি বলেন, সমস্ত কৃষি সরঞ্জামের উপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হযেছে।উল্লেখ্য, জিএসটি কাউন্সিলের ৫৬-তম বৈঠক অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার নিয়ে আলোচনা করে, যার মধ্যে কর হারের যৌক্তিকীকরণ এবং সম্মতির সরলীকরণ অন্তর্ভুক্ত রযেছে। কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী, দিল্লি, গোয়া, হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, মেঘালয় এবং ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। অরুণাচল প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার উপ-মুখ্যমন্ত্রী, মণিপুরের রাজ্যপাল এবং বেশ কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অর্থমন্ত্রীরাও সভায় অংশ নিয়েছিলেন।

জিএসটি কাঠামোয় সংস্কার, বাজার খুলতেই মাথা তুলল শেয়ার সূচক

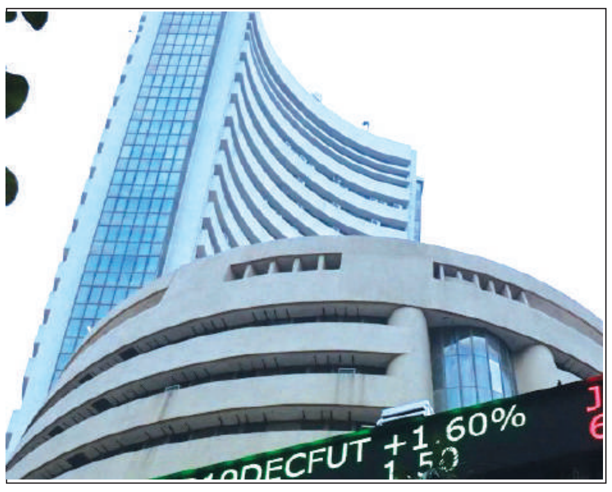

মুম্বই, ৪ সেপ্টেম্বরঃদীর্ঘদিন ধরে শিল্পমহল ও বিনিয়োগকারীরা জিএসটি কাঠামোয় সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সেই পদক্ষেপ ঘোষণা হতেই যেন নতুন আশার হাওয়া বইল শেয়ার বাজারে। বৃহস্পতিবার বাজার খোলার পরপরই সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন দেখা গেল সেনসেক্স ও নিফটির উত্থানে। দিনের শুরুতেই সূচক ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে, যা বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি।সকাল গ।াতেই সেনসেক্স এক লাফে ৮৫০ পয়েন্টেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। সকাল ৯টা ৪০ মিনিট নাগাদ সূচক দাঁড়ায় ৮১,১৭৯.০৪ অঙ্কে, যা আগের দিনের তুলনায় ৬২৪.৪৯ পয়েন্ট বেশি। একই সঙ্গে নিফটিও ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখায়। সূচক বেড়ে দাঁড়ায় ২৪,৮৮৯.৫৫, যা ১৭৩.৪০ পয়েন্ট বেশি। বাজারে এই দ্রুত বৃদ্ধি শুধু বিনিয়োগকারীদের মনোবল বাড়ায়নি, বরং শিল্পমহলের কাছে একটি ইতিবাচক বার্তাও পৌঁছে দিয়েছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, জিএসটি কাঠামোয় সংস্কার শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন খরচ কমাতে সাহায্য করবে, কর প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও সহজ করবে। এর ফলে ব্যবসায়ীদের খরচ কমবে, ভোক্তার উপর চাপও কিছুটা হালকা হবে। শিল্পক্ষেত্রে যে পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তা সরাসরি শেয়ার বাজারে প্রতিফলিত হচ্ছে।এদিকে, মুদ্রার বাজারেও দেখা গিয়েছে ইতিবাচক পরিবর্তন। লেনদেন শুরুর পর ডলারের নিরিখে ভারতীয় মুদ্রার উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এক ডলারের দাম ১৭ পয়সা কমে দাঁড়িয়েছে ৮৭.৮৫ টাকা। রুপির এই শক্তিশালী অবস্থানও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আশাবাদ তৈরি করেছে।বাজার পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য, শুধু জিএসটি সংস্কারই নয়, সাম্প্রতিক সময়ে বৈদেশিক বাজারে তেলের দাম স্থিতিশীল হওয়া, বিদেশি মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক পদক্ষেপও বাজারে আশাবাদ তৈরি করেছে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে শেয়ার বাজারের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।তবে, বিনিয়োগকারীদের একাংশ এখনও সতর্ক। কারণ আন্তর্জাতিক অস্থিরতা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় অর্থনীতির অনিশ্চয়তা, এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভারতের বাজারে চাপ তৈরি করতে পারে। সুতরাং স্বল্পমেয়াদে বাজারে ওঠানামা চলতেই থাকবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।তা সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার সকালে যে উল্লাস দেখা গেল, তা বাজারের আত্মবিশ্বাসকে স্পষ্ট করে দিল। একদিকে কর কাঠামোয় সংস্কার, অন্যদিকে মুদ্রার বাজারে ইতিবাচক পরিবর্তন-এই দুইয়ের জোটে বাজারের মনোভাব আপাতত আশাব্যঞ্জক। বিনিয়োগকারীরা নতুন করে ভরসা পাচ্ছেন, আর দেশের অর্থনীতির জন্যও এটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক সংকেত।

নাগপুরে সোলার ইন্ডাস্ট্রিজে বিস্ফোরণে চাঞ্চল্য, প্রাণহানির খবর নেই

নাগপুর, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের নাগপুরের বাজারগাঁও-এ সোলার ইন্ডাস্ট্রিজে বিস্ফোরণের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। যদিও, এই বিস্ফোরণে কেউ মারা যাননি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধান করছে। হাসপাতালের আইসিইউ ইনচার্জ ডাঃ নৃপাল ধঃেদ বলেন, আমরা বুধবার রাত ১৩ৃ০ নাগাদ একটি কারখানায় বিস্ফোরণের খবর পাই। প্রথমে চারজন রোগীকে এখানে আনা হয়েছিল, যাদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা গুরুতর এবং মাথায় আঘাত লেগেছে। তাদের তাৎক্ষণিকভাবে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছিল এবং তারা ভেন্টিলেটরে রয়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সর্বাধিক রোগীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সাতজন রোগীকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।একজন আহত শ্রমিক বলেন, ঘটনাটি ঘটে রাতে। চুল্লি থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে আমরা সবাই বেরিয়ে আসি। প্রায় ২০-২৫ মিনিট ধরে একটানা ধোঁয়া বেরোনোর পর বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের ফলে প্রায় ৪০-৫০ জন পাথরের আঘাতে আহত হন।

শনিবার লেন হাটনের প্রয়াণ দিবস

ইয়র্কশায়ার, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ স্যার লিওনার্ড লেন হাটন। শনিবার তাঁর মৃত্যুদিন (৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০)। ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারের ফালনেক এলাকায় জন্মগ্রহণকারী ১৯১৬ সালের ২৩ জুন বিখ্যাত ইংরেজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তারকা ও দল নির্বাচক ছিলেন। ক্রিকেটবোদ্ধাদের মতে, তিনি ইংল্যান্ডের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন। ১৯৫২ সালে বিংশ শতকের প্রথম পেশাদার ক্রিকেট অধিনায়ক হন। তাঁর অধিনায়কত্বে ১৯ বছর পর প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিযার বিপক্ষে অ্যাশেজ জয় করে ইংল্যান্ড দল। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অর্জন ছিল ১৯৩৮ সালে অস্ট্রেলিযার বিপক্ষে নিজস্ব সর্বোচ্চ ৩৬৪ রান সংগ্রহ করা। এ রান সংগ্রহ করতে তিনদিনে তাঁকে ১৩ ঘণ্টা ১৭ মিনিট খরচ করতে হয়েছিল। প্রায দুই দশককাল তাঁর এ রেকর্ড স্থাযী ছিল। আজো ইংল্যান্ডের ক্রিকেট ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান হিসেবে চিত্রিত আছে। অদ্যাবধি লেন হাটন অবিস্মরণীয় ব্যাটসম্যানরূপে চিহ্নিত হযে আছেন।সমগ্র খেলোয়াড়ী জীবনে প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে ৫৫.৫১ গড়ে ১২৯ সেঞ্চুরি সহযোগে ৪০,১৪০ রান তোলেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত লেন হাটন ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব করেন। ২৩ টেস্টে অধিনায়কের দাযিত্ব পালনের সময় দল আট টেস্টে জয় পায় ও চার টেস্ট হেরে যায়। বাদবাকী খেলাগুলো ড্রয়ে পরিণত হয়। ৭৯ টেস্টে ১৯ সেঞ্চুরিতে ৫৬.৬৭ গড়ে রান করেন ৬,৯৭১ তিনি।১৯৫৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। ওই বছরই তিনি নাইটহুড খেতাবে ভূষিত হন। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করেন হাটন। ১৯৫৫ সালের পর লন্ডনভিত্তিক ইভনিং নিউজে ১৯৬৩ পর্যন্ত লিখতেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট দলের নির্বাচকের দাযিত্ব পালন করেন। তারপরও তিনি ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত রেখেছিলেন নিজেকে। সারে ক্রিকেট দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন কিন্তু ইয়র্কশায়ারের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেন। এ প্রেক্ষিতে জানুযারি, ১৯৯০ সালে ইয়র্কশায়ার দলের সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ সালে ওভালে খেলা দেখার সময় গুরুতর অসুস্থতা অনুভব করেন। এর কিছুদিন পর ৭৪ বছর বয়সে ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ তারিখে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

রাশিফল

মেষঃযেকোনও নতুন কাজ শুরু করার জন্য আজকের দিনটি শুভ। অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে অর্থ লাভ ঘটতে পারে। প্রিয় মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।

বৃষঃ আজ স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়বে বৃষ রাশির জাতকদের। কর্মক্ষেত্রে আপনার দাযিত্ববোধ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। প্রবীণ আত্মীয়ের স্বাস্থ্যহানির সংবাদ পেতে পারেন।

মিথুনঃ বড় বিনিযোগের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন। আর্থিক বিষয়ে কিছুটা সতর্ক থাকুন। নিজের শারীরিক সুস্থতার জন্য নিযমিত শরীরচর্চা করুন। খাদ্যাভাসের পরিবর্তন ঘটান। কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন।।

কর্কট রাশি ঃনিখাদ বন্ধুত্বের স্বাদ উপভোগ করবেন কর্কট রাশির জাতকরা। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। ব্যবসায় সঠিক পদক্ষেপ করলে মুনাফা বাড়বে।

সিংহঃ মুক্তির স্বাদ নিন। পুরনো আইনি সমস্যা থেকে আজ অব্যাহতি পাবেন। নতুন কাজে হাত দেওয়ার জন্য আজকের দিনটি চমকার। শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। সন্তানের জন্য উদ্বেগ হবে

কন্যা ঃআপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যাদের ভালো অভিজ্ঞতা আছে।

তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা।

বৃশ্চিকঃব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের যোগ

ধনুঃ বিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।।

মকরঃ প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বার করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।।

কুম্ভঃ সামাজিক মর্যাদা ফিরে পাবেন। ব্যবসায় ভালো লাভ পাবেন। সন্তানের জন্য গৃহে সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে। সর্দি-কাশিতে ভোগার সম্ভাবনা। প্রেমে বাধা অবধারিত। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক খারাপের দিকে যাবে।

মীনঃ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পদ এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। সোজাসাপটা কথা বললে সমস্যার সমাধান হবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির সুপরামর্শ পেতে পারেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফল পেতে পারেন।

আবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ভ্রূকুটি২ও রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে বৃহঃবার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী রবিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৪ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৬৩সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১০মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে।

জিএসটি সংস্কারকে স্বাগত জানালেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ

উত্তর ২৪ পরগনা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ জিএসটি সংস্কারকে স্বাগত জানালেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, গাড়ি থেকে শুরু করে কম্পিউটার, পোশাক সবকিছুতেই ছাড় দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ বলেছেন, সমস্ত কর দেশের সাধারণ মানুষের টাকা থেকে আসে। তাই যতদূর সম্ভব তাদের ছাড় দেওয়া উচিত। এই বিষয়ে অনেক দিন ধরেই আলোচনা চলছে। সরকার জিএসটি থেকে পর্যাপ্ত কর রাজস্ব পাচ্ছে, তাই মনে হয়েছে যে সাধারণ মানুষকে ছাড় দেওয়া উচিত।দিলীপ বলেছেন, এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। গাড়ি থেকে কম্পিউটার, পোশাক সবকিছুতেই ছাড় দেওয়া হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দেশের জনগণও কর দিতে ভয় পায় না, তাই তাদের এই সুবিধা দেওয়া উচিত।

ক্যানিংয়ে মহিলার দগ্ধ দেহ উদ্ধার

ক্যানিং, ৪ সেপ্টেম্বরঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে এক মহিলার দগ্ধ দেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছা়িয়েছে। মৃতার নাম শীতলা সর্দার (৫৯)। স্থানীয় মানুষজন খালের জলে মৃতদেহ ভাসতে দেখেন বুধবার রাতে। পুলিশকে খবর দিলে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসে। বৃহস্পতিবার দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ক্যানিংয়ের বৈকুণ্ঠপুর এলাকায়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন শীতলা। বুধবার তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের সদস্যরা সেই মৃতদেহ সকার করতে স্থানীয় বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের শ্মশানে নিয়ে যায়। দেহ দাহ করার সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি এলে চিতার আগুন নিভে যায়, ফলে দেহ আধপোড়া অবস্থায় থাকে। সেই দেহ খালের জলে ফেলে দিয়ে চলে যায় শীতলার পরিবারের সদস্যরা, এমনটাই অভিযোগ। ক্যানিং থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। মৃতার ছেলেকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

প্রয়াত হলেন প্রয়াত রিজওয়ানুরের মা - শোক জ্ঞাপন মমতার

দুরন্তবার্তাঃবুধবার সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রিজওয়ানুর ও রুকবানুর রহমানের মা কিশওয়ার জাহান। তাঁর প্রয়াণে ন্স হ্যান্ডেলে শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, রিজওয়ানুর ও রুকবানুর রহমানের মা কিশওয়ার জাহানের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। ওঁর সাথে আমার গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। আমায় উনি আপনজন হিসেবে খুব ভালোবাসতেন। আমি প্রতি ইদে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। কত পুরনো স্মৃতি আজ মনে আসছে। আমার হৃদয়ে উনি চিরদিন থাকবেন। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে রিজওয়ানুরের মৃত্যু নিয়ে উত্তাল হয়েছিল রাজ্য-রাজনীতি। তারপর গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে বহু জল। রিজওয়ানুরের দাদা রুকবানুর চাপড়ার তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর পরিবারের খবরাখবর নিয়মিতই রাখেন মমতা। গত বছরেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে রিজওয়ানুরের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী। চলতি বছরেও ইদের সকালে রিজওয়ানুর রহমানের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

থার্মোকলের ছটায় সেজে উঠছে পুজোপাড়া, মেদিনীপুরের শিল্পীদের অনন্য নজরকাড়া উদ্যোগ

দুরন্তবার্তাঃশরতের আকাশে মেঘের ভেলা ভেসে উঠতেই বাংলার প্রাণের উসব দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু হয়ে যায়। মেদিনীপুর শহরজুড়ে এখন সেই উসবমুখর আমেজ ছা়িয়ে পড়েছে। প্রতিটি পাড়ায়, প্রতিটি ক্লাবে সাজসজ্জার নানান পরিকল্পনা নিয়ে. ব্যস্ত শিল্পীরা। এ বছর বিশেষভাবে নজর কেড়েছে মেদিনীপুরের কয়েকজন প্রতিভাবান শিল্পীর অভিনব উদ্যোগ-তাঁরা থার্মোকল দিয়ে তৈরি করছেন দুর্গাপুজোর অলঙ্করণ ও সাজসজ্জা।দেখতে যেমন অপূর্ব, তেমনই খরচের দিক থেকেও তা সাশ্রয়ী। পুজো কমিটিগুলির চাহিদা মেটাতে শিল্পীরা রাতদিন এক করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। থার্মোকলের পাতলা ও মোটা শিট থেকে কেটে নেওয়া হচ্ছে নানান নকশা। সেগুলোকে রঙ দিয়ে রাঙিয়ে তুলছেন শিল্পীরা। কখনও ফুল, কখনও লতাপাতা, কখনও আবার বিভিন্ন মন্দিরশৈলীর খোদাই ফুটে উঠছে তাঁদের দক্ষ হাতে।স্থানীয় এক শিল্পী বললেন, প্রতিবছরই পুজোর সাজসজ্জায় নতুনত্ব আনতে চেষ্টা করি। এবার থার্মোকলের ব্যবহার একটু বেশি। কারণ এটি সহজে কাটা যায়, হালকা, আবার রঙ করলে দারুণ ঝলমলে দেখায়। তাছাড়া বাজেটও কম। সত্যিই, বড় বড় প্যান্ডেলে যে জাঁকজমকপূর্ণ সাজসজ্জা দেখা যায়, তার তুলনায় কম খরচে এ ধরনের সৃজনশীল কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। তাই মেদিনীপুরের পুজো কমিটিগুলিও এই উদ্যোগকে সাদরে গ্রহণ করেছে।প্যান্ডেলের নকশার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে থার্মোকলের জিনিসপত্র বানানো হচ্ছে। কেউ তৈরি করছেন ঝাড়বাতি, কেউ সাজাচ্ছেন প্রবেশদ্বার, আবার কেউ দুর্গামণ্ডপের ভেতরের ছাদে দিচ্ছেন অসাধারণ কারুকাজ। থার্মোকল কাটতে বিশেষ ব্লেড, হিটার কিংবা ছোট যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। পরে রঙের প্রলেপ দেওয়া হলে সেটি একেবারে কাঠ বা পাথরের নকশার মতোই মনে হয়। অনেক দর্শনার্থী কাছ থেকে না দেখলে বুঝতেই পারেন না যে এই সাজসজ্জা থার্মোকল দিয়ে তৈরি।শিল্পীদের দাবি, দুর্গাপুজোর সময়কালে তাঁদের আয়ের বড় উস হল এই সাজসজ্জার কাজ। সারা বছর ধরে চিত্রকলা বা কারুকার্যের বড় সুযোগ থাকে না। কিন্তু দুর্গাপুজো এলে তাঁদের হাতের কাজের কদর বাড়ে। ফলে এই থার্মোকল শিল্প তাঁদের আর্থিক স্বস্তিও এনে দেয়। পুজো কমিটির এক সদস্য বলেন, আমরা চাই আমাদের মণ্ডপে কিছু আলাদা হোক। তাই শিল্পীদের এই নতুন ভাবনাকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। বাজেট বাঁচানোও গেছে, আবার সুন্দর কিছু উপহার দিতে পেরেছি দর্শনার্থীদের।অন্যদিকে, পরিবেশবিদদের একাংশ অবশ্য বলছেন থার্মোকল পরিবেশবান্ধব নয়। নদী বা খালে ফেললে তা গলতে দীর্ঘ সময় লাগে। তবে শিল্পীদের বক্তব্য, তাঁরা চেষ্টা করছেন থার্মোকলের ব্যবহার শেষে সেগুলো পুনর্ব্যবহার করতে। অনেক ক্ষেত্রেই সাজসজ্জার জিনিস পরের বছরও কাজে লাগে। ফলে অপচয় কমে।সব মিলিয়ে দুর্গাপুজোর ক'দিন আগে থেকেই মেদিনীপুর শহরে যে সৃজনশীলতার ঢেউ বইছে, তার কেন্দ্রে রয়েছেন এই শিল্পীরা। তাঁদের দক্ষ হাতে থার্মোকলের মতো সাধারণ উৎপাদনও হয়ে উঠছে শিল্পের নিদর্শন। উৎসবপ্রেমী মানুষ অপেক্ষা করছেন, কবে খুলবে মণ্ডপের দরজা, কবে দেখা মিলবে থার্মোকলের সেই ঝলমলে কারুকাজের।

কোনও হিন্দুকে দেশ ছাড়তে হবে নাঃউদ্বাস্তুদের সুরক্ষা নিয়ে মোদী সরকারের আম সিদ্ধান্তে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন বিধায়ক অসীম সরকার

দুরন্তবার্তাঃকল্যাণীর প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ পৌঁছেছে-দেশে নতুন করে কার্যকর করা হয়েছে Immigration and Foreigners Act, ২০২৫, যা কেন্দ্র সরকারের এক সুবিচারমূলক উদ্যোগ। এই আইনের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, পার্সি, জৈন ও খ্রিস্টান ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের-যাদের বৈধ পাসপোর্ট বা থাকা নথি নেই বা মেয়াদ উত্তীর্ণ-তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোনো পদক্ষেপ নেয়া হবে না। বরং তাঁদের শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হবে।এই গুরুগম্ভীর পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে হরিণঘাটা এলাকার বিধায়ক অসীম সরকার। তিনি বললেন, মোদিজি কথা দিলে কথা রাখেন, উদ্বাস্তুরা নিশ্চিন্ত। তাঁর ভাষায়, বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা কোনও হিন্দু ভাই-বোনকে আর দেশ ছাড়তে হবে না। কেন্দ্র ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উদ্দেশ্যমূলক এই নির্দেশনায় তিনি গভীর স্বস্তি দেখিয়েছেন। এসময় তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও উদ্দেশ্য করে একহাত নিয়েছেন-এর আগে বাংলার বিধানসভায় তিনি বলেছিলেন, যিনি থাকেন, তাঁরই কোনো নাগরিকত্ব হারানোর প্রশ্ন উঠবে না,-কিন্তু এবার কেন্দ্রের এই আইন কার্যকর হওয়ায় উদ্বাস্তুদের সেই আশঙ্কা নিরসন হয়েছে বলে অসীম সরকার মনে করেন।তবে প্রেক্ষাপটে থাকা প্রয়োজন-এই আইনের ভিত্তিতে, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে formalভাবে কার্যকর করা হয়েছে সংশোধিত আইনটি। যেখানে উল্লেখ রয়েছে, বৈধ নথি ছাড়াই ভারতে প্রবেশ বা অবস্থানকারীদের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। তথাপি, ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার অ-মুসলিম সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে-তারা বন্দি বা ডিপোর্টেশন থেকে রক্ষা পাবে।অন্যদিক থেকে বলা যায়, এই আইন CAA (Citizenship Amendment Act)-এর ধারাবাহিকতা বহন করে। ২০১৯ এর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সেই পথচলা শুরুর প্রথম ধাপ। এবার ২০২৫-এর এই আইন বাস্তবতায় এনে সেই পথে আরও গভীর স্তর যোগ হয়েছে। ফলে নিরাপত্তা এবং সদিচ্ছা উভয়ই দৃশ্যমান হচ্ছে-একদিকে উদ্বাস্তুদের মানবিক মর্যাদা, অন্যদিকে সুশাসন ও আইনি কাঠামোর মধ্যে স্বচ্ছতা সাক্ষ্য দিচ্ছে।অসীম সরকারের মন্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট যে, এই আইন একদিক থেকে একটি সামাজিক নিরাপত্তার ঘেরাটোপ তৈরি করেছে। উদ্বাস্তুদের মনে বাসা করে থাকা ভয় ও উদ্বেগ কিছুটা হলেও কমিয়েছে। মোদিজি কথা দিলে কথা রাখেন,-এই বাক্যে পূর্ণ স্বচ্ছতা ও প্রতিশ্রুতি অনুভূত হচ্ছে।অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে দেওয়া মন্তব্য-যে কেউ থাকুক, তাঁর দেশের একজন-তাও স্বস্তির একটি বার্তা ছিল, যদিও তা রাজ্য পর্যায়ে ছিল। এখন কেন্দ্রীয় কাঠামোয় এই আইনি সংস্কার বাস্তবায়ন হওয়ায় উদ্বাস্তু সম্প্রদায় আরো নিরাপদ অনুভব করছে-মমতার এবং কেন্দ্র সরকারের বার্তা একত্রে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে।এভাবে, আইনী ভিত্তিতে শরণার্থীদের নিরাপত্তা দেওয়ার এই উদ্যোগ-অসীম সরকারের মতে, ফলে মানবিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। এটাই মূল মর্ম-কোনও হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তু শরণার্থীদের ফের দণ্ডব্যাপ্তি বা বিতা।নের মুখে পড়তে হবে না, বরং তাঁদের অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষিত হবে।

মেখলিগঞ্জে রহস্যজনকভাবে পাওয়া পাকিস্তানি নোট - গ্রামীণ এলাকায় নকল নোট নয়, আসল পাকিস্তানি!

দুরন্তবার্তা-মেখলিগঞ্জ ব্লকের রাণীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের মোটা সন্ন্যাসী থানার আশপাশে এক যুবকের হাতে ধর্ষিত হলে চক্ষুদান হয়ে যায়। রাস্তায় পড়ে থাকা দুটি নোট দেখতে পেল প্রফুল্ল রায়-একটি ১০ টাকার, অপরটি ১০০ টাকার-যা দেখে তিনি রীতিমতো স্তম্ভিত। কারণ, এগুলি ভারতীয় নোট নয়, বরং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান উর্দু হরফে লেখা আসল পাকিস্তানি নোট। ঘটনাটি কোচবিহারের সেই সীমান্তীয় গ্রামীণ এলাকায়. ঘটেছে, যেখানে এমন বিদেশি মুদ্রা উধাও মিলেছে-a truly bewildering discovery।প্রফুল্ল রায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি একেবারেই সাধারণভাবে বাজার করতে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ রাস্তার ধারে দুটি নোট চোখে পা।লে কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখেন, এগুলি ভারতীয় নয়। বিশেষভাবে কথা বলা হয়েছিল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান লেখা রয়েছে, এবং উর্দু হরফে মুদ্রিত-যা বিষয়টিকে আরও বেশি বিস্ময়কর করে তোলে। তবে তিনি একমাত্র এই দুটি নোটই পেয়েছেন, আর এগুলোর বাইরে তিনি আর কোনও নোট ছড়িয়ে ছিল তা জানেন না।এই ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষজন এমন সংকটে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন-তারা প্রশ্ন করছেন-কীভাবে এই নোটগুলি পিয়েছিল এই গ্রামীণ সীমান্ত এলাকা মেখলিগঞ্জে? এর পেছনে কোনো ষ।যন্ত্র রয়েছে তো? স্থানীয়রা প্রশাসনের প্রতি দাবি জানিয়েছেন দ্রুত ও ।।।দেনশীল পদক্ষেপ নেওয়ার, যাতে অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি রুখে দেওয়া যায়। একই সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের তরফেও জানানো হয়েছে, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এই ঘটনাটি সামান্য স্থানীয় কৌতূহলের সীমা ছাড়িয়ে গেছে-কারণ সীমান্তবর্তী এলাকায় বিদেশি মুদ্রা পাওয়া মানে অব্যাহত ভাবে সীমান্ত নিরাপত্তা, অর্থ পাচার বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক প্রশ্ন ধরে। সেখানে জনসাধারণের ওপর এই বিষয়

জিএসটি স্ল্যাবের আমূল পরিবর্তন - দাম কমলো অনেক জিনিসের

দুরন্তবার্তাঃপ্রথমেই বলে রাখা দরকার তামাক জাতীয় দ্রব্যের দাম বা।লেও নিত্য প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্যের দাম অনেকটা কমেছে। বুধবার কাউন্সিলের প্রথম বৈঠকের পরেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন নতুন জিএসটি হার ঘোষণা করেছেন। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন হারে জিএসটি কার্যকর করা হবে। মধ্যবিত্তদের জন্য বড় সুখবর! এ বার থেকে দু'টি হারে জিএসটি কার্যকর হবে- ৫ এবং ১৮ শতাংশ। ১২ এবং ২৮ শতাংশের যে জিএসটি স্তর ছিল, তা তুলে দেওয়া হল। কিছু পণ্যকে রাখা হয়েছে ৪০ শতাংশ হারের বিশেষ তালিকায়। নতুন ব্যবস্থায় কোন কোন পণ্যের দাম বাড়ল? সস্তা হল কী কী? এক নজরে সেই দিকটা দেখে নেওয়া যাক। দুধ, ছানা, পনির, রুটি ও পাউরুটির উপর আগে ৫ শতাংশ জিএসটি ছিল। সেই কর পুরোপুরি তুলে নেওয়া হয়েছে। জ্যাম, জেলি, মাশরুম, নারকেলের জল, ইস্ট, সরষে, সয়াবিন, ভুজিয়া এবং ২০ লিটারের পানীয় জলের বোতলের উপর থেকেও জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমে দাঁ।য়েছে ৫ শতাংশে। মধু, মিছরি, চকোলেট, কর্নফ্লেক্স, কেক, পেস্ট্রি, স্যুপ, আইসক্রিম ও জিলেটিনের মতো খাদ্যপণ্যে এতদিন ১৮ শতাংশ জিএসটি ধার্য ছিল। সেটি এখন কমিয়ে করা হয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ। এ ছাড়া, যাবতীয় জীবনবীমা ও স্বাস্থ্যবীমার উপর থেকে জিএসটি পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ছাড়াও ক্যান্সার সহ ৩৩ টা নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধের উপর GST ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য ও ৩টি ওষুধ ৫ শতাংশ থেকেই কমিয়ে শূন্য করা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই অর্থমন্ত্রীর এই পদক্ষেপে খুশি আম জনতা।

জনসংযোগে সুবিধা কি, নীলবাড়ি ভোটযুদ্ধে ' অন্দরজটিলা বাড়াবে? - জোর শোরগোল বঙ্গ বিজেপির ' ফ্রিস্টাইল ব্রিগেড'-কে ঘিরে

দুরন্তবার্তা-পশ্চিমবঙ্গের বিজেপিতে এখন ' ফ্রিস্টাইলব্রিগেড'-কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দৃশ্যপট বেশ রহস্যময় হয়ে. উঠেছে। দলীয় কর্মসূচির পাশাপাশি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই নানা আঙ্গিকে জনসংযোগ চালাচ্ছেন আধ ডজন নেতা-যারা নিজের সোনাঝাঁক ভঙ্গিতে রাজনীতির জলে সাঁতারের তালে লীন। এই বিদগ্ধ 'সাঁতারিরা' বিজেপির স্ট্যান্ডার্ড পথের বাইরে যে পথ খুঁজে নিচ্ছেন, তা দলের জন্য আদৌ সুফল বয়ে আনবে, না অভ্যন্তরীণ সমীকরণ জটিল করে তুলবে, সেই প্রশ্ন জোরালোভাবে উঠছে ।অধিকাংশ নেতা যাঁদের নাম প্রকাশ করেছেন প্রতিবেদনে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, শান্তনু ঠাকুর, জ্যোতির্ময় মাহাতো এবং রাজু বিস্তা।শুভেন্দু অধিকারী ' রাজনীতির এক চরিত্রেই পরিণত হয়েছেন। দল নির্দেশিত কর্মসূচির বাইরে নিজস্ব রাজ্যের চানাচুর জমিয়ে, রামনবমী-হনুমানজয়ন্তীর মিছিলে রাজ্যজুড়ে ঘুরে বেড়ান, কখনো অনুগামীদের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে বন্ধ ডাকেন, কখনো ' অভিযানে' আকস্মিক উপস্থিতি-এসবই তাঁর নিজস্ব শৈলীতে গণজোয়ার সৃষ্টির কৌশল ।দক্ষিণ দিনাজপুরের সুকান্ত মজুমদারও ত্রাণমূলের কৌশল ' করেছেন বলে অভিযোগ। তাঁর জনসংযোগের ধাঁচ মেলার পরিবেশ সৃষ্টি করা-বর্ষবিদায়ে বিনামূল্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন, নদীতটে প্রদীপ জ্বালানো, পুরোহিত নিয়ে ' আরতি', আতশবাজির প্রদর্শনী-এসব নানা ' জাতীয় আয়োজন সুকান্তের নিজস্ব ' মাঠে ফেলা' পন্থা বলে এলাকার তৃণমূল নেতারা মন্তব্য করেন ।এদিকে রাজ্য সভাপতি থাকাকালীনও নিজের স্বতন্ত্র জনসংযোগ বজায় রেখেছেন দিলীপ ঘোষ। প্রাতর্ভ্রমণ, চা-চক্র, সড়ক পথসভা এবং নির্বাচনী এলাকায় সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন-এসবই তাঁর ' তারা বিপ্লব। সাম্প্রতিক উদাহরণ-দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ শহিদ স্মরণ সমাবেশে নিজস্ব উদ্যোগে করেছে বড়সড় কর্মসূচি ।অন্যদিকে শান্তনু ঠাকুর তো বাস্তবেই সাঁতারে পারদর্শী-নিয়মিত সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া. তাঁর রাজনৈতিক ও খেলার শৈলীকে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। দলের কর্মসূচিতে না থাকলেও যেখানেই উপস্থিত হন, ভক্তবৃন্দের অভাব থাকে না। ' মহাসঙ্ঘে'র নামে শপথ ও অধিকার আন্দোলনে সরাসরি বার্তা দেন, যা প্রয়োজনে রাজনৈতিক বার্তা হয়ে ওঠে ।প্রভাবশালী রাজনৈতিক প্রবক্তা জ্যোতির্ময় মাহাতো সাধারণ সাংসদ-বিধায়কদের মতো নয়-কিন্তু তাঁর ডাকে সভা-মিছিল যেন পুলিশ বাধা দেয় না। ' অধিকার রক্ষা মঞ্চ' নামে বিধানসভা ঘেরাও কর্মসূচি করেছেন, কিন্তু পুলিশ কলেজ স্ট্রিট অতিক্রম করতে দেয়নি। তারপরও গ্রেফতার, উত্তেজনা সৃষ্টির মত মুহূর্তে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন ।আর পাহাড়ের বুড়োও রাজুকে বাদ দিলে পূর্ণতা নেই-দার্জিলিংয়ের রাজু বিস্তা, আপাতদৃষ্টিতে নামী একজন নন রাজ্য রাজনীতিতে, কিন্তু পাহাড়ের রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব বড়। প্রার্থী নির্ধারণ থেকে দলীয় ভাবমূর্তি রক্ষার প্রক্রিয়াও চলে তাঁর ইচ্ছে এবং নেতৃত্ব নিয়ে। কখনো তিনি কেন্দ্রীয়. নেতা বা কলকাতা রাজনীতিবিদদের সাথে সরাসরি কথা বলেন, কখনো পাহাড়ের ভেতরের নানা গোষ্ঠীর সঙ্গে নিয়মিত আলোচনায় জড়িত থাকে ।এই ' ব্রিগেড'-কে ঘিরে দলের অভ্যন্তরে প্রশ্ন উঠছে-এগুলো কি দলের জনসংযোগকে আরও শক্তিশালী করবে, নাকি সমীকরণকে জটিল করে তুলবে? এই ছয়. নেতা প্রত্যেকে নিজস্ব স্টাইলে জনসংযোগ করছেন-ডানদিকে থাকে দল, কেন্দ্রে থাকে তাঁদের নিজস্ব ' কৌশল। কিন্তু যে নদীতে তাঁরা একযোগে সাঁতার কাটছেন, সেই ' রাজনৈতিক জলে কতটা সমন্বয়.সম্ভব, সেটা এখনো অনিশ্চিত। একদিকে দলীয় অভিমুখ্যতা বজায় রেখেছেন তো অন্যদিকে নিজের স্ট্রোকের মাধ্যমে নতুন ভঙ্গি ঢুকান-এই দ্বৈরথ কি দীর্ঘমেয়াদে বিজেপির জন্য সুফল বয়ে. আনবে, নাকি তা দলের অভ্যন্তরীণ সূত্রপাত জটিল করে দেবে, সেটা সময়েই জানাবে।

বৃষ্টি থামতেই দেখা মিলল রোদের, স্বস্তিদায়কও রয়েছে আবহাওয়া

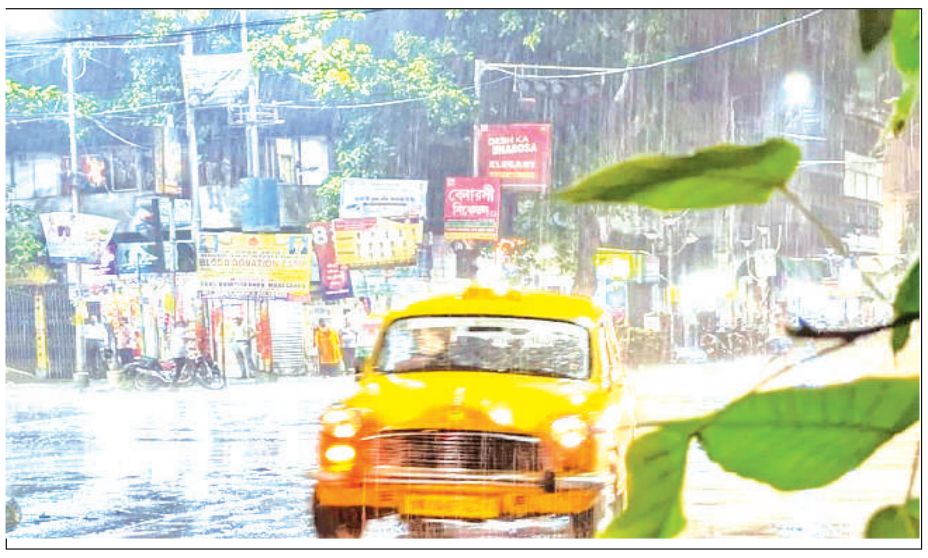

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর ঘনীভূত নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে। তবে, বৃষ্টি থামতেই বৃহস্পতিবার সকালে সাময়িকের জন্য রোদের দেখা মিলেছে। স্বস্তিদায়কও রয়েছে আবহাওয়া। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কম।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কিছু দিন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমানের কিছু অংশে। শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং ঝাড়গ্রামে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার এবং রবিবারও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

শিক্ষারত্ন পেলেন মোট ৭৩ জন শিক্ষক

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ শুক্রবার শিক্ষক দিবস। তার প্রাক্কালে ওই দিবস উপলক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে শিক্ষারত্ন সম্মান দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানটি হয় আলিপুরে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে। পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে ৩৯ জন স্কুলের শিক্ষকশিক্ষিকা, ২১ জন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ১৩ জন বৃত্তিমূলক এবং অন্যান্য আইআইটি বিষয়ক শিক্ষক। সকলকে পুরস্কৃত করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মানপত্র, শাল, ঘড়ি, স্মারক, বই এবং ২৫ হাজার টাকা পান প্রত্যেকে।

উৎসবের মরসুমকে আনন্দময় করে তুললো মোদীজির সরকার, বার্তা শুভেন্দুর

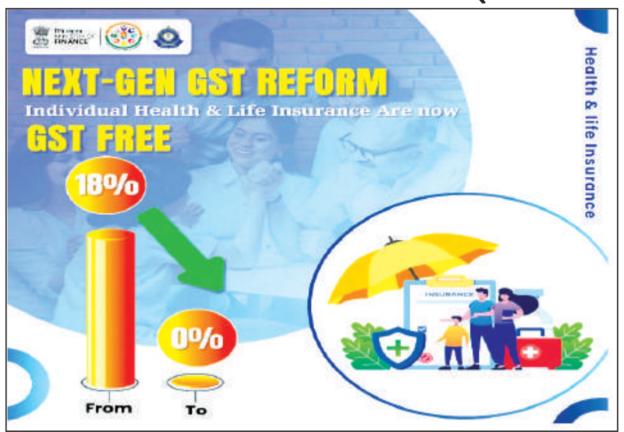

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ উৎসবের মরসুমকে দেশবাসীর কাছে আরও আনঃদময়.করে তুললো জনদরদী মোদীজির সরকার।শুক্রবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, দুর্গা পুজোর আগেই একধাক্কায় অনেকটাই কমবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম। জীবনবিমা ও স্বাস্থ্যবিমায় সম্পূর্ণ মকুব জিএসটি। মাননীয়া অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারামন জি জানিয়েছেন আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে দুটি হারে (৫ এবং ১৮ শতাংশ) জিএসটি কার্যকর হবে। ১২ শতাংশ এবং ২৮ শতাংশের স্ল্যাব পুরোপুরি তুলে দেওয়া হচ্ছে। কৃষিজাত পণ্যের উপর এতদিন ১২ শতাংশ জিএসটি ধার্য ছিল, তা কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। জীবনদায়ী ঔষধ সহ অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমবে। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাধীনতা দিবসের শুভ দিনে লাল কেল্লা থেকে ঘোষণা করেছিলেন পুজো ও উৎসবের আগেই দেশবাসী কে উৎসবের উপহার দেবেন। যেমন ঘোষণা তেমন কাজ, আগামী ডৎসবের দিনগুলো সবার কাছে আরও আরও সুমধুর হয়ে উঠলো।

স্বাধীনতা সংগ্রামী অমরে ন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় কর্মী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রয়াণ দিবসে জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য। শুক্রবার এক্সবার্তায় একথা লিখলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।সুকান্তবাবু লিখেছেন, যুগান্তর আন্দোলনের তহবিল সংগ্রহের দায়িত্বে থেকে তিনি মূলত বিহার, ওড়িশা এবং অধুনা উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে বিপ্লবী কেন্দ্রগুলির কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।রাজা পিয়ারিমোহন ও তাঁর পুত্র রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জীর অর্থায়নে তিনি উত্তরপাড়া শিল্প-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে কাঠের কারখানা স্থাপন, ছয়টি হস্তচালিত তাঁত সংগ্রহ করে স্বদেশী কাপড় উপাদন ও বিক্রির মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার পথ সুগম করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নদিয়ার পোড়াগাছা ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক হন এবং যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন)-এর পাশে থেকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করেন।তাঁদের উদ্যোগে গঠিত হয় ছাত্র ভান্ডার (স্টুডেন্টটস এম্পোরিয়াম), যা পরবর্তীতে শ্রমজীবী সমবায়. (শ্রমিকদের সমবায়)-এ রূপান্তরিত হয়েছিল।দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও স্বদেশী শিল্পের প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

অপসারিত ' অযোগ্যদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করার অঙ্গীকার মমতার

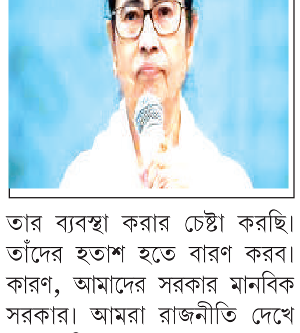

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ ' ১০ বছর শিক্ষক হিসাবে কাজ করার পরেও যাঁদের এদিন অযোগ্য বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমরা তাঁদের নিয়ে আইনত আলোচনা করছি। আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে শিক্ষারত্ন সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী হয়তো তাঁরা আর শিক্ষক হতে পারবেন না, কিন্তু তাঁরা যাতে অন্তত গ্রুপ সি-র চাকরি পান, তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি। তাঁদের হতাশ হতে বারণ করব। কারণ, আমাদের সরকার মানবিক সরকার। আমরা রাজনীতি দেখে কাজ করি না, মানুষের কথা ভেবে কাজ করি। এদিন শিক্ষকদিবসের প্রাক্কালে সব শিক্ষকদের অন্তরের অন্তস্তল থেকে শুভকামনা জানাচ্ছি।''প্রসঙ্গত, সেখানে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ২০২৫ সালের কৃতী ছাত্রছাত্রীদেরও। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা-সহ বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষায় এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্সে প্রথম হওয়া ১৯ জন ছাত্রছাত্রীকে সম্মানিত করা হল। সমস্ত বোর্ড মিলিয়ে ৩৮৭জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তাদের দেওয়া হয়েছে মানপত্র , ট্যাব, ল্যাপটপ, ' অফ বেঙ্গল' নামে একটি বই, মুখ্যমন্ত্রীর স্বাক্ষর করা ডায়েরি এবং ১২টি বই।

সিএএ নিয়ে বড় সংশোধনী কেন্দ্রের - চালু হয়ে গেলো নতুন বিধি

দুরন্তবার্তাঃঅনেকদিন আগেই সংসদে নয়া বিল অনুমোদন করা হয়েছে। এবার তা প্রয়োগে উদ্যোগ নিলো অমিত শাহ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ-তে বড় সংশোধনী আনল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পুরনো নির্দেশিকা অনুযায়ী ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, খ্রিস্টানরা ভারতে ধর্মীয় কারণে ঢুকেছেন, তাঁরা সবাই সিএএ-তে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। সোমবার রাতে নয়া বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সেই বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের সময় দশ বছর বাড়িয়ে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, খ্রিস্টানরা ভারতে ধর্মীয় কারণে ঢুকেছেন, তাঁরা সবাই সিএএ-তে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। স্বাভাবিক কারণেই এই বিল নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল বিরোধী 'ইন্ডিয়া'জোট। তবে সংখ্যা গরিষ্ঠতার কারণে শাসক বিজেপি তা পাশ করিয়ে নেয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৭৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৯ ভাদ্র, ১৪৩২

কলকাতায় আলো

সেই সময়ে চোর, ডাকাত, গুণ্ডাদের স্বর্গরাজ্য ছিল শহরের রাজপথ। কলকাতা শহরেও শুরুর দিকে বিপদে না পড়লে মানুষ রাতে খুব একটা বাইরে বেরোতেন না। উনবিংশ শতকের শেষ অবধি ইলেকট্রিক তো ছাড়, গ্যাসের আলোর কৌলীন্যও জোটেনি মহানগরীর কপালে। তা হলে রাস্তায় আলো কি জ্বলত না? জ্বলত। আর তা ছিল কেরোসিনের বাতি। কিন্তু তার আগে? উনিশ শতকের গোড়ার দিকে শহরের রাস্তায় ছিল না পথবাতি। সন্ধ্যা নামলেই দরজায় কুলুপ আঁটতেন বাসিন্দারা। ঘরের ভেতর জ্বলত রেড়ির তেলের প্রদীপ। রাতবিরেতে বাইরে বেরোনোর দরকার হলে জ্বেলে নেওয়া হত পাটকাঠির ওপায় মশাল। ওই শতকের তিরিশের দশকে কলকাতার রাস্তায় কেরোসিনের আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করে পুরসভা। রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। তবে রাস্তায় উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা থাকলেও, বাড়িতে কিন্তু তখনও মহাবিক্রমে রাজত্ব করছে রেড়ির তেলের প্রদীপ বা সেজ। তাই প্রতি পাড়াতেই ছিল একটা রেড়ির তেলের কল বা দোকান। কলকাতায় গ্যাসবাতির প্রচলন হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি। তবে তার আগে, ১৮০৭ সালের ১৬ অগাস্ট লন্ডনের রাস্তায় জ্বলে ওঠে গ্যাসের আলো। ১৮২২ সালের ৩০ মার্চ তখনকার এক বাংলা দৈনিকের খবরে জানা যায়, ইংলণ্ড দেশে নল দ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয়। অনুমান হয় লটারির অধ্যক্ষরাও লটারির উদ্বৃত্ত হইতে কলিকাতার রাস্তাতে ঐরূপ আলো করিবেন। সংবাদপত্রের 'অনুমান' সত্যি হতে লেগে গেল আরও কিছু বছর। ১৮৫৭ সালের ৬ জুলাই কলকাতার রাস্তায় পুরসভার লটারির টাকাতেই প্রথম জ্বলল গ্যাসবাতি। গ্যাস লাইট আসার পরেও যে অবস্থা খুব একটা বদলেছিল তা কিন্তু নয়। খুব ভালো গ্যাস বাতিও ২৫ ওয়াটের বাল্বের তুলনায় কম আলো দিত। সে বাতি আবার লাগানো থাকত বহু দূরে দূরে--ফলে রাস্তায় গ্যাস বাতির তলাটুকু বাদ দিলে বাকিটা ঘন অন্ধকারেই ঢাকা থেকে যেত। প্রথম গ্যাসবাতি জ্বলেছিল কলকাতার হৃদপিণ্ড চৌরঙ্গী রোডে। গ্যাস ল্যাম্পের উচ্চতা ছিল মাটি থেকে ১১ ফুট আর দুটি পোস্টের মধ্যে দূরত্ব ১৫০ ফুট। তাতেই মানুষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গান বেঁধেছিল, রাত্রিতে গ্যাসলাইট জ্বালে, আর অন্ধকার নাই/ অন্ধকার রাতে দিনের মত চলে যাই। হুতোম লিখছেন, সন্ধ্যা হলেই পুরসভার মুটে বগলে মই নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটত পথে পথে আলো জ্বালতে। মই বেয়ে ল্যাম্পপোস্টে উঠে প্রথমে ন্যাকড়া বুলিয়ে পরিষ্কার করত আলোর শেডের কাচ। তারপর চাবি ঘুরিয়ে চালু করত গ্যাস। সব শেষে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরাতো বাতি। আলো জ্বালানো-নেভানোর সময় নিয়েও প্রচণ্ড কড়াকড়ি ছিল পুরসভার। ১৯০৮ সালের কর্পোরেশন অফ ক্যালকাটা-র অ্যালমানাকে দস্তুরমতো ঘণ্টা-মিনিট উল্লেখ করে বছরের প্রতি দিনের বাতি জ্বালানো ও নেভানোর নির্ঘণ্ট বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আলো নেভানোর সময় ছিল ভোর ৫টা বেজে ৪৫ মিনিট। এর নড়চড় বড় হত না।

বাংলা গানের ইতিহাস

সালটা ১৯৫৭। পাঁচের দশকের শেষভাগ। বাংলা গানের আকাশে তখন মধ্যগগনে সেই স্বর্ণযুগের সূর্যের দীপ্তি। ঠিক সেই সময় কলকাতায় এসে পৌঁছলেন লতা মঙ্গেশকর; 'নীল আকাশের নিচে' ছবিটির প্লেব্যাক দেওয়ার জন্য। কলকাতা এয়ারপোর্টে লতাকে রিসিভ করতে সেদিন ভিড় করেছিলেন শিল্পী, সাংবাদিক, সঙ্গীতানুরাগীরা। সেই ভিড়ের মধ্যেই ছিলেন কবি-গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ভিড়ের কোলাহলে এক ফাঁকে লতা পুলকবাবুকে বলে ফেললেন; আমি জীবনের প্রথম পুজোর গান রেকর্ড করতে চলেছি। ভূপেনদা সুর করবেন, আর আপনি লিখুন। চমকে গেলেন পুলক। লতা মঙ্গেশকরের পুজোর গান গাইবেন; এ তো বাঙালি সঙ্গীতজীবনের জন্য বিরল সৌভাগ্য। কিন্তু সবাইকে যে কথা দেওয়া হয়েছে, তিনি কাল মহড়া সেরেই বম্বে ফিরে যাবেন। তাহলে এত অল্প সময়ে গান লেখা, সুর করা, রেকর্ডিং; কীভাবে সম্ভব? নাকি কথার কথা বললেন লতাজী? সন্দেহ ভাঙল পরদিন মহড়ায়। আবার পুলকবাবুকে এক কোণে ডেকে কানে কানে বললেন তিনি,সকালে জানে আমি গ্রান্ড হোটেলে উঠেছি। কিন্তু আমি আসলে ভূপেনদার গল্ফ ক্লাবের ফ্ল্যাটে আছি। কাল সকালে সেখানেই চলে আসুন। এরপর আর কোনো সংশয় রইল না। পরদিন সকালেই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে গেলেন সেই গল্ফ ক্লাবের ফ্ল্যাটে। প্রথমেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, আপনি তো সবাইকে বলেছেন, আজই ফিরবেন বম্বে। তাহলে রেকর্ড করবেন কবে? লতা হেসে জবাব দিলেন, আমি আসলে কয়েকদিন কলকাতাতেই আছি। গান রেকর্ড করে তবেই ফিরব। কিন্তু কথাটা আমি গোপন রেখেছি। কলকাতায় আছি জানলে অনেকে গান করতে চেয়ে ভিড় করবেন। তখন কাকে রাখব, কাকে ফেলব; তার চেয়ে চুপ থাকা ভালো। অবস্থা পরিষ্কার হল ঠিকই, কিন্তু তৈরি হল নতুন বিপত্তি। ভূপেন হাজারিকা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন,আমার হাতে এখন নতুন গান করার সময় নেই। গান তো রেডি নেই। তখন পুলক বললেন,কেন ভূপেন দা, একটা গান তো রেডিই আছে; মনে রেখো ওগো আধো চাঁদ। ভূপেনবাবু হেসে মাথা নাড়লেন; ওটা তো তোমারই লেখা, কিন্তু আমি তার সুর একেবারেই ভুলে গেছি। হারমোনিয়ামও সারাতে দিয়েছি। তাই এখন যে গান নিয়ে বসব, তারও উপায় নেই। তাহলে? এবার পুলকবাবুই সমাধান বের করলেন। টেনে নিয়ে গেলেন ভূপেনবাবুকে ভবানীপুরে তাঁর বড়দির বাড়িতে। বাড়িটি একরকম আড্ডাখানা; সেখানে মহানায়ক উত্তমকুমার খেলতে আসতেন ব্যাডমিন্টন, আবার সেই বাড়িতেই তৈরি হয়েছিল 'মরশুমি ক্লাব'। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগ্নে সুশীল চক্রবর্তীর হারমোনিয়ামটি ছিল এখানেই, যেটিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও একদিন অনেক গানের সুর করেছেন। সেই হারমোনিয়াম নিয়েই বসলেন ভূপেন হাজারিকা।

শ্রীশ্রী অনুকুল ঠাকুর

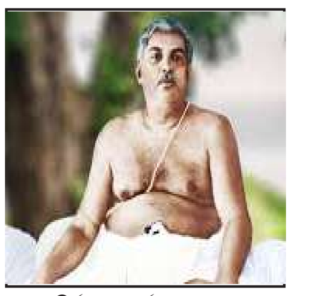

পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মা পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, নরেন আমার নিজের সন্তান। স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। মা সারদা দেবী বলতেন, নরেন আমরা প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে রাতে আমি ভালো করে ঘুমাতে পারি। ঠাকুরও ভালোবাসে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। সন্ধ্যা হলেই গানের আসর বসতো দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তো নরেনের গানে বিহ্বল হয়ে যেতেন। নরেনের ভক্তিগীতি শুনেই ঠাকুর আবার জ্ঞানহারা হয়ে যেতেন। তাঁর জ্ঞান ফিরত বহুক্ষণ বাদে। ঠাকুর বলতেন, নরেন হচ্ছে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ। প্রচণ্ড শক্তি ধারণ করে নরেন। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে কেউ পারবে না। ও একদিন বিশ্ব জয় করবে নিশ্চয়।

শিক্ষক দিবস ঃ বাংলার শিক্ষার উন্নতির মূলে ছিল সেরা শিক্ষকদের পরিশ্রম

বিশেষ প্রতিবেদক

ভারতের সর্বকালের সেরা শিক্ষকদের নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যিনি তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্য 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করে সবার কাছে অতি পরিচিত হতে পেরেছিলেন তাঁর জন্মের দুশো বছর পরে আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর লেখাটি মনে পড়ে যাচ্ছে-' অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট জিনিস বড় করিয়া দেখায়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ।'। উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮২০ সন।) এই সময়টা হচ্ছে শিক্ষা সংস্কার এবং বাংলা ভাষার আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির করার চিত্র সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে সরকারি এবং বেসরকারি ভাবে বহু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় সেখানে নানা অসমঞ্জস্য এবং বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম এবং পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময়ে বিদ্যাসাগর এককভাবে ও কিছু সহযোগীদের উদ্যোগে আধুনিক ব্যবহারযোগ্য বাংলা ভাষা, প্রাথমিক ও নীতিশিক্ষার বহু জনপ্রিয় গ্রন্থ, বাংলা মাধ্যমে স্কুল ব্যবস্থা এবং নারী শিক্ষার পাকা বুনিয়াদ স্থাপন করে গেলেন যার ওপরে ভিত্তি করে আজকে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আধুনিক বাংলার সাহিত্যের সূচনাও বলা যেতে পারে। বাংলা ভাষার পাকা বুনিয়াদ যিনি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই বিদ্যাসাগরের যাত্রাপথ ছিল খুবই কঠিন ছিল। সব সময়ে তাঁকে বাস্তবের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই সময়ে হুগলি জেলার (এখন পশ্চিম মেদিনীপুর) ঘাটাল মহকুমা বীরসিংহ গ্রামে এক হতদরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবীর জেষ্ঠ্যপুত্র ছোটবেলা থেকে যেমন জেদি এবং একগুঁয়ে ঠিক তেমনি ছিলেন বিদ্যাশিক্ষা লাভের চরম উৎসাহী। মাত্র ন'বছর বয়সে পিতার সঙ্গে এসে সংস্কৃত কলেজে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জেদি এবং একগুঁয়েমির ছবি অঙ্কণ করতে শম্ভুচন্দ্রের লেখার সাহায্য নিয়ে 'বিদ্যাসাগর-চরিত' প্রবন্ধে তা উল্লেখ করেছেন-"পিতার তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত সেদিন বলিতেন, আজ ভালো কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে। তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণ মাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া ট্যাঙ্কশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড় চাপড় মারিয়া জোর করাইয়া স্নান করাইতেন।''

মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঃ মদনমোহন তর্কালঙ্কার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮১৭ শকে নদিয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রাম নাম একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রামে। তাঁর পিতার

নাম ছিল রামধন চট্টোপাধ্যায়। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের লিপিকর ছিলেন। তাঁর পাঁচটি সন্তান ছিল। তার মধ্যে দুই পুত্র এবং তিন কন্যা। প্রথম পুত্রের নাম মদনমোহন এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম গোপীমোহন। মদনমোহন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু পেটের রোগে আক্রান্ত হলে তিনি গ্রামে ফিরে যান। গ্রামে বাড়িতে থাকার সময়ে তিনি পণ্ডিতদের কাছ থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সাহিত্য পাঠ করেন। কিছুদিন বাড়িতে থাকার পর তিনি আবার সংস্কৃত কলেজে এসে ভর্তি হলেন। ১৮২৯ সালে তিনি দ্বিতীয়বার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। একই ক্লাসে পড়তেন বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহন। মদনমোহনের বয়স ছিল বারো বছর আর বিদ্যাসাগরের বয়স ছিল দশ বছর। দুই বছরের বেশি কম। কবিত্ব শক্তি মদনমোহনের যথেষ্ট ছিল। অসাধারণ কবিতা তিনি রচনা করতে পারতেন। ১৮৪২ সালে তর্কালঙ্কার মহাশয় বিদ্যালয় জীবন সমাপ্ত করেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করে তিনি বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত হয়েছিলেন। বারাসত সরকারি বিদ্যালয়ে প্রথম পণ্ডিত হিসাবে শিক্ষকতা করতে শুরু করেন। তারপরে তিনি কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজেএ তিনি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তারপরে বেথুন সাহেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। সেই সাক্ষাতের সূত্র ধরে কলকাতায় বেথুন স্কুল স্থাপন। সেই মহিলা বিদ্যালয় ১৭৫ বছরে পদার্পন করলো। তিনি ১৮৪৯ সালে'শিশু শিক্ষা' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যার প্রথম ভগ বেথুন সাহেবকে উৎসর্গ করেন-" মহামহম মান্যবর শ্রীযুক্ত জে,ই, ডি, বীটন ভারবর্ষীয় ব. া জ স মা জ স দ স্য শিক্ষাসমাজাধিপতি মহাশয়েষু। সমুচিতসম্মানপূর্ব্বক-সুবিনয়-নিবেদনম্। অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগী পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদেশীয় শিশুগণের যথানিয়মে স্বদেশ ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে যে পুস্তকপরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কয়েকটি পত্রদ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।''

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ বাংলার সম্মানকে সর্বোচ্চ স্থানে তুলে ধরে রেখে দিয়েছিলেন দুই দ্বারকানাথ। প্রথম জন হচ্ছেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বিতীয়জন হচ্ছেন শিক্ষাবিদ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে শিল্প স্থাপন করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে প্রথম রেল চালু করা সম্ভব হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের সুফল যাতে বাংলায় এসে উপস্থিত হতে পারে তা জন্য তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহিলাদের শিক্ষা বিস্তারের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি নারী শিক্ষাকে প্রধান্য দিতে থাকেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৭৯৪ সালে। তিনি বিলাতে পরলোকগমন করেন ১ আগস্ট, ১৮৪৬ সালে। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। আর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২০ এপ্রিল, ১৮৪৪ সালে। ঢাকার বিক্রমপুরের মাগুরাখাণ্ডা গ্রামে। তিনি পরলোকগমন করেন ২৭ জুন ১৮৯৮ সালে। বাংলার নবজাগরণের কালে এই দুই দ্বারকানাথের অবদান কম ছিল না। প্রথমজন দ্বারকানাথ ঠাকুর বাংলার সম্মানকে একেবারে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি আবার সতীদাহ প্রথার বিরোধী ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলার সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করতেন। এমনকী ব্রাহ্ম ধর্মকে তিনি সমর্থন করে তাঁর পরিবারের সবাইকে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। ঠাকুর বাড়িতে মহিলাদের শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে তিনি কোনও সময়ে দ্বিমত পোষন করেননি। মহিলারা যদি শিক্ষিত হতে পারে তাহলে সমাজ থেকে কুসংস্কার অচিরেই দূর হয়ে যেতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। একই মত পোষন করতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি মনে করতেন মহিলাদের শিক্ষা দিতে পারলে সমাজে আর কুসংস্কার বলে কিছু থাকবে না। সমাজ থেকে বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ এবং বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করতে গেলে দরকার হচ্ছে মহিলাদের শিক্ষা দেওয়া। সেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি মহিলাদের শিক্ষার প্রসারের জন্য বহু স্কুল স্থাপন করেছিলেন। মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কম যাননি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনিও হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় চালু করেছিলেন। সেখানে মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তারপরে বেথুন স্কুল স্থাপিত হলে তার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯২৪)। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আবার নতুন করে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হল নাম দেওয়া হল বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়। এখানে বাংলার সব ধর্মের মেয়েরা পড়াশুনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। ১ জুন, ১৮৭৬ সালে

পাঠকদের কলমে

জাত অভিনেতা উত্তম

বেবি দাস, টালিগঞ্জ স্টুডিও

উত্তমকুমার শুধুই জাত অভিনেতা ছিলেন না অন্য আরো গুনের অধিকারী ছিলেন তিনি। প্রথম জীবনে তার স্বপ্ন ছিল একজন খ্যাতনামা গায়ক হবেন। তিনি গান শিখেছেন ও শিখিয়েওছেন মনোরমা স্কুলে। কিন্তু তিনি যে একজন উঁচু মানের সুরকার ছিলেন সে কথাই আজ জানবো। কাল তুমি আলেয়া ছবির গানের সুর দিয়েছিলেন তিনি। এটাতো আজ ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাসের পেছনে রয়ে গেছে আর এক অজানা ইতিহাস। 'কাল তুমি আলেয়া' ছবির একটি গানের প্রথম লাইন হল আমার মনের মানুষ ফিরল ঘরে, একটু বেশি রাতে। অভিনেত্রীর লিপে আশা ভোঁসলে গানটি গেয়েছিলেন এছাড়া পাতা কেটে চুল বেঁধে, সে টায়রা পড়েছে গানটিও গিয়েছিলেন আশাজি। উত্তমকুমার এই গান আশা ভোঁসলেকে দিয়ে গাওয়ানোর মনোগত বাসনার কথা জানিয়ে ছিলেন গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। এক সময় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহানায়ক পৌঁছলেন বোম্বেতে, যোগাযোগ করা হলো আশাদির সঙ্গে। রাজি হলেন তিনি। শর্ত একটাই উত্তম কুমারকে তার বাড়িতে এসে গান শোনাতে হবে। যথা সময় সুরকার ও গীতিকার এসে পৌঁছলেন গায়িকার বাড়িতে।

অভিনেতা হিসেবে উত্তমকুমারের গুণমুগ্ধ ছিলেন আশা ভোঁসলে, কিন্তু কিছুটা হয়তো সংশয় ছিল সুরকার হিসেবে কেমন হবেন তিনি। কিন্তু প্রথম থেকেই শুরু হল বিস্মৃত হওয়ার পালা, একজন প্রফেশনাল সুরকার যেমনভাবে কোনো গায়ক বা গায়িকাকে গান তোলান ঠিক সেইভাবেই গান তোলাতে শুরু করলেন উত্তম কুমার। উত্তমকুমার গানটা গেয়ে শোনাচ্ছেন আবার গানের পেছনে যে নাটক থাকবে তাও বুঝিয়ে বলছেন শিল্পীকে। এমন সময় গান তোলানোর কাজ শেষ হল। মুগ্ধ আশাজি পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর প্রিয় নায়কের দিকে। কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে আরও বিস্ময়। গায়িকার বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে সুরকার বললেন সবই যখন হল তখন গানের নোটেশনটাই বা বাদ থাকে কেন? চলুন এটাও করে দিই। তারপর গীতিকার ও গায়িকাকে হতবাক করে সুরকার উত্তমকুমার গানের শব্দগুলির তলায় তলায় লিখে দিলেন নোটেশন।

আর একটি ঘটনা। চপু, ও চপু! তোর তো উত্তম ছেলে হয়েছে! কয়েক মাসের শিশুছেলেকে তেল মাখিয়ে ছাদে শুইয়ে রেখেছিল মা। দাদামশাই সামনে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াতেই ভুবন ভোলানো একমুখ হাসি। যা দেখে মেয়ে চপলাকে বলে উঠেছিলেন ওই কথা। আরও বলেছিলেন, তোর ছেলের এই হাসি একদিন সারা দেশের মানুষের মন কাড়বে।

অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে সেই কথা। মৃত্যুর উনচল্লিশতম বছরেও ওই হাসির রূপোলি মায়ায় আচ্ছন্ন আপামর বাঙ্গালী। যে হাসির নাম উত্তমকুমার। যে নাম উনচল্লিশ বছর ধরে প্রমাণ করছে , 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়' না।

১৯২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। প্রখর ভাদ্র-রবির সকালবেলায় জন্ম মামাবাড়ি আহিরিটোলায়। বাবা সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় ও মা চপলা দেবীর তিন ছেলে এক মেয়ের (অকালমৃত) প্রথম সন্তান। অরুণ, বরুণ, তরুণ এবং পুতুল। ভবানীপুর, গিরিশ মুখার্জী রোডের মধ্যবিত্ত বাড়ির বড় ছেলে। সাউথ সুবার্বান মেইন স্কুলের চাত্র। কলেজের মাঝপথে লেখাপড়ায় ইতি টেনে কলকাতা পোর্টট্রাস্টের সাধারণ কেরানি। শিল্পীসত্তার একমাত্র নমুনা, পাড়ায় দল বেঁধে নিজেদের নাটকের গ্রুপ 'সুহৃদ সমাজ' গড়ে শখের থিয়েটার করে অভিনয়ের খিদে মেটানো। সঙ্গে ছিল গান। অন্যদের কথা তো দূর অস্ত, নিজেও তখন জানে না শখের গান গাওয়া আর অ্যামেচার থিয়েটার করে বেড়ানো অরুণ কুমার চাটুজ্জেই আগামী দিনের রুপোলী পর্দার বেতাজ বাদশা উত্তমকুমার ! সকলেই জানে সহজে হয়নি। দারুণ কঠিন ছিল। সুপ্রিয়া দেবীর কথায়, ত প্রচন্ড ধাক্কা খেয়ে খেয়ে উত্তমকুমার 'উত্তমকুমার' হয়েছে। ১৯৪৮-এ প্রথম ছবি নীতিন বোসের 'দৃষ্টিদান' দর্শকের দৃষ্টি কাড়তে পারল না। তার আগের ছবি 'মায়াডোর' তো রিলিজই করল না। পরপর পাঁচখানা ছবি ফ্লপ। নামই হয়ে গেল 'ফ্লপমাস্টার'। স্টুডিওতে পা দিলেই শুনতে হত, 'এই যে নতুন দুর্গাদাস এলেন।' কিংবা 'নতুন ছবি বিশ্বাসকে দেখে যাও।' একদিন স্টুডিওতে কোনও এক ছবির সেট-এ পাহাড়ি সান্যাল রয়েছেন। সঙ্গে নতুন কোঅ্যাক্টর উত্তমকুমার। পাহাড়ি সান্যাল তখন টপ আর্টিস্ট। সেট ছেড়ে মুখ কালো করে বেরিয়ে এলেন উত্তমকুমার। কথার চাবুকে বের করে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। পরিচালকের কাছে শুনতে হয়েছিল, 'এর দ্বারা অভিনয় হবে না। এমন লালটুস চেহারায় সিনেমা করা যায় না।' বোধ হয় তখনই দাঁতে দাঁত চিপে ভবিষ্যতের মহানায়ক 'নায়ক' সিনেমার 'অরিন্দম মুখার্জী'র ওই ডায়ালগটা উচ্চারণ করেছিলেন , ' আই উইল গো টু দ্য টপ, টু দ্য টপ।

হিন্দুত্ব কোনও রাজনৈতিক অস্ত্র নয়

বিশেষ প্রতিবেদক

হিন্দুত্বের দুই মুখ। ভারতীয় রাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে এমন দুটি ব্যক্তিত্বের নাম উঠে আসে, যাদের কৌশলগত পার্থক্য স্পষ্ট হলেও তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য এক বলে মনে করেন বহু পর্যবেক্ষক। একজন হলেন অমিত শাহ, যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রধান কৌশলী এবং দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, যার কার্যপদ্ধতিকে প্রায়শই 'উত্তপ্ত' বা আক্রমণাত্মক বলা হয়। অন্যজন হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত, যার বক্তব্য ও আচরণ তুলনামূলকভাবে 'নরম' এবং সমন্বয়বাদী বলে পরিচিত। বাহ্যত এই দুই ব্যক্তির কৌশল ভিন্ন মনে হলেও, গভীর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁরা আসলে একই মুদ্রার দুটি পিঠ, যা সম্মিলিতভাবে একটি বৃহৎ হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অমিত শাহের আগ্রাসী রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং মোহন ভাগবতের সাংস্কৃতিক -ঐক্যবাদী বার্তা - এই দুইয়ের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে বর্তমান হিন্দুত্ববাদের জটিল ও বহুমুখী রণকৌশল।

অমিত শাহের কৌশল হলো সরাসরি রাজনৈতিক সংঘর্ষ এবং মেরুকরণের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডাকে বাস্তবায়িত করা। তাঁর রাজনৈতিক জীবন ঘনিষ্ঠভাবে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে যুক্ত এবং তিনি একজন দক্ষ সংগঠনকারী ও নির্বাচনী কৌশলবিদ হিসেবে পরিচিত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো প্রায়শই বিতর্কিত এবং সাহসী হিসেবে বিবেচিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিল, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়ন এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জি নিয়ে তাঁর কড়া অবস্থান - এই সবই তাঁর 'উত্তপ্ত' কৌশলের অংশ। এই পদক্ষেপগুলো বিজেপির মূল ভোটারদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি করেছে এবং একটি শক্তিশালী ও সিদ্ধান্তগ্রহণে সক্ষম সরকারের চিত্র তুলে ধরেছে। শাহের রাজনৈতিক ভাষা অত্যন্ত সরাসরি এবং আক্রমণাত্মক, যা প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে এবং নিজের সমর্থকদের মধ্যে দৃঢ়তা ও আনুগত্য বাড়ায়। তিনি স্পষ্টভাবে 'অনুপ্রবেশকারী' এবং 'ভোটব্যাংক' রাজনীতির মতো শব্দ ব্যবহার করেন, যা রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ধর্মীয় ও জাতিগত বিভাজনকে নিয়ে আসে। এই পদ্ধতিটি স্বল্পমেয়াদে নির্বাচনী সাফল্য এবং রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত কার্যকর। এটি

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে প্রতিরক্ষা মূলক অবস্থানে ঠেলে দেয় এবং দলীয় কর্মীদের মধ্যে এক ধরনের আগ্রাসী শক্তি সঞ্চার করে। এই কৌশল কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকতেই সাহায্য করে না, বরং হিন্দুত্বকে একটি অদম্য রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজটিও করে।

অন্যদিকে, মোহন ভাগবত এক ভিন্ন পথ অনুসরণ করেন। আরএসএসের প্রধান হিসেবে তাঁর ভূমিকা মূলত আদর্শগত এবং সাংস্কৃতিক। রাজনৈতিক সংঘর্ষের পরিবর্তে তিনি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সামাজিক ঐক্যের উপর জোর দেন। তাঁর বক্তব্য প্রায়শই হিন্দু ধর্ম, ভারত এবং ভারতীয় সভ্যতার বিস্তৃত দর্শনের উপর কেন্দ্র করে। তিনি বিভিন্ন সময়ে হিন্দু-মুসলিমের ডিএনএ একই বলে মন্তব্য করেছেন, যা রাজনৈতিকভাবে আক্রমণাত্মক বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে সংলাপ এবং সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ভাগবত বলেন যে, যারা এই ভূখণ্ডে বাস করেন, তারা সবাই হিন্দু, তা সে ধর্মীয় বিশ্বাস ভিন্ন হলেও। এই ধরনের বক্তব্য আরএসএস এবং বৃহত্তর হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে একটি কঠোর, উগ্রবাদী সংগঠনের চেয়ে একটি সমন্বয়বাদী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চেহারা দেয়। তাঁর কৌশল হলো হিন্দুত্বকে কেবল একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে নয়, বরং একটি সর্বজনীন ভারতীয় সংস্কৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই 'নরম' কৌশলটি সেই সব মানুষের কাছে হিন্দুত্বকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে, যারা রাজনৈতিক আগ্রাসনকে পছন্দ করেন না বা তার থেকে দূরে থাকতে চান। এটি হিন্দুত্বের আদর্শকে সমাজের গভীরে প্রবেশ করাতে সাহায্য করে, যা দীর্ঘমেয়াদী আদর্শিক আধিপত্যের জন্য অপরিহার্য। এটি একটি এমন ভিত তৈরি করে, যা রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না।

এই দুই কৌশলের মধ্যে আপাত বৈপরীত্য থাকলেও, তারা আসলে একে অপরের পরিপূরক। অমিত শাহ যখন রাজনৈতিক ময়দানে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেন এবং হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যান, তখন মোহন ভাগবত আদর্শগত এবং দার্শনিক স্তরে এই পদক্ষেপগুলোকে ন্যায্যতা প্রদান করেন এবং এর জন্য একটি বৃহত্তর সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেন। শাহের 'উত্তপ্ত' রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলো ভোটারদের একটি অংশকে একত্রিত করে, আর ভাগবতের 'নরম' সাংস্কৃতিক বার্তা সেই ভোটারদের বাইরে থাকা একটি বৃহৎ অংশকে আদর্শিকভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন ৩৭০ ধারা বাতিল করা হয়, তখন শাহের রাজনৈতিক কঠোরতা স্পষ্ট হয়। এর প্রতিক্রিয়ায়, ভাগবত এমন ভাবে কথা বলেন যাতে মনে হয়, এটি কেবল একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় ঐক্যের দিকে এক ধাপ। শাহ রাজনৈতিকভাবে জয়লাভ করেন, আর ভাগবত সেই জয়কে সাংস্কৃতিক বিজয় হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

এই যুগলবন্দীর কার্যকারিতা অসাধারণ। যখন রাজনৈতিক আক্রমণের কারণে হিন্দুত্ব নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়, তখন ভাগবতের মতো নরমপন্থী ব্যক্তিত্বরা এগিয়ে এসে বলেন যে, 'হিন্দু' একটি ধর্ম নয়, বরং একটি জীবনযাত্রা বা জাতীয় পরিচয়। তারা হিন্দুত্বকে একটি সংকীর্ণ ধর্মীয় মতবাদ থেকে সরিয়ে একটি বিস্তৃত, বহুত্ববাদী ভারতীয় সংস্কৃতির অংশ হিসেবে তুলে ধরেন। এটি কেবল সমালোচকদের যুক্তিকে ভোঁতা করে দেয় না, বরং হিন্দুত্বকে এমন এক অবস্থানে নিয়ে যায় যেখানে এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক আক্রমণকে সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক স্তরে নিয়ে গিয়ে তা গ্রহণযোগ্য করে তোলার এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও কার্যকর। অতীতে, বিজেপি যখন আরএসএস-এর রাজনৈতিক শাখা হিসেবে কাজ করত, তখন এই ধরনের সমন্বয় দেখা যেত। কিন্তু এখন এই সম্পর্ক আরও গভীর ও সুসংহত হয়েছে।

'পাঠকের অভিযোগ'

ট্রেনযাত্রীর অশান্তি

আগে অফিসে যাবার সময় আমি চুঁচুড়া থেকে সকাল ৮ ৪০ এর কাটোয়া লোকালে হাওড়া যেতাম। গ্যালোপিং ট্রেন। একবার সাইড করে দাঁড়িয়ে পড়লেই বেশ নিশ্চিন্তে হাওড়া। কিন্তু সব সুখ কপালে সয় না। রোজ দেখি হাওড়ায় ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢোকে। বিরক্ত লাগে ১ নম্বরে নামতে। যারা হাওড়া লাইনে আসা যাওয়া করেন তারা বুঝবেন কেনো লাগে। লোকে বললো কাটোয়া থেকে অনেক আনাজ পাতি সবজি আসে তাই ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেয়। যাতে এখান থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া সহজ হয়। ট্রেন চেঞ্জ করে নিলাম। তারপর সকাল ৯ টার বর্ধমানে আসতে লাগলাম। একটা স্টেশন নাহয় বেশি দাঁড়াবে কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে শান্তিতে এগোনো যাবে। হতভাগা সেও দেখি ১ নম্বরেই এসে গোত্তা খায়। ভাবলাম আমিই কি অপয়া! অনেকে বললো বর্ধমান থেকেও কি কম জিনিষ আসে নাকি। চাল মুড়ি সবজি সব যায় হাওড়ার হাটে বাজারে। তাই ১ নম্বরে থামে। যাক আমি অপয়া নই।

বিরক্ত হয়ে ভাবলাম অনেক হয়েছে কাটোয়া বর্ধমান এর ছ্যাবলামি। এবার ব্যান্ডেল লোকালে আসবো। যা সময় লাগে লাগুক কিন্তু ১ নম্বরে নামবো না। ততদিনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের সাথে একটা চাপা লড়াই ভেতরে ভেতরে শুরু হয়ে গেছিলো। একদিন ৩ নম্বরে দেবার পর ব্যান্ডেলটাও ১ নম্বরে ঢুকতে শুরু করে দিলো। সেদিন ট্রেন থেকে নেমে চোখে জল নিয়ে বড় ঘড়ির নিচে একটা বসার জায়গায় গিয়ে বসলাম। জীবন আমার সাথে এরকম কেনো করছে ভাবছি তখনই চোখে পড়ল সামনের থামে আটকানো একটা নাম। জ্যোতিষী শ্রীচঞ্চল কুমার। যুগপুরুষ। বাচ্ছা না হওয়া, বউ পালানো, সিনেমা হিট করানো সব সমাধান করে দেন। বউ ফেরত না হলে পয়সা ফেরত। আমি আগে জ্যোতিষে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু জীবনের এইরকম মুহুর্তে আর নিজেকে আটকে রাখতে পারলাম না। সামান্য ব্যান্ডেল লোকাল ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকাতে পারবে না! চেম্বারে যেতেই এলো ফ্রুট জুস। হাজার টাকা জমা দিয়ে বাবার কাছে গেলাম। আমাকে দেখে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকলেন। তারপর হঠাৎ চোখ খুলে বললেন যে মানুষ যত ভালো, এই ধরিত্রী তাকে বেশি কষ্ট দেয়। বল তোর কষ্ট? বাবার আমাকে নিয়ে এত সুন্দর পর্যবেক্ষণ দেখে নিজেকেই ধমক দিলাম। দেখি বিশ্বভারতী জাস্ট লিলুয়ায় গোঁসা করে দাঁড়িয়ে।- অবদূত

প্রায় দেড় দশক বন্ধ থাকা নবদ্বীপঘাট রেলস্টেশন পরিদর্শনে ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে কোতোওয়ালি থানার আমঘাটা স্টেশন ও নবদ্বীপের মহীশূড়ায় অসমাপ্ত রেল ব্রিজ পরিদর্শন

শেষে প্রায় দেড় দশক ধরে বন্ধ থাকা নবদ্বীপ ঘাট রেলস্টেশন পরিদর্শনে আসেন শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা। নবদ্বীপ ঘাট রেলস্টেশন পরিদর্শনে আসায় ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা কে স্বাগত জানান উপস্থিত অসংখ্য মহিলা সহ নবদ্বীপ ঘাট রেলস্টেশন বাঁচাও কমিটির সদস্যরা। নবদ্বীপ ঘাট রেলস্টেশন পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে ডি আর এম রাজীব সাক্সেনা বলেন, জমির পরিস্থিতি দেখতে এই প্রথমবার এখানে এলাম,এখানে আগে রেললাইন ছিল। বর্তমানে গ্রাউন্ড পজিশন কেমন আছে তা দেখা হল। বন্ধ থাকা এই রেল স্টেশন আদৌ কি চালু হবে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,এখন কিছু বলা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই নির্ণয় করা হবে। অপরদিকে নবদ্বীপ ঘাট রেলস্টেশন বাঁচাও কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুদীপ দেবনাথ বলেন, নবদ্বীপ ঘাট রেলস্টেশন পুনরায় চালু করার বিষয়ে বেশ কিছু দাবি পত্র আমরা ডি আর এমের হাতে তুলে দিয়েছি। তিনি সেই সব দাবি পত্র সাদরে গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি নবদ্বীপ ঘাট রেলস্টেশন বাঁচাও কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুদীপ দেবনাথ বলেন, আমরা প্রত্যাশা থেকেও বেশি পেয়েছি। ডিআরএম সাহেবকে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা নবদ্বীপ ঘাট রেলস্টেশনে আনতে পেরেছি। এটা আমাদের কাছে বড় সাফল্য। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা নবদ্বীপ ঘাট রেলস্টেশন চালু হওয়ার ব্যাপারে আমরা এখনো আশাবাদী। নবদ্বীপ ঘাট রেলস্টেশন পরিদর্শন শেষে ডি আরএমের কনভয় রওনা দেয় কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ফ্রেইট আনলোডিং-এ ৮.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সাম্প্রতিক অর্থবছরে মাল আনলোডিংয়ে ধারাবাহিক বৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে। আগস্ট ২০২৫-এ মোট ১১১৩টি মালবাহী রেক আনলোড করা হয়, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৬৯ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মালবাহী পরিবহনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিকে সরবরাহ করা হয়। আগস্ট ২০২৫-এ অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের মোট ৬২৪টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৮২টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ১৭৪ টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৪টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ৮টি রেক, মণিপুরে ৩৪টি রেক, মেঘালয়ে ৬টি রেক ও মিজোরামে ২৪টি করে রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, আগস্ট ২০২৫ মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৩৮০ টি পণ্যবাহী রেক ও বিহারে ৩১৬টি অত্যাবশ্যকীয় এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর রেক আনলোড করা হয়। প্রয়োজনীয় ও অন্যান্য পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ এই অঞ্চল জুড়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা টিকিয়ে রাখতে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সেকশনে ডাবলিং প্রকল্পগুলির দ্রুত সমাপ্তির ফলে অন্তর্মুখী এবং বহির্গামী উভয় ধরণের মাল পরিবহন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে পণ্য পরিবহন দ্রুত এবং আরও দক্ষভাবে সম্ভব হয়েছে। এই পরিকাঠামোগত উন্নয়ন অঞ্চলজুড়ে মাল আনলোডিঙের ধারাবাহিক বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

স্কুলের শিশুদের সাথে সজাগতা সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ের সজাগতা বিভাগ বিভিন্ন স্কুল, কর্মশালা এবং অফিসে সজাগতা সচেতনতা প্রচারণার আয়োজন করছে যাতে শিক্ষার্থী, কর্মী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এর অংশ হিসেবে, আজ অর্থাৎ ০৪.০৯.২০২৫ তারিখে মারিয়া'স ডে স্কুল ক্যাম্পাসে সজাগতা, আমাদের অংশীদারিত্ব থিমের উপর একটি সেমিনার এবং একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। হাওড়ার মারিয়া'স ডে স্কুলের প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী এই প্রতিযোগিতা এবং সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। সেমিনারে স্লাইড শো এবং ভিডিও শো এর মাধ্যমে সততা, স্বচ্ছতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রচারের জন্য একটি উপস্থাপনা প্রদান করা হয়।

৮ সেপ্টেম্বর, জলপাইগুড়ির মোহিতনগরের হলি চাইল্ড স্কুল, মাদার মেরির জন্মদিনকে স্কুল দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করে, সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালোবাসা এবং আনন্দ ছড়িয়ে দেয়। স্কুলটি একটি করুণা-ভিত্তিক উদ্যোগের আয়োজন করে, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে। এছাড়াও, স্কুলটি কল্যাণমূলক হোম এবং কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছে, দুস্থ শিশুদের সহায়তা এবং যত্ন প্রদান করে। এই মহৎ পদক্ষেপ তরুণদের মনে উদারতা, সহানুভূতি এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে। স্কুল ব্যবস্থাপনা, অধ্যক্ষ, বোনেরা এবং শিক্ষকরা অভিভাবক এবং শিশুদের উৎসাহী অংশগ্রহণের প্রশংসা করেছেন, যা উদ্‌যাপনটিকে মানবতার সেবা করার শক্তির প্রমাণ করে।

পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমাবাজি, আহত ৩ পুলিশ কর্মী

দুরন্ত বার্তা, ফারাক্কা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ দু'দল মদ্যপ যুবকের মধ্যে গন্ডগোল থামাতে গিয়ে বোমাবাজির ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন তিনজন পুলিশ কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার অর্জুনপুর-শিবনগর গ্রামে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিত কুমার সাউ জানিয়েছেন, এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে আটক করা হযেছে। বাকি দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আহত পুলিশ কর্মীদের নাম সামাউল শেখ, আমিরুদ্দিন শেখ এবং রিপন শেখ। তিনজনই ফরাক্কা সিভিক পুলিশ পদে কর্মরত রয়েছেন বলে সূত্রের খবর। আহত তিন পুলিশ কর্মীর হাতে এবং পায়ে বোমার স্প্লিন্টারের আঘাত রয়েছে। এক পুলিশ কর্মীর হাতে কমপক্ষে পাঁচটি সেলাই করতে হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুর থেকে শিবনগর গ্রামের কিছু যুবক স্থানীয় একটি বাগানে বসে মদ্যপান করছিল। সেই সময় তাদের মধ্যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি এবং তারপর হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। গ্রামের লোকেরা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে দু'পক্ষকে সাময়িকভাবে আলাদা করে দেয়। এরপর গ্রামের কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যস্থতায় বিবাদমান দু'পক্ষকে নিয়ে গ্রামে একটি ছোট সালিশি সভা বসে। অভিযোগ উঠেছে, বাগানে বসে মদ্যপান করার সময় বাবু শেখ এবং রফিকুল শেখ নামে দুই ভাইকে প্রচন্ড মারধর করা হয়। বুধবার সন্ধ্যে নাগাদ দুই ভাই যখন ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন অভিযোগ সেই সময় কিছু দুস্কৃতী তাদের লালমাটি মোড় এলাকায় ধরে ফেলে এবং সেখান থেকে তাদের ঘোলাকান্দি পর্যন্ত মারতে মারতে নিয়ে যায়। এরপর দুই ভাই কোনওরকমে সেখান থেকে পালায় । শিবনগর গ্রামের একাধিক বাসিন্দা নাম না প্রকাশের শর্তে জানান, এরপর ওই দুই ভাইকে গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় খুঁজতে থাকে কিছু যুবক। রাতের অন্ধকারে একটি গোপন জায়গা থেকে একজনকে খুঁজে পেয়ে দুস্কৃতীরা ফের তাকে মারধর করা শুরু করলে ফারাক্কা থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত এলাকায় পৌঁছে আহত সেই যুবককে উদ্ধার করে। অভিযোগ উঠেছে, পুলিশ আহত যুবককে সঙ্গে করে গাড়িতে তুলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই কিছু দুষ্কৃতী পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমাবাজি শুরু করে। এই ঘটনায় তিনজন সিভিক পুলিশ কর্মীর হাতে এবং পায়ে বোম স্প্লিন্টারের আঘাত লাগে।

হাওড়া পুর এলাকায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কাজ বন্ধের হুমকি দিলেন সাফাই কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি মামলা প্রত্যাহার না হলে এবং তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে পুরসভার তরফ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি না পেলে আজ শুক্রবার থেকে হাওড়া পুর এলাকায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কাজ বন্ধের হুমকি দিলেন পুরসভার সাফাই কর্মীরা। বেতন বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণের দাবিতে কয়েকদিন আগে হাওড়া পুরসভার মেন গেটের সামনের রাস্তায় এবং জেলাশাসকের বিল্ডিংয়ের সামনে আন্দোলন করেছিলেন সাফাই কর্মীরা। ওই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগে পুলিশি মামলা দায়ের হয়। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়া পুরসভায় মুখ্য প্রশাসক ও পুর কমিশনারের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখান সাফাই কর্মীরা। পুলিশি মামলা প্রত্যাহার না করলে কাজ বন্ধের হুঁশিয়ারি দেন সাফাই কর্মীরা। বিকেল পর্যন্ত এর সমাধান না হওয়ায় শুক্রবার থেকে পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে সাফাইয়ের কাজ বন্ধ রাখার হুমকি দেন আন্দোলনকারীরা। পরে ধাপে ধাপে এই আন্দোলন বৃহত্তর আকারে করা হবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর সংঘের সভাপতি সুজিত কুমার বাল্মিকী বলেন, আমরা শুক্রবার থেকেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে কর্মবিরতির পথে হাঁটব। লিখিত প্রতিশ্রুতি না পেলে এবং আমাদের দাবিদাওয়ার সমাধান না হলে এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। প্রয়োজনে আমরা ভুখা আন্দোলনের পথেও যাব। এদিনের আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর সংঘের অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট হেমা মল্লিক বলেন, কিছুদিন আগে যে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়েছিল

তার জবাব নিতে এসেছি। আমাদের আন্দোলনকারীদের নামে পুলিশ কেস করেছে। আমরা জানতে চাই কেন কেস করা হয়েছে। আমরা কোনও সম্পত্তি নষ্ট করিনি। আমাদের ভাই-বোনেরা নিজেদের বেতনের দাবি জানাতে এসেছে। আমরা নিজেদের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা চাইছি। আমাদের দাবি ছিল, যেসব সাফাই কর্মীরা ১৫-২০ বছর কাজ করছেন তাঁরা স্থায়ী হোক। অস্থায়ী কর্মী যারা তাঁরাও স্থায়ী হোক। কর্মরত অবস্থায় মৃতদের পরিবারের লোকেদের চাকরি হোক। কিন্তু কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। সময় অনুযায়ী বেতন পাচ্ছে না। যদি আমাদের দাবি না মানা হয় তাহলে সমগ্র কর্মীরা থানায যাবে। এমনকি আমরা কাজ বন্ধ করে দেব। এতে সাধারণ মানুষ ভুক্তভোগী হবেন। সাফাই কর্মীদের আন্দোলন নিয়ে হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী বলেন, এর মধ্যে কোনও পলিটিক্যাল মোটিভ থাকতে পারে। নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য এই কাজ তারা করেছেন। তাঁর কথায়, এই মাসের মধ্যে সাফাই কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে ৪ বার বৈঠক হয়েছে। দাবির ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে আরবান ওয়েজ ফান্ড থেকে যে হারে টাকা ওনারা পান সেই হার সর্বোচ্চ। এই হারে টাকা অন্যান্য পুরসভাতেও দেওয়া হয় না। তা সত্ত্বেও আন্দোলনকারীদের দাবি এক একজনের ৩০ হাজার টাকা করে বেতন দিতে হবে। এটা অবাস্তব দাবি। কারণ পুরসভা একটা সরকারি পরিকাঠামোর মধ্যে দিয়েই চলে। ওনাদের স্থায়ী কর্মচারীদের পেনশন যদি বাকি থাকে বা পেনশনের কোনও সমস্যা থাকে সেই ব্যাপারে তালিকা দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা সেই ব্যাপারে কোনও তালিকা দেননি। ওনারা না জানিয়েই এসেছেন। তারপরেও আমরা ওনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি আরও বলেন, এই এলাকাটি প্রশাসনিক হাব। এখানে কোর্ট, হাসপাতাল, পুরসভা, জেলাশাসকের অফিস, সিপি অফিস প্রভৃতি রয়েছে। এমন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই মাসে ওনারা ৩ থেকে ৪ বার রাস্তায় বসে অবরোধ করেছেন। সাধারণ মানুষের কথা ওনারা ভাবছেন না। এই অস্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ২ হাজার ৬০০ জন। তাঁরা দৈনিক ২০২ টাকা করে পেয়ে থাকেন। এই টাকা অন্যান্য সব পুরসভার রেটের তুলনায় অনেক বেশি বলে দাবি করেন মুখ্য পুর প্রশাসক।

জামালপুরে 'আমার পাড়া, আমার সমাধান' ক্যাম্পে সাংসদ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হলো রাজ্য সরকারের উদ্যোগে 'আমার পাড়া, আমার সমাধান' ক্যাম্প। এদিন পারাতল অঞ্চলের পারাতল প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আঝাপুর অঞ্চলের আঝাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্প পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পূর্বের সাংসদ ডা. শর্মিলা সরকার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, জয়েন্ট বিডিও রুদ্রেন্দু নন্দী, দুই প্রধান কামিনী কুমুদ ঘোষ ও অন্যরা, দুই উপপ্রধান উত্তম হাজারী ও অশোক ঘোষ, অঞ্চল সভাপতি মৃণাল কান্তি ঘোষ ও ডা. প্রতাপ রক্ষিত সহ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব। সাংসদকে কাছে পেয়ে এলাকার বাসিন্দারা, বিশেষ করে মহিলারা, নিজেদের সমস্যার কথা খোলাখুলি তুলে ধরেন। সাংসদ ডা. শর্মিলা সরকার বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের সুফল আমরা সবাই পাচ্ছি। তবুও যদি কেউ কোনো কারণে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন, তাদের জন্যই মুখ্যমন্ত্রী এই কর্মসূচি চালু করেছেন। এমন উদ্যোগ ভাবতে কেবলমাত্র মুখ্যমন্ত্রীই পারেন। তাই তিনি অনন্যা।

এদিনের ক্যাম্প ঘিরে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মেহেমুদ খাঁন বলেন, অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও সাংসদ জামালপুরে উপস্থিত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনায় গড়ে ওঠা এই কর্মসূচি সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। আগে কখনও সাধারণ মানুষ সরাসরি সরকারি আধিকারিকদের কাছে পাড়ার সমস্যা তুলে ধরতে পারেননি। আজ সেই সুযোগ তৈরি হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ১৪৫_২০২৫-২৬ তারিখ ঃ ০২.০৯.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর উদ্যোগে নিবন্ধিত ব্যক্তিসহ অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- [সিনি.ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধিক্ষেত্রে]। এনআইটি নং. ১৪৫_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ সিনি.ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধিক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং অংশের সরবরাহ ও তত্ত্বাবধান; আনুমানিক খরচ ঃ ₹ ২,৫৬,১৪,৪২০.০০; বায়না অর্থ ঃ ₹ ২,৭৮,১০০.০০; টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ শূন্য; সমাপ্তির মেয়াদ ঃ ১২ (বারো) মাস। নোটিশ আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমাপ্তির তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনটি টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে দরপত্র খোলার কাজ পরবর্তী কার্যদিবসে করা হবে। টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ ২২.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান - ই-টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার ডকুমেন্টের মূল্য (টিডিসি) শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-276/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ইসি/টি/ভিওআইটিএইচ/ট্রান্সমিশন/ওটি-১৮/২০২৫-২৬, তারিখ ৩০.০৮.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, নর্থ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং. ঃ ইসি_টি_ট্রান্স_ওটি-১৮_২৫-২৬। স্থানসহ কাজের নাম ঃ পূর্ব রেলওয়ের কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, সিঅ্যান্ডডবলু-তে ডেপুটি সিইই/ডব্লিউ/কেপিএ সংস্থার শপ-১৫ এর অধীনে ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে ০৬ মাসের জন্য ০১টি ডিএইচটিসি টাইপ ৮-হুইলার টাওয়ার ওয়াগনের দুটি (০২) টি ভয়েথ মেক ট্রান্সমিশন সিস্টেম টাইপ টিআর-২১১আর এর পর্যায়ক্রমিক ওভারহলিংয়ের কাজ। কাজের আনুমানিক মূল্যঃ ₹ ৬৬,২৮,৯৮০.৬৬ জিএসটি সহ; টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ শূন্য; ওয়েবসাইট যেখান থেকে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিবরণ পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে ২৯.০৮.২০২৫ থেকে ২২.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত; বায়না অর্থ জমা করতে হবে ঃ ₹ ১,৩২,৬০০.০০ কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ ০৬ মাস; বিজ্ঞাপনের সময়সীমা ঃ ২৯.০৮.২০২৫ থেকে ২২.০৯.২০২৫ দুপুর ৩টা পর্যন্ত; অফার জমা দেওয়ার সময়সীমাঃ ০৮.০৯.২০২৫ থেকে ২২.০৯.২০২৫ দুপুর ৩টা পর্যন্ত; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২২.০৯.২০২৫ দুপুর ৩টা পর্যন্ত; টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২.০৯.২০২৫ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। MISC-197/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

সোনা নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা ও সাধারণ জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে, নির্দিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে বন্ধক রাখা সোনা, ঋণ পরিশোধ না করার কারণে নিলামে তোলা হবে।

LOS ID: 12011077

নিলামের তারিখ: [20/09/2025]
অনলাইন লিঙ্ক: https://gold.samil.in

নির্ধারিত তারিখে নিলাম না হলে, রুপীক কোনও অতিরিক্ত নোটিশ ছাড়াই পরবর্তীতে ই-নিলাম বা ব্যক্তিগত বিক্রি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন - 1800 419 8000

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার — রুপিক ক্যাপিট্যাল প্রাইভেট লিমিটেড

JANGIPUR MUNICIPALITY
P.O.Raghunathganj, Dist Murshidabad

e-TENDER NOTICE

NIeQ No: MAD/ULB/JM/ELEC/NIeQ1/25-26 (1st Call), e-Quotation are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for Supplying & Installation of ROPE LIGHT at Bhagirathi Bridge under Jangipur Municipality, Tender ID: 2025_MAD_897701_1 Publish Date: 05/09/2025 at 10:00 IST, Bid Submission Start date(Online): 05/09/2025 at at 12:00 IST and Bid Submission Closing date (Online): 12/09/2025 at 18:00 IST.The detail e-Tender notice may be seen www.wbtenders.gov.in

Sd/-Chairman
Jangipur Municipality

এডেলউইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোং. লিঃ
সিআইএনঃ ইউ৬৭১০০এমএইচ২০০৭পিএলসি১৭৪৭৫৯
এডেলউইস হাউজ, সি.এস.টি রোড, কালিনা, মুম্বই-৪০০০৯৮

Edelweiss Asset Reconstruction

জনসাধারণের সতর্কতা বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পাইলান এডুকেশনাল ট্রাস্ট ("পাইলান"/"মর্টগেজার") যার নিবন্ধিত অফিস ১২৭, কাঁকুলিয়া রোড, গোলপার্ক, কলকাতা-৭০০০২৯ এছাড়াও ২৫, বেঞ্জাপুকুর রোড, এন্টালি, কলকাতা-৭০০০১৪, ইউকো ব্যাংক ("মূল ঋণদাতা") থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছে। উক্ত আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য, পাইলান এখানে বিশেষভাবে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির উপর বন্ধক এবং চার্জ তৈরি করেছে ("সুরক্ষিত সম্পদ")। মূল ঋণদাতা এবং এডেলউইস অ্যাসেট পুনর্গঠন কোম্পানি লিমিটেডের মধ্যে ০৮.০৭.২০১৪ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তি অনুসারে, ইএআরসি ট্রাস্ট এসসি ৪৮ ("ইএআরসি") এর ট্রাস্টি হিসেবে, মূল ঋণদাতা ইএআরসি-এর পক্ষে পাইলানকে প্রদত্ত সমস্ত আর্থিক সহায়তা, আর্থিক সুবিধার সমস্ত অন্তর্নিহিত সুরক্ষা স্বার্থ এবং অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ, নথি, চুক্তি, দলিল এবং ঋণ পরিশোধের জন্য সমস্ত জামানত এবং অন্তর্নিহিত সুরক্ষা স্বার্থ সহ এর সাথে সম্পর্কিত নথিপত্র বরাদ্দ করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, পাইলান কর্তৃক প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে ইএআরসি ঋণদাতা এবং সুরক্ষিত ঋণদাতা হয়ে উঠেছে। সাধারণ জনগণকে অবহিত এবং সতর্ক করার জন্য বলা হচ্ছে যে ইএআরসি হল পাইলানের সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং এখানে বর্ণিত স্থাবর সম্পদের উপর একটি বৈধ এবং স্থায়ী চার্জ রয়েছে। অতএব, কোনও ব্যক্তি বা সত্তা উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনও লেনদেন, ব্যবস্থা বা চুক্তিতে প্রবেশ করতে পারবে না। এই ধরণের যেকোনো লেনদেন বেআইনি এবং অবৈধ বলে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি তাদের নিজস্ব ঝুঁকি এবং পরিণতিতে তা করবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এতদ্বারা যথাযথভাবে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সুরক্ষিত সম্পদের বর্ণনা

৯. (পিএল-৩)	মৌজা দৌলতপুর জেএল নং. ৭৯ প্লট নং. এলআর ৬১, খতিয়ান নং. এলআর ১২০৩, ১৩৩
১০. (পিএল-৪)	মৌজা দৌলতপুর জেএল নং. ৭৯ প্লট নং. আরএস এবং এলআর ১৮৯
১১. (পিএল-৫)	মৌজা দৌলতপুর জেএল নং. ৭৯ প্লট নং. আরএস এবং এলআর ১০৫, ১১৫, ১৭৬, ১৮৪, ৯৩৮, ৯০৫, ১৭৪ ২১৮, ১৭০ খতিয়ান নং. এলআর ২০২

তারিখঃ ০৫.০৯.২০২৫ স্থানঃ কলকাতা — স্বা- অনুমোদিত অফিসার, এডেলউইস অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে

বিভিন্ন ডিআইএ-র মেন এবং সার্ভিস পাইপলাইনের বৃদ্ধি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ৩৭ অফ ২০২৫, তারিখ ঃ ০২-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং.ঃ ডিসিইএসটিএমএলজি-৩৯-২০২৫; কাজের নাম ঃ নামবাড়ীতে - এসএসই/ডব্লিউ/নামবাড়ীর এখতিয়ারের অধীনে নামবাড়ী, পশ্চিম নামবাড়ী, পশ্চিম গোটানগর, বি.জি. কলোনি, আদর্শ কলোনি এবং গোশালা কলোনির বিভিন্ন ডিআইএ-র মেন এবং সার্ভিস পাইপলাইনের বৃদ্ধি (পুনরায় টেন্ডার)। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৭৫,৭৬,৬০০.৬৫/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩,৩৭,৯০০/- টাকা; টেন্ডার নং.ঃ ডিসিইএসটিএমএলজি-৪০-২০২৫; কাজের নাম ঃ মালিগাঁও - এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ/মালিগাঁও -এর অধীনে পূর্ব মালিগাঁও কলোনি এবং সদর দপ্তর ক্যাম্পাসে ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে জল সরবরাহ ব্যবস্থার বৃদ্ধি। (পুনরায় টেন্ডার)। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৭৫,৭৮,১১৪.৯০/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩,৩৭,৯০০/- টাকা; উপরের টেন্ডারগুলি বন্ধের তারিখ এবং সময় ২৪-০৯-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায় এবং খোলা হবে ২৪-০৯-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায় বন্ধের পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিই/এস্টেট, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে — প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

য়ার্ডের উন্নতকরণ এবং বিশেষ টেলিকম কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসএণ্ডটি/এপিডিজে/৩১ এণ্ড ৩২ তারিখঃ ০১-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা. ১। ই-টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-৩১-২০২৫-২৬। কাজের নামঃ য়ার্ডের উন্নতকরণ-নিউ বানেশ্বর, নিউ আলিপুরদুয়ার, শামুকতলা, শ্রীরামপুর অসম এবং গোসাইগাওঁ হাট য়ার্ড (এসএণ্ডটি সহযোগী কাজ)। টেণ্ডার রাশিঃ ৭২,৮৪,৯৮৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৪৫,৭০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। ই-টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-৩২-২০২৫-২৬। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণের হেতু বিশেষ টেলিকম কাজ। (এসএসই/টেলি/আইসি/ফকিরাগ্রামের অধীনে)। টেণ্ডার রাশিঃ ৫৭,৫৩,৮৪১.৬৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,১৫,১০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৯-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৯-০৯-২০২৫ তারিখের ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে — "প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউস টয়লেট

নিলাম ক্যাটালগ নং: পিএএনডিইউ১৬, আলিপুরদুয়ার এবং নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। নিলাম শুরু (সকল লট) ঃ ১৩-০৯-২০২৫ তারিখে ১২:৩০ টায়;
ক্রম নং. : এএ/১; লট নং./ক্যাটাগরি: পিএনইউ-এপিডিজে-এপিডিজে-টিওআই-২-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইউস - টয়লেটস); বর্ণনা: আলিপুরদুয়ার জংশনের পিএফ নম্বর ১-এ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট। একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; দিন: ১০৯৬;
ক্রম নং. : এএ/২; লট নং./ক্যাটাগরি: পিএনইউ-এপিডিজে-এনসিবি-টিওআই-৩৫-২৫-২ (পে অ্যান্ড ইউস - টয়লেটস); বর্ণনা: নিউ কোচবিহার ওয়েটিং -এ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট। একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; দিন: ১০৯৬;
বন্ধের তারিখ এবং সময়: ১৩-০৯-২০২৫ তারিখে ১৩:১০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর ই-অকশন মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে — প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA

Tender is invited by the undersigned for the following works under NIeTs & NITs given below.

NIeT/NIT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID/Dropping of Tender	Opening of Technical Bid/Sealed Tender
NIT-08/CFC-BG/2025-26 (3rd call)	Construction of Concrete Road	05-09-2025	4	13-09-2025 up to 10:30 A.M.	15-09-2025
NIeT-09/CFC-BG/2025-26 (2nd call)	Construction of Concrete Drain	05-09-2025	1	13-09-2025 upto 10:30 A.M.	15-09-2025

For details please visit website **wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- **Pradhan, Onda 1 G.P**

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah

PRESS NOTICE

E-Tender No. **WB/HWH/UNPUR/NIET-11/EO/25-26**, Dt-04/09/2025 for 15 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for Tender ID-**2025_ZPHD_898200_1 to 2025_ZPHD_898200_15.** Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

SD/-
Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

OFFICE OF THE BAGNAN-II PANCHAYET SAMITY
ANTILA , BAGNAN,HOWRAH
Abridge Notice Inviting Tender

E-NIT No-WB/HOW/Bag-II/NIET-7/2025-26, Dt-01.9.2025 (7 nos work), Bid submission closing :-15.9.2025 upto 6.00PM
E-NIT No-WB/HOW/Bag-II/NIET-8/2025-26, Dt-04.9.2025 (19 nos work) ,Bid submission closing:- 12.9.205 upto 6.00PM
sealed tenders are herby invited by the undersigned from bonafied and resourceful contractors for implementation the above scheme under Bagnan- II Panchayet Samity. For other details contact office of the undersigned within office hour.

Sd/-
Executive Officer
Bagnan-II Panchayet Samity
Antila, Bagnan, Howrah

চ্যাম্পিয়ন কমার্শিয়াল কোং লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিসঃ পি-১৫, নিউ সি.আই.টি. রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭৩
কর্পোরেট অফিসঃ ৩০৫, দূতাবাস কেন্দ্র, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বাই - ৪০০ ০২১
CIN: L51909WB1982PLC034891

বিজ্ঞপ্তি

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এতদ্বারা দেওয়া হচ্ছে যে 'চ্যাম্পিয়ন কমার্শিয়াল কোং লিমিটেড'-এর সদস্যদের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। ১৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখের নোটিশে বর্ণিত লেনদেনের জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে। আমরা ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তম বছরের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ ডাকযোগে পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছি।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ১ অক্টোবর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা https://www.championcommercial.in/investors ওয়েবসাইটে যেতে পারেন, সদস্যরা investor.relations@singhaniagroup.com ঠিকানায় এবং ওয়েবসাইটঃ www.championcommercial.in ঠিকানায় বোর্ড / কোম্পানি সচিবের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

চ্যাম্পিয়ন কমার্শিয়াল কোং লিমিটেডের জন্য
পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
গৌরব সিংহানিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 01186568

স্থানঃ মুম্বাই
তারিখঃ ১৩ আগস্ট, ২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-I, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: LTG/264/WD-13/BR-III/Z-I/25-26
Name of Work: **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-13 under Br.-III.** Estimated Amount: ₹ **4,78,992.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **365 days**.
(2) NIT No.: LTG/267/EMB/BR-III/Z-I/25-26
Name of Work: **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of street lighting system at HUDCO More to Chinrighata Crossing (EM Bypass) under Br.-III, KMC.** Estimated Amount: ₹ **4,73,607.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **365 days**.
(3) NIT No.: LTG/265/WD-14/BR-III/Z-I/25-26
Name of Work: **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No.-14 under Br.-III.** Estimated Amount: ₹ **4,79,944.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **365 days**. Last date and time of submission of Bid: **15.09.2025 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **02.09.2025 (4 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3).
(4) NIT No.: LTG/79/WD-10/BR-II/Z-I/25-26
Name of Work: **Improvement of lighting arrangement at Krishnaram Bose Street, Shyambazar Street Uttaran and other Uttarans in Ward No.-10.** Estimated Amount: ₹ **1,98,834.86**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **15.09.2025 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **02.09.2025 (5 p.m.).**
(5) NIT No.: LTG/249/WD-12/BR-II/Z-I/25-26
Name of Work: **Installation of decorative fittings at Median strips from Khanna to Gouribari of Aurobinda Sarani within Ward No.-12, KMC.** Estimated Amount: ₹ **4,98,183.01**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(6) NIT No.: LTG/228/WD11/BRII/Z-I/25-26
Name of Work: **Repairing and replacement of wiring and electrical accessories with AC machines at Treasury Office of Br.-II under KMC.** Estimated Amount: ₹ **3,70,014.51**. Earnest Money: ₹ **7,500.00.** Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **17.09.2025 at 5 p.m.** (For Sl. No. 5 & 6). The bid forms and other details are available on and from **06.09.2025 at 4 p.m.** (For Sl. No. 5 & 6). The website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 6).

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-II, KMC** invites e-Tender by two bid system for the following work:
NIT No.: LTG/118/55/VI/Z-II/25-26
Name of Work: **Improvement of LED street lighting system at both side of 1.P-30, C.I.T. Road to P-89, C.I.T. Road 2. P-29, C.I.T. Road to P-1 C.I.T. Road in Ward No.-55, Br.-VI.** Estimate Amount: ₹ **4,99,897.48**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of Bid: **16.09.2025 upto 4 p.m.** The bid forms and other details are available from **04.09.2025 on 4 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-III, KMC** invites e-Tender online, two part bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/466
Name of Work: **Miscellaneous repairing of street lighting system at Ekbalpur Road, Bengali Shah Warshi Lane & other places in Ward No.-77.** Estimated Amount: ₹ **1,79,402.00**. Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Period of Completion: **30 days**.
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/490
Name of Work: **Temporary lighting arrangement at Pranabananda Sarani & Hospital Road & different surrounding grounds on the occassion of Durga Puja Carnival-2025 under Br.-VII.** Estimated Amount: ₹ **2,79,252.00**. Earnest Money: ₹ **5,600.00.** Period of Completion: **02 days**.
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/491
Name of Work: **Temporary lighting arrangement at Khidderpore Road & other places on the Occassion of Durga Puja Carnival-2025 under Br.-IX.** Estimated Amount: ₹ **2,89,548.00**. Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **02 days**.
(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/471
Name of Work: **Supply & delivery of LED street light fittings at Hemchandra Street & other places in Ward No.-76.** Estimated Amount: ₹ **1,98,206.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/486
Name of Work: **Improvement of Bustee lighting system at Ekbalpur Lane Bustee & other Bustee areas in Ward No.-78.** Estimated Amount: ₹ **2,48,924.60**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/485
Name of Work: **Temporary lighting arrangement on the Occassion of Chatt Puja at Dahi Ghat and its surrounding areas in Ward No.-80.** Estimated Amount: ₹ **2,50,960.00**. Earnest Money: ₹ **5,100.00.** Period of Completion: **03 days**.
(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/489
Name of Work: **Temporary lighting arrangement on the Occassion of Chatt Puja at Takta Ghat, Commissariate Road & Clyde Row etc. and its surrounding areas under Br.-IX.** Estimated Amount: ₹ **2,49,920.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **02 days**.
(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/492
Name of Work: **Temporary lighting arrangement for festive season at different connecting roads of different Ghats in Ward No.-80.** Estimated Amount: ₹ **1,75,720.00**. Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Period of Completion: **02 days**. Last date and time of completion of Bid: **15.09.2025 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 8). Tender (Technical) Opening date & time: **15.09.2025 – 4 p.m.** (For Sl. No. 1 to 8). The bid forms and other details are available on and from **04.09.2025 from 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 8). For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 8). Please keep watching on the above website for all further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only (For Sl. No. 1 to 8). **(1011/25-26)**

অফবিট

৭৫ পরিবারের গ্রামে জন্মেছেন ৫০ জন সিভিল সার্ভেন্ট অফিসার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোতে সর্বোচ্চ সাফল্যের প্রতীক হিসেবে ধরা হয় আইপিএস, আইএএস বা আইআরএস কেরিয়ারকে। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মানেই অদম্য অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম ও অসীম মানসিক শক্তির প্রমাণ। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম, মদহোপট্টি, যেন এই সাফল্যের এক অনন্য কারখানা। মাত্র ৭৫টি পরিবারের গ্রাম থেকে জন্ম নিয়েছে ৫০-এরও বেশি সিভিল সার্ভেন্ট, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন আইএএস, আইপিএস, আইএফএস, আইআরএস এবং পিসিএস অফিসাররা। ফলে দেশজুড়ে গ্রামটির নাম হয়েছে ''আইএএস ভিলেজ অব ইন্ডিয়া''।

ইতিহাসের শেকড় ও শিক্ষার বীজ

মদহোপট্টির এই সাফল্যের বীজ রোপিত হয়েছিল প্রায় এক শতাব্দী আগে। ১৯১৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী ঠাকুর ভাগবতীদীন সিংহ এবং তাঁর স্ত্রী শ্যামরতি সিংহ নিজেদের বাড়িতে একটি ছোট্ট শিক্ষার কেন্দ্র চালু করেন। প্রথমে মেয়েদের জন্য, পরে ছেলেদের জন্য পড়াশোনার সুযোগ তৈরি হয়। সেখান থেকেই শুরু হয় এক শিক্ষা বিপ্লব, যা গ্রামটিকে আজকের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। ১৯৫২ সালে গ্রামের প্রথম আইএফএস অফিসার হিসেবে উঠে আসেন ইন্দু প্রকাশ সিংহ। তিন বছর পর, ১৯৫৫ সালে, বিনয় কুমার সিংহ আইএএস পদে যোগ দিয়ে ইতিহাস গড়েন। তিনি পরে বিহারের চিফ সেক্রেটারি হিসেবেও কাজ করেন। এখান থেকেই সাফল্যের ধারা যেন আরও জোরালো হতে থাকে।

পরিবারের ভিতরে সাফল্যের পরম্পরা

এই গ্রামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল পরিবারের ভিতরেই শিক্ষার ধারাবাহিকতা। একই পরিবারের চার ভাই-বিনয় কুমার সিংহ, চতুর পাল সিংহ, অজয় কুমার সিংহ এবং শশিকান্ত সিংহ-একসঙ্গে আইএএস ও আইপিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এটি শুধু পরিবারের গৌরবই নয়, গোটা গ্রামকে এক অভূতপূর্ব আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল। এখানে সাফল্য শুধু পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেসব কনে এই গ্রামে বিয়ে করে এসেছেন, তাঁদেরও উৎসাহ দেওয়া হয় পড়াশোনার জন্য। কেউ কেউ পরবর্তীতে সিভিল সার্ভিসেও সাফল্য পান। ফলে গ্রামটি যেন নিজে থেকেই এক লাইভ কোচিং সেন্টার, যেখানে প্রবীণ অফিসাররা নবীন প্রজন্মকে দিশা দেখান।

বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র

শুধু প্রশাসন নয়, মদহোপট্টির মানুষরা দেশের নানা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন। কেউ যোগ দিয়েছেন আইএসআরও-তে, কেউ ভাভা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার-এ, কেউ আবার বিশ্বব্যাংক বা বিচার বিভাগে। এই বহুমুখী সাফল্য প্রমাণ করে যে গ্রামটির শিক্ষার সংস্কৃতি কেবল ইউপিএসসি বা পিএসসি পরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং জ্ঞানকে নানা ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর মানসিকতা এখানে দৃঢ়ভাবে উপস্থিত।

গ্রামজীবন ও শিক্ষার চর্চা

প্রায় ৪০০০ মানুষের এই গ্রাম মূলত রাজপুত জনজাতির। জীবিকা নির্ভর করে কৃষির উপর। গম, মসুর, সরিষা, আলু, আখ-এগুলোই প্রধান ফসল। তবে কৃষির সঙ্গে শিক্ষার মেলবন্ধন এখানে সবচেয়ে বড় সম্পদ। গ্রামে রয়েছে তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি জুনিয়র হাইস্কুল এবং দুটি ইন্টার কলেজ। শিক্ষার এই বিস্তারই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বড় স্বপ্ন দেখার শক্তি জুগিয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য হল-গ্রামে সাফল্যের পরিবেশ তৈরি হয়েছে একেবারেই সমষ্টিগত মানসিকতা দিয়ে। একজন পরীক্ষায় সফল হলে গোটা গ্রাম আনন্দে মেতে ওঠে, আর কেউ ব্যর্থ হলে তাকে উৎসাহ দিয়ে আবার প্রস্তুত করে।

সাফল্যের মূল রহস্য

বিশেষজ্ঞদের মতে, মদহোপট্টির এই অভাবনীয় সাফল্যের পেছনে রয়েছে তিনটি প্রধান কারণ- ১. সমষ্টিগত অনুপ্রেরণাঃ গ্রামজুড়ে প্রতিটি পরিবার শিক্ষার প্রতি একেবারে নিবেদিত। ২. পরিবারের ঐতিহ্যঃ পূর্ববর্তী প্রজন্মের অফিসাররা নবীনদের গাইড করেন। ৩. শিক্ষার প্রতি অঙ্গীকারঃ মেয়েরা ও গৃহবধূদেরও পড়াশোনায় উৎসাহ দেওয়া হয়।

মদহোপট্টি নিছক একটি গ্রাম নয়, এটি ভারতের কাছে শিক্ষার শক্তি ও সমষ্টিগত প্রেরণার এক অনন্য প্রতীক। মাত্র ৭৫ পরিবারের গ্রাম যদি ৫০ জন সিভিল সার্ভেন্ট তৈরি করতে পারে, তবে তা প্রমাণ করে- সঠিক দিশা, কঠোর পরিশ্রম এবং একে অপরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মানসিকতা থাকলে যে কোনও স্বপ্ন পূরণ সম্ভব। আজ মদহোপট্টি শুধু জৌনপুরের নয়, গোটা ভারতের গর্ব।

ফের শীর্ষে যাদবপুর

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বরঃ ফের একে উঠে এল যাদবপুর। রাজ্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিংয়ে গোটা দেশের মধ্যে শীর্ষে উঠে এল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। জয়জয়কার আইআইটি খড়গপুরেরও। বৃহস্পতিবারই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক সামনে এনেছেন কেন্দ্রয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তাতেই দেখা যাচ্ছে একাধিক ক্রমতালিকায় এক থেকে দশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে বাংলার একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গোটা ভারতে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স, জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ২ নম্বরে। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া রয়েছে ৪ নম্বরে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ৫ নম্বরে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৯ নম্বরে।

CHANGE OF NAME

I , HARHSA KUMARI JAIN (OLD NAME) W/O ARIHANT DUGAR , RESIDING AT, PANACHE TOWER 6 , FLAT 12A , 3 MAHISATHAN , SECTOR 5, POST - KRISHNAPUR, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN. NO. - 700102, WEST BENGAL INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HARSHA DUGAR (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 04/09/2025 HARSHA DUGAR (NEW NAME) AND HARHSA KUMARI JAIN (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I, SANJAY DUGAR (OLD NAME) S/O NARENDRA SINGH DUGAR, RESIDING AT,PANACHE TOWER 6, FLAT 12A, 3 MAHISATHAN, SECTOR 5, POST - KRISHNAPUR, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN. NO.-700102, WEST BENGAL INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY KUMAR DUGAR (NEW NAME), AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 04/09/2025 SANJAY KUMAR DUGAR (NEW NAME) AND SANJAY DUGAR (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I, BIMAL JAIN (OLD NAME) S/O BHAWAR LAL JAIN , RESIDING AT , WARD NO -10, CALTEX CHOWK, DINAJPUR ROAD,KISHANGANJ , DIST - KISHANGANJ, PIN NO-855107 , STATE ,BIHAR, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIMAL KUMAR JAIN (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 04/09/2025 BIMAL KUMAR JAIN (NEW NAME) AND BIMAL JAIN (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I Mohitosh Biswas (old Name) S/O - Late Madhab chandra Biswas, Residing at chetlengia Lane, Ward No-10, Nabadwip Municipality ,P.o and P.s- Nabadwip,Dist- Nadia.W.B,Pin-741302 have changed my name and shall henceforth be known as Mahitosh Kumar Biswas (new name)as declared- In the court of the Ld. judicial Magistrate (1st Class) at Nabadwip Dist- Nadia . West Bengal, vide Affidavit NO-1306 Date-13/07/2023, Mohitosh Biswas (old name) and Mahitosh Kumar Biswas (new name) both are same and identical Person.

CHANGE OF NAME

I, Md Mahiuddin Mondal son of Late Mohammad Safiuddin Mondal, at Chandpur Paschim Para, Chandpur, PO- Mandra, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743438, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mahiuddin Mondal as declared before the Notary Public at Kolkata dated 28/08/2025. Md Mahiuddin Mondal and Mahiuddin Mondal both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Bhola Prasad পিতা- Ganesh Prasad আমি - 13, Picnic Garden Road, Kolkata-700039, P.S.-Tiljala, West Bengal, India, তে বসবাস করি। 25/08/2025 তারিখে আলিপুরের প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এফিডেভিটের মাধ্যমে জানাই যে আমার কিছু Documents এ যেমন (i) মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট, (ii) H.S.এর, মার্কশিট ও সার্টিফিকেট, (iii) Caste Certificate-তে আমার নাম Bhola Prasad Harijan এবং আমার বাবার নাম Ganesh Prasad Harijan wrongly recorded আছে। কিন্তু Aadhaar Card, Pan Card ও অন্যান্য Documents এ আমার real নাম Bhola Prasad এবং আমার পিতার নাম Ganesh Prasad আছে। বাস্তবে Bhola Prasad পিতা Ganesh Prasad এবং Bhola Prasad Harijan পিতা Ganesh Prasad Harijan একই ব্যক্তি।

বিবাহের ঘোষণা

আমি, হাসিনা খাতুন, আসিরুদ্দিন মণ্ডলের কন্যা, শিবনগর লস্করপুর, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পাসপোর্ট নংঃ Z821346 এবং আধার নংঃ 386922751998, এতদ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করছি এবং নিম্নরূপ ঘোষণা করছিঃ যে, 16 জুলাই 2025 তারিখে, আমার বিবাহ বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা মোঃ আব্দুল করিমের পুত্র মোঃ তরিকুল ইসলামের সাথে সম্পন্ন হয়েছিল, যার পাসপোর্ট নংঃ A06253448 এবং জাতীয় পরিচয়পত্র নংঃ 9172366016। সেই তারিখ থেকে, আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করছি। আমার বাবার যোগাযোগ নম্বরঃ +919775762257 এবং আমার শ্বশুরের যোগাযোগ নম্বরঃ +8801890950933। আমি নিশ্চিত করছি যে উপরোক্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য এবং সঠিক।

CHANGE OF NAME

I, RINA DEY (OLD NAME) W/O BIKASH KUMAR DEY, RESIDING AT, 7, KISHALAYA SCHOOL ROAD,POST - HALTU, P. S - GARFA, KOLKATA - 700078 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RINA SENGUPTA (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE SL NO - 54685 , DATED 07/09/20218 RINA SENGUPTA (NEW NAME) AND RINA DEY (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I, Parikshit Lihala S/o Manoj Kumar Lihala residing at BB-49, Flat No.7, Sector-1, near Phari Bus Stop, Salt Lake City, P.O. Bidhannanagar CC Block, North 24 Parganas, Kolkata-700064 West Bengal, Indian do hereby solemnly affirm and declare my actual name Parikshit Lihalal instead of Vedant Lihala, which is wrongly recorded in the Birth Certificate (Reg. No. 667 dtd. 25.02.2000) vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Classs Judicial magistrate, Calcutta on dated 04/09/2025. Vedant Lihala and Parikshit Lihala both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Srijata Sur (Old Name), D/o Astam Sur(Old Name), residing at Radha Kunja, Flat No.-3A, Block-'C', 43, Vivekananda Sarani, P.O & P.S- Madhyamgram, Dist- 24pgs(N), WB, Pin-700129 have changed my name and my father's name henceforth shall be known as Srijita Sur (New Name) D/o Astom Sur(New Name) as declared before the First Class Judicial Magistrate, Kolkata vide affidavit No. 20198 dated 03.09.2025. Srijata Sur (Old Name) and Srijita Sur (New Name) both are same and one identical person, Astam Sur (old name) and Astom Sur (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

SEKS TAHURA BEGUM (Old Name) Wife of SEKH AMINUR(Old Name) residing at Dhansa Mullick Para, PO-Balitikuri PS-Dasnagar Dist-Howrah-711113 have changed my name and shall henceforth be known TAHURA BEGUM (New Name) wife of AMIRUL CHOWDHURY (New Name) declared before the Notary Public at Howrah in the state of West Bengal vied Affidavit dated on 03/09/2025. SEKH TAHUA BEGUM and TAHURA BEGUM both are same and identical person.

KANKNARRAH COMPANY LIMITED

CIN: L65110WB1900PLC000461

Regd. Office: 29/1, Stephen House, 2nd Floor, 4 B. B. D.Bagh (East) Kolkata-700001

Phone : (033) 4602 1050/1051, E-mail : kankjute@rediffmail.com, Website : www.kankjute.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 216th Annual General Meeting of the members of Kanknarrah Company Limited will be held at Subarna Banik Samaj Hall, 47, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata- 700013 on Friday the 26th September, 2025 at 12.00 Noon to transact the following business:

1. Adoption of audited Accounts and Reports for the financial year ended on 31st March, 2025.
2. To appoint Smt. Shreya Gangawat (DIN: 08712127), Director, who retires by rotation and being eligible, offers herself for re-appointment.
3. To appoint M/s. Ranjit Jain & Co., Chartered Accountants as Statutory Auditors.

Notice is hereby further given that the register of members and share transfer book of the company will remain close from 19th September, 2025 to 26th September, 2025 (both days inclusive).

Please note that the printed copy of Annual Reports for the financial year ended on 31st March, 2025 is being mailed and the copy will be available in company's WEB SITE: www.kankjute.in.

For and on behalf of the Board

B.C.Jain (DIN: 00337816)

Date: 04.09.2025

Chairman-cum-Managing Director

নাগপুরে সোলার প্ল্যান্টে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, মৃত ১, পাথর ছিটকে আহত বহু শ্রমিক

নাগপুর, ৪ সেপ্টেম্বরঃ নাগপুরে সোলার প্ল্যান্টে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। বৃহস্পতিবার রাত ১টা নাগাদ কেঁপে ওঠে কালমেশ্বর তহশিলের চন্দুর গ্রাম। মৃত এক, আহত একাধিক। আতঙ্কে গোটা এলাকা। পুলিশ সূত্রে খবর, বিস্ফোরণ ঘটেছে বাজরগাঁওয়ে অবস্থিত সোলার এক্সপ্লোসিভস সংস্থার আরডিএক্স ইউনিটে। গুরুতর আহত অবস্থায় বেশ কয়েক জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক হিসাবে জানা গিয়েছে, দু'জন শ্রমিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আরও আট-ন'জনও গুরুতর আহত হয়েছেন। যদিও কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করছে, আহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। সঙ্গে বাড়তে পারে মৃতের সংখ্যাও। সংস্থার তরফে জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় বিভিন্ন শিফটে প্রায় ৯০০ থেকে ৬০০০ শ্রমিক কাজ করছিলেন। বিস্ফোরণের পরই স্থানীয় পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। আপাতত এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। বিস্ফোরণের সঠিক কারণ এপর্যন্ত জানা যায়নি। টেকনিক্যাল ত্রুটি, অসাবধানতা নাকি অন্য কোনও কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আহত শ্রমিকদের মধ্যে এক জন জানান, তাঁরা প্রথমে রিঅ্যাক্টর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখেন। প্রায় ২০-২৫ মিনিট ধরে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। তারপরই হঠাৎ ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে। তীব্রতা এত বেশি ছিল যে চারপাশে পাথর ছিটকে যায়, তাতেও প্রায় ৪০-৫০ জন আহত হন। আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান প্রাক্তন রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা এনসিপি (এসপি) নেতা অনিল দেশমুখ।

'টাইম'-এর ১০০ প্রভাবশালী এআই ব্যক্তিত্বের তালিকায় ভরতীয় অধ্যাপক

চনে নিন মিতেশ খাপরাকে

নিউ ইয়র্ক, ৪ সেপ্টেম্বরঃ টাইম ম্যাগাজিনের ২০২৫ সালের বিশ্বের ১০০ জন সবচেয়ে প্রভাবশালী এআই ব্যক্তিত্বের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন আইআইটি মাদ্রাজের অধ্যাপক মিতেশ খাপরা। এলন মাস্ক এবং স্যাম অল্টম্যানের মতো বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে এই তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মূলত ভারতীয় ভাষা নিয়ে তাঁর গবেষণার জন্য। ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এবং মেশিন লার্নিং-এর ক্ষেত্রে তাঁর কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় থাকা অন্যান্যদের মতো তিনি কোনও বড় এআই কোম্পানির কর্ণধার নন, বরং তাঁর কাজ মূলত শিক্ষামূলক। ভারতীয় ভাষায় এআইকে সহজলভ্য করার জন্য তিনি 'এআই ফোর ভারত' নামে একটি উদ্যোগের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, যা ওপেন-সোর্স টুল এবং ডেটাসেট তৈরি করে। টাইম ম্যাগাজিনের মতে, ভারতের বেশিরভাগ স্টার্টআপ, যারা আঞ্চলিক ভাষার জন্য ভয়েস প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে, তারা মিতেশ খাপরা এবং তাঁর দলের তৈরি ডেটাসেটের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমী মডেলগুলি হিন্দি বা বাংলার মতো কিছু প্রতিনিধিত্বমূলক ভাষায় ভালো কাজ করলেও, কম প্রচলিত ভারতীয় ভাষাগুলিতে তাদের পারফরম্যান্স দুর্বল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য খাপরা তাঁর গবেষণাগার 'এআই ফোর ভারত'-এর মাধ্যমে একটি প্রকল্প শুরু করেন, যেখানে গবেষকরা ভারতের প্রায় ৫০০টি জেলা পরিদর্শন করে হাজার হাজার ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন শিক্ষাগত ও আর্থ-সামাজিক পটভূমির মানুষের কণ্ঠস্বর রেকর্ড করেছেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতের ২২টি সরকারি ভাষার ডেটা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর এই অবদান ভারত সরকারের 'ভাষিণী মিশন'-এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যার লক্ষ্য হল এআই-এর মাধ্যমে স্থানীয় ভাষাগুলিতে ডিজিটাল পরিষেবা সরবরাহ করা। এমনকী, কিছু আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থা হিন্দি এবং মারাঠির মতো ভাষার জন্য তাদের এআই মডেল উন্নত করতে 'এআই ফোর ভারত'-এর ডেটাসেট ব্যবহার করে। এই খবরে উচ্ছ্বসিত মিতেশ খাপরা বলেন, ১৫ বছর আগে, ভারতে ভাষা প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা একজন পিএইচডি শিক্ষার্থী মূলত ইংরেজি-সম্পর্কিত সমস্যাগুলির ওপর মনোযোগ দিত। কিন্তু এখন এই ডেটাসেটগুলি সহজলভ্য হওয়ায় আমি দেখছি, ভারতীয় শিক্ষার্থীরা এখন ভারতীয় ভাষাগুলোর জন্য নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। টাইম ম্যাগাজিনের 'টাইম ১০০ এআই' তালিকাটি প্রযুক্তি বিশ্বে অন্যতম সম্মানজনক একটি স্বীকৃতি। এই তালিকায় এমন গবেষক, উদ্যোক্তা এবং নীতিনির্ধারকদের নাম থাকে, যারা এআই-এর ভবিষ্যৎকে নতুন দিশা দেখাচ্ছেন।

শুল্ক ইস্যুতে রাশিয়ার প্রসঙ্গ তুলতেই রেগে লাল ডোনাল্ড ট্রাম্প!

সাংবাদিককে বললেন, 'নতুন কাজ খুঁজুন'

ওয়াশিংটন, ৪ সেপ্টেম্বরঃ রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার বিষয়ে ফের ভারতকে নতুন করে সতর্ক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, ভারতের ওপর 'ফেজ টু' বা 'ফেজ থ্রি' পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা এখনও আরোপ করা হয়নি। ওভাল অফিসে পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট কারোল নাওয়ারকির সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। পরে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নোত্তর পর্বে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প রীতিমতো রেগে যান। কিন্তু কেন? আসলে ওই সাংবাদিক শুল্ক ইস্যুতে রাশিয়ার ওপর কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বা আদৌ নেওয়া হয়েছে কিনা, তা জানতে চান। এই প্রশ্ন শুনেই ভারতের প্রসঙ্গ টেনে জবাব দেন 'ক্ষুব্ধ' ট্রাম্প। সাংবাদিক বলেছিলেন, ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ওপর হতাশা প্রকাশ করলেও কোনও পদক্ষেপ করেননি। এর জবাবে ট্রাম্প বলেন, ''আপনি কী করে জানলেন যে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি? আপনি কি বলবেন যে চিনের বাইরে সবচেয়ে বড় ক্রেতা ভারতের ওপর সেকেন্ডারি স্যাংশন আরোপ করাটা কোনও পদক্ষেপ নয়? এর ফলে রাশিয়ার শত শত কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে। আপনি এটাকে কোনও পদক্ষেপ করা বলবেন না?'' মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ''আমি এখনও ভারতের ওপর দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপের কাজ শুরু করিনি। কিন্তু যখন আপনি বলছেন যে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, তখন আমার মনে হয় আপনার একটি নতুন চাকরি খুঁজে নেওয়া উচিত।'' ট্রাম্প বলেন যে তিনি দুই সপ্তাহ আগেই বলেছিলেন, যদি ভারত রাশিয়ান তেল কেনে, তবে ভারতের বড় সমস্যা আছে, আর সেটাই ঘটছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি এও দাবি করেছেন, আমেরিকার চাপের কারণেই ভারত সম্প্রতি মার্কিন পণ্যের উপর থেকে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে। তবে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের উপর থেকে শুল্ক কমাবে না। ট্রাম্প জানান, ভারতীয় পণ্যের উপর থেকে শুল্ক কমানোর কোনও পরিকল্পনা আপাতত নেই। তাঁর কথায়, 'ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভালই, কিন্তু এতদিন তা ছিল একপাক্ষিক। সেই সমীকরণ আমি পাল্টে দিয়েছি।'' যদিও গোটা বিষয় নিয়ে এখন ভারতের 'ঢাল' হয়ে দাঁড়িয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন-এর সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুতিন বলেন, আমেরিকা ভারতের সঙ্গে যেভাবে কথা বলছে, তা একেবারেই ঔপনিবেশিক আমলের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন। এই ধরনের কথা এখন আর চলে না। আর তারা ভারতের মতো এশিয়ার অন্যতম বড় দেশের সঙ্গে এইভাবে কথাও বলতে পারে না। চিনের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য।

'ভারত-চিনের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারেন না', ট্রাম্পকে তুলোধনা পুতিনের

বেজিং, ৪ সেপ্টেম্বরঃ ভারতকে চোখ রাঙানি আমেরিকার। এবার পাল্টা জবাব দিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞা চাপানোর হুমকি দিয়ে ভারত, চিনকে এভাবে ভয় দেখাতে পারে না ওয়াশিংটন। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কড়া বার্তা, ভারত বা চিনের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারেন না। সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন সামিটের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন যে তারা এশিয়ার দুই বৃহত্তম শক্তির উপরে অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করার চেষ্টা করছে। ভারত ও চিন-কে নিজের 'পার্টনার' বলে উল্লেখ করে পুতিন বলেন, ''আমেরিকা শুল্ক নীতি এই দেশগুলির নেতৃত্বকে দুর্বল করার চেষ্টা। ১৫০ কোটি মানুষের দেশ ভারত, চিন, তাদের শক্তিশালী অর্থনীতি, আবার তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক পদ্ধতি ও নিয়মও রয়েছে। যখন কেউ বলে যে তারা শাস্তি দিতে চলেছে, তাহলে আপনাকে ভাবতে হবে যে এই বড় বড় দেশের নেতৃত্ব কী প্রতিক্রিয়া দেবে?'' ভারতের ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস তুলে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, ''ইতিহাসেও ওদের কঠিন সময় ছিল, ওপনিবেশিকতা, তাদের সার্বভৌমত্বের উপরে দীর্ঘ সময় ধরে কর বসানো হয়েছে। যদি কেউ একজনও দুর্বলতা দেখায়, তাহলে তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ হয়ে যাবে। তাই তাদের ব্যবহারেও সেই প্রভাব রয়েছে।'' ঔপনিবেশিক জমানা যে ফুরিয়ে গিয়েছে, সে কথা আমেরিকাকে মনে করিয়ে দিয়ে পুতিন বলেন, ''ঔপনিবেশিক যুগ ফুরিয়েছে। পার্টনারদের সঙ্গে এভাবে কথা বলা যায় না, এটা বুঝতে পারবেন। চাপিয়ে দেওয়ার রাজনীতি, চাপে রাখার কৌশল চলবে না আর।'' প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠরা বারবার ভারত বিরোধী বক্তব্য রাখছিলেন। ন্যাভারো কিছুদিন আগেই বলেছিলেন, চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে এক বিছানায় উঠছেন মোদি। পুতিনের এদিনের বক্তব্যেও স্পষ্ট, ট্রাম্পের চাপানো নিষেধাজ্ঞা ও বাড়তি শুল্কের হুঁশিয়ারি গুরুত্ব না দিয়ে ভারতের পাশেই রয়েছে রাশিয়া।

ডায়ানামিক সার্ভিস এন্ড সিকিউরিটি লিমিটেড

CIN: L74999WB2016PLC218387

নিবন্ধিত অফিসঃ ৩৭৫, দক্ষিণী রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৮, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

কর্পোরেট অফিসঃ ইউনিট নং ৭০৮, ৭ম তলা, ইকো সেন্টার, ব্লক-EM-৪ সেক্টর-V, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ওয়েবসাইটঃ www.dssl.ind.in ইমেল আইডিঃ cs@dssl.ind.in ফোন নম্বরঃ ০৩৩ - ৪০০৮৭৪৬৩

নবম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, DYNAMIC SERVICES SECURITY LIMITED-এর সদস্যদের ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার দুপুর ১.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (VC)অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং SEBI এবং MCA কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার যথাক্রমে ৫ মে, ২০২০ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সার্কুলার নং ২০ / ২০২০ এবং ১০/ ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সার্কুলার নং ০৯/ ২০২৩ অনুসারে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যরা শুধুমাত্র VC/OAVM-এর মাধ্যমেই AGM-এ যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন কারণ AGM-এ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার কোনও বিধান করা হয়নি। AGM-এর কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে VC/OAVM-এর মাধ্যমে উপস্থিতি গণনা করা হবে। প্রাসঙ্গিক সার্কুলার মেনে, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র এবং একত্রিত আর্থিক বিবৃতি, এবং পরিচালনা পর্ষদ এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন, কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত, যদি না কোনও সদস্য এর একটি বাস্তব অনুলিপির জন্য অনুরোধ করে থাকেন। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dssl.ind.in, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন www.nseindia.com এবং CDSL (এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এবং ই-ভোটিং সিস্টেম প্রদানকারী সংস্থা) অর্থাৎ www.evoting.cdsl.com-এও পাওয়া যাবে।

যেসব সদস্যদের শেয়ার বাস্তব আকারে রয়েছে এবং যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা VC/OAVM সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং / অথবা বার্ষিক সাধারণ সভার লগইন বিবরণ পেতে পারেন, যার মধ্যে রয়েছে ই-ভোটিং। ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), PAN (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), AADHAAR (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) এর মতো প্রয়োজনীয় তথ্য কোম্পানি / মেসার্স ক্যামিও কর্পোরেট সার্ভিসেস লিমিটেড (RTA)-এর ইমেল আইডি cameo@cameoindia.com-এ ইমেল করে পাঠাতে পারেন।

যারা তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি তারা অনুগ্রহ করে ডিম্যাট আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে DP-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং বাস্তব আকারে থাকা শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা কোম্পানির সাথে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ) এর ৪২ নং প্রবিধান এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে, সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মঙ্গলবার সকাল ১০.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫ টায় শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির সদস্যরা, যারা ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এর কাট-অফ ডেট (রেকর্ড ডেট) অনুযায়ী, ভৌত আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করেছেন, তারা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর ভোটদানের জন্য CDSL দ্বারা ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, শেয়ারহোল্ডার পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না।

এজিএম-এর আগে যারা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যারা VC/OAVM সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই- ভোটিং-এর মাধ্যমে রেজোলিউশনে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা এজিএম-এর সময় উপলব্ধ ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের, ফিজিক্যাল মোডে এবং যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য রিমোটলি (রিমোট ই-ভোটিং) ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া হবে। বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dssl.ind.in, RTA-এর ওয়েবসাইট cameo@cameoindia.com এবং CDSL-এর ইমেল আইডি www.evoting.cdsl.com-এও পাওয়া যাবে।

ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিংয়ে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি www.evoting.cdsl.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সহায়তা বিভাগের অধীনে দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তাদের পক্ষে,
ডাইনামিক সার্ভিসেস অ্যান্ড সিকিউরিটি লিমিটেড
কারিশমা শর্মা
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখঃ ০২.০৯.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

উৎসবে যাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে কিষাণগঞ্জ থেকে গোরখপুর সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন দশেরা, দীপাবলি এবং ছট উৎসবে যাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে, রেলওয়ে প্রশাসন ২ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার কিষাণগঞ্জ থেকে গোরখপুর হয়ে ০৫৭৩৪/০৫৭৩৩ কিষাণগঞ্জ-অমৃতসর-কিষাণগঞ্জ সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেন এবং ৪ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার অমৃতসর থেকে ৭টি ট্রিপের জন্য নিম্নলিখিতভাবে পরিচালনা করবে। ০৫৭৩৪ কিষাণগঞ্জ- অমৃতসর সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ০২ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার কিষাণগঞ্জ থেকে ০৯.১০ ঘটিকায় ছাড়বে এবং ১০.১২ মিনিটে বারসোই, ১১.৪০ মিনিটে কাটিহার, নবগাছিয়া, মান ২৭.১৭ টায় বরসোই পৌঁছাবে। ১৩.৩২ টায় খাগরিয়া, ১৪.১২ টায় বেগুসরাই, ১৪.৫০ টায় বারাউনি, ১৭.৪৫ টায় হাজিপুর, ১৭.৫৭ টায় সোনপুর, ১৯.৫৫ টায় ছাপরা, ২০.৫৫ টায় সিওয়ান, ২০.৫ টায় বারাউনি ২৩.২৫ টায় গোরখপুর, পরের দিন ০০.২৫ টায় বাস্তি, ০১.৩০ টায় গোন্ডা, বারাবাঙ্কিতে ০৩.২৫ ঘণ্টা, লখনউ (উত্তর রেলওয়ে) এটি ০৪.২৫ ঘণ্টায়, কানপুর সেন্ট্রাল ০৬.৪০ ঘণ্টায়, ইটাওয়া ০৮.১৭ ঘণ্টায়, আলিগড় ০১.৩৫ ঘণ্টায়, খুরজা ০১.৪৫ ঘণ্টায়, হাপুর ০১.১৭ ঘণ্টায়, মীরাট সিটি ০১.১৫ ঘণ্টায়, মুজাফফরনগর ০১.০৭ ঘণ্টায়, সাহারানপুর ০১.১৫ ঘণ্টায়, আম্বালা ক্যান্ট ১৯.০০ ঘণ্টায়, লুধিয়ানা ০১.১৫ ঘণ্টায়, জলন্ধর সিটি ০২.৫৫ ঘণ্টায় এবং বিয়াস ০২.৩৫ ঘণ্টায় ছেড়ে তৃতীয় দিনে ০০.১০ ঘণ্টায় অমৃতসর পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৫৭৩৩ অমৃতসর-কিষাণগঞ্জ সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ৪ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার অমৃতসর থেকে ০৪.২৫ মিনিটে ছেড়ে বিয়াস, জলন্ধর সিটি, ৫.৩৫ মিনিটে, লুধিয়ানা, ৬.৪০ মিনিটে, আম্বালা ক্যান্ট, ৮.৫০ মিনিটে, সাহারানপুর, ১০.৩৫ মিনিটে, মুজাফফরনগর, ১১.২৫ মিনিটে, মীরাট সিটি, ১২.৩৫ মিনিটে, হাপুর, ১৩.৩২ মিনিটে, খুরজা, ১৫.০৫ মিনিটে, আলিগড়, ১৫.৪২ মিনিটে, ইটাওয়া, ১৭.৩৫ মিনিটে, কানপুর, সেন্ট্রাল, ২০.১০ মিনিটে, লখনউ (উত্তর রেলওয়ে), ২২.২০ মিনিটে, বারাবাঙ্কি, ২৩.২০ মিনিটে, গোন্ডা, ০০.৩৫ মিনিটে, পরের দিন বাস্তিতে পৌঁছাবে। ০১.৫০ ঘটিকায়, গোরখপুর দেওরিয়া সদর থেকে ০৪.০৫ টায়, দেওরিয়া সদর ০৫.১০ টায়, সিওয়ান ০৬.০৫ টায়, ছাপরা ০৭.২০ টায়, সোনপুর ০৮.১৭ টায়, সোনপুর ০৮.১৭ টায়, হাজিপুর ০৩.১ টায়, ০৩.১ টায় দেওরিয়া সদর থেকে ছাড়বে। ১৩.৩৫ টায় বেগুসরাই, ১১.০৭ টায় খাগরিয়া, ১১.১৯ টায় মানসী, ১২.১২ টায় নবগাছিয়া, ১৫.১০ টায় কাটিহার এবং ১৬.১৭ টায় বারসোই এবং কিষাণগঞ্জ পৌঁছাবে ১৩.১৩ টায়। এই ট্রেনে ০১টি জেনারেল কাম লাগেজ ভেহিকেল, L.S.L.R.D. মোট ২২টি কোচ স্থাপন করা হবে যার মধ্যে রয়েছে ০১টি এসি ক্লাস, ০৭টি স্লিপার ক্লাস, ০৪ টি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস, ০১টি এসি থার্ড ক্লাস, ০২টি এসি সেকেন্ড ক্লাস, ০১টি এসি ফার্স্ট ক্লাস এবং ০৫ টি এসি থার্ড ইকোনমি ক্লাস কোচ।

টানা বর্ষণে কেলেঘাই নদীর জলস্তর দ্রুত বাড়ছে। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন পটাশপুরের মানুষ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ টানা বর্ষণে কেলেঘাই নদীর জলস্তর দ্রুত বাড়ছে। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন পটাশপুরের নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষ। রাতে হচ্ছে। পাশাপাশি নদী তীরবর্তী মানুষদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ব্লক প্রশাসন ও নদী তীরবর্তী বাসিন্দারা রাত জেগে নদীর গতিবিধির উপর নজর রাখছেন। মাথায় রেখেই প্রশাসন এ বছর আগেভাগেই সতর্কতা অবলম্বন করছে। প্রশাসন চাপ সহ্য করতে না পারলে বাঁধ যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। পটাশপুরবাসীর কাছে কেলেঘাই নদীকে দু:খের নদী বলা হয়। সবং, ভগবানপুর ও পটাশপুরে নদী তীরবর্তী মানুষের জীবন- জীবিকা নির্ভর করে এই নদীর উপর। নদীপথ যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে বর্ষা এলে সেই নদীই ভয়ঙ্কর রূপ নেয়।

বিপদের আশঙ্কা আরও বেশি বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে প্রশাসনও আগে থেকেই সতর্ক। ২০০৮ ও ২০২১ সালে কেলেঘাই নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর, ভগবানপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে নদীর পরিস্থিতির উপর কড়া নজর প্রশাসনের। টানা বর্ষণে কেলেঘাই নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়ে ৪.৫ মিটার ছুঁয়েছে। এতে তীরবর্তী এলাকায় প্লাবনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নদীর প্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে নদীর উপর পাতা মাছ ধরার জাল ততক্ষণে সরিয়ে দেওয়া ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা একাধিক জায়গায় নদী বাঁধ পরিদর্শন করেছেন। নদী সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে কড়া বাঁধ মেরামতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। বোল্ডার, পাথর ও মাটির বস্তা সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী আগে থেকেই মজুত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। প্রশাসন বলছে, মানুষের প্রাণ বাঁচানোই তাদের প্রথম লক্ষ্য। ২০০৮ ও ২০২১ সালে কেলেঘাই নদীর বাঁধ ভেঙে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। পটাশপুর, ভগবানপুর ও এগরা সহ বহু এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা পশ্চিমের বাগুই খাল পেরিয়ে পটাশপুরের একাধিক মৌজা অতিক্রম করে কেলেঘাইতে মিশেছে। শেষে ভগবানপুর ও সবং অতিক্রম করে নদী কংসাবতীতে গিয়ে মিশেছে। পটাশপুর এক নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শান্ত চক্রবর্তী বলেন, আমরা কেলেঘাই নদীর পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছি। নদীর উপর বসানো সব জাল দ্রুত সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। প্রয়োজনে বাঁধ মজবুত করার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ইতিমধ্যেই মজুত রাখা হয়েছে। কোনও বিপদ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকারী দল নামানো হবে। আতঙ্কের কিছু নেই, প্রশাসন সর্বদা সতর্ক রয়েছে।

মালদা ডিভিশনের আরপিএফ কাজরার উৎক্রমিত মধ্য বিদ্যালয়ে রেল নিরাপত্তা সচেতনতা ও শপথ অভিযান পরিচালনা করেছে

মালদা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ মালদার বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক শ্রী মনীশ কুমার গুপ্তের নির্দেশনায়, ০৩.০৯.২০২৫ তারিখে কাজরার উৎক্রমিত মধ্য বিদ্যালয়ে আরপিএফ পোস্ট জামালপুর এবং জিআরপিএস / জামালপুরের সহযোগিতায় একটি রেল নিরাপত্তা সচেতনতা অভিযানের আয়োজন করা হয়। কর্মসূচী চালাকালীন, শিক্ষার্থীদের গবাদি পশুর উপর দৌড়ানো (সিআরও), মানব দৌড়ানো (এইচআরও), অ্যালার্ম চেইন টানা (এসিপি), পাথর ছোঁড়া, রেললাইন অতিক্রম, রেলপথে বস্তু স্থাপন, সিগন্যাল গিয়ারে হস্তক্ষেপ এবং ট্র্যাকের কাছে গবাদি পশু চারানোর বিপদ সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল। এই ধরনের অনিরাপদ অনুশীলনের প্রতিকূল পরিণতি এবং রেলওয়ে আইনের অধীনে এর শাস্তিযোগ্য বিধানগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এই উপলক্ষে, জামালপুরের আরপিএফ অফিসার ও কর্মীরা শিক্ষার্থীদের শপথ বাক্য পাঠ করান, যাতে তারা রেলওয়ের নিরাপত্তা দূত হতে এবং তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরাপদ ও দায়িত্বশীল আচরণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে উৎসাহিত হয়। পরবর্তীতে, জামালপুর আরপিএফ / কিউলের অফিসার ও কর্মীদের সাথে কিউল আউটারের কাছে একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। দলটি যাত্রীদের জিনিসপত্র চুরি (TOPB) এবং পাথর ছোঁড়ার ঘটনা রোধে কৌশল নিয়ে আলোচনা করে এবং টেকসই যৌথ পদক্ষেপের জন্য একটি সমন্বিত রোডম্যাপ তৈরি করে। রেল-সম্পর্কিত অপরাধের কার্যকর প্রতিরোধ

ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত বিরতিতে এই ধরনের অভিযান এবং নজরদারি অভিযান চালানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পূর্ব রেলওয়ের মালদা বিভাগ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা এবং সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং জনসচেতনতার প্রতি তার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

চলছে অবৈধভাবে প্রাচীন জলাশয় ভরাট

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ নবদ্বীপ শহরের বাসস্ট্যান্ড এবং জনবহুল এলাকা পীরতলা নিউ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় সম্প্রতি শুরু হয়েছে অবৈধভাবে একটি প্রাচীনতম জলাশয় ভরাটের প্রক্রিয়া।

বৃহস্পতিবার নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পেয়ে কর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে আসেন নবদ্বীপ ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের এক আধিকারিক সোমদীপ চক্রবর্তী। অবৈধভাবে জলাশয় ভরাটের প্রক্রিয়াটি পরিদর্শনের পাশাপাশি এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে ওই প্রাচীনতম জলাশয়ের মালিকের খোঁজখবর নেন। যদিও জলাশয়ের মালিকের দেখা মেলেনি। অপরদিকে অবৈধভাবে জলাশয় ভরাটের বিষয়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক সোমদীপ চক্রবর্তী প্রতিবেদককে জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে যতটুকু জানা গেল এই প্রাচীন জলাশয়টি অবৈধভাবে ভরাট করছেন কোনও এক ব্যক্তি। যদিও ওই ব্যক্তির দেখা মেলেনি। স্থানীয় এক বাসিন্দা কুশল রায় বলেন, আমরা ছোট থেকে দেখে আসছি এই গর্তে আগমবাগিশ প্রতিষ্ঠিত আগমেশ্বরী কালী বিসর্জন হতো। সেই সময় জল কমে গেলে বারোয়ারী কমিটি বাইরে থেকে জল এনে পরিপূর্ণ করত। আমরা চাই অবিলম্বে এই প্রাচীনতম গর্ত ভরাট বন্ধ হোক। আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া হোক। অপরদিকে অবৈধভাবে প্রাচীন জলাশয় ভরাটের বিষয়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক সোমদীপ চক্রবর্তী জানান, দাগ নং ৪৯ আর এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি একটি জলাশয়। পাশাপাশি তিনি জানান, তদন্ত করে দেখা হবে বর্তমানে কি অবস্থা রয়েছে। ওই আধিকারিক পরিষ্কার বলেন, জলাশয়টি অবৈধভাবে ভরাট হচ্ছে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের পক্ষ থেকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, আমরা জমির মালিকের কাছে নোটিশ পাঠাবো। ভরাটের প্রক্রিয়াটি যদি অবিলম্বে বন্ধ না করা হয় তাহলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের পক্ষ থেকে যা যা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে এফ আই আর যদি করতে হয় তাও করা হবে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রাজস্ব আধিকারিক সোমদীপ চক্রবর্তী জানান, অতীতেও আমরা দেখেছি শহরে প্রচুর জলা জমি ভরাট হয়েছে। সেগুলো আমরা আটকেছি। নোটিস করেছি। তিনি জানান এই সব বিষয়ে বিএলআরও নবীন কুমার গৌতম যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

চিনের উপর নির্ভরতার দিন শেষ, দুর্গাপুর এনআইটি তৈরি করল দেশের প্রথম চিপ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতার পথে ঐতিহাসিক সাফল্য। দুর্গাপুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এনআইটি) তৈরি করল দেশের প্রথম সেমিকন্ডাক্টর চিপ। মঙ্গলবার নয়াদিল্লির যশোভূমি কনফারেন্স সেন্টারে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন 'সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫' থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন এই 'বিক্রম ৩২-বিট চিপ'। তিন দিনের এই সম্মেলন ২-৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। এই সম্মেলনে ৪৮ টি দেশ থেকে প্রায় আড়াই হাজার প্রতিনিধি অংশ নিচ্ছেন। আলোচনার মূল বিষয় সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব্রিকেশন, স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা। প্রধানমন্ত্রী মোদী অনুষ্ঠানে বলেন, বিংশ শতাব্দীতে তেলের গুরুত্ব যেমন ছিল, একবিংশ শতাব্দীতে সেমিকন্ডাক্টর তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। যদি তেল হয় ব্ল্যাক গোল্ড, তবে চিপ ডিজিটাল ডায়মন্ড। ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের 'চিপ টু স্টার্ট আপ' (C2S) প্রকল্পের অধীনে এই চিপ তৈরি করেছে দুর্গাপুর এনআইটির ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। 'অ্যাসিনক্রোনাস ফিফো ফর ফরেস্ট ইভেন্ট মনিটরিং' নামে পরিচিত এই চিপ অবৈধ অগ্নিসংযোগ, গাছ চুরি ইত্যাদি মনিটরিংয়ে ব্যবহৃত হবে। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ডঃ হেমন্ত কুমার মন্ডল, ডঃ অনিরুদ্ধ চন্দ্র, শুভদীপ নাগ ও সুমন কল্যাণ পোরেল। ইতিমধ্যে ওড়িশা ও বিহার সরকার এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে মউ স্বাক্ষর করেছে এবং দুই বেসরকারি সংস্থা বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দুর্গাপুর এনআইটির ডিরেক্টর ডঃ অরবিন্দ চৌবে বলেন, এটি গোটা প্রতিষ্ঠানের জন্য গর্বের মুহূর্ত। এই চিপ ভারতের প্রতিরক্ষা, মহাকাশ গবেষণা, টেলিযোগাযোগ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাবে।

বেড়েই চলেছে সংকোষ নদীর জলস্তর, দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ প্রতিদিন বেড়েই চলেছে সংকোষ নদীর জলস্তর। আর তার জেরে দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন। এলাকায় ভাঙছে পাড়, বাঁধ। ফলে আতঙ্কে দিন কাটছে আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের বাংলা-অসম সীমানার উত্তর হলদিবাড়ি ও নেপালি বস্তির বাসিন্দারা। এই এলাকায় কোনও বাঁধ নেই বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের। সংকোষ নদীতে বাঁধের দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। রীতিমতো ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তাঁরা। অসম-বাংলা সীমানা লাগোয়া আলিপুরদুয়ার জেলার শেষ প্রান্তে সংকোষ নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা জমি, বাড়ি হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত। এখানকার বাসিন্দারা জানান, সঙ্কোষ নদী বর্তমানে রুদ্ররূপ ধারণ করেছে। বাঁধ নির্মাণ না হলে সম্পূর্ণ গ্রাম নদীগর্ভে চলে যেতে পারে। বাসিন্দারা আতঙ্কে রাতে না ঘুমিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁরা জানান, পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর হয়ে উঠেছে যে বৃষ্টি হলেই কিছুক্ষণ পর পর টর্চ জ্বালিয়ে নদী তীরে এসে দেখে যান, জল কতটা বাড়ল। বাঁধের দাবিতে তাঁরা বহুবার সরব হয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় আবেদন করেছেন। কিন্তু কেউ তাঁদের কথায় কর্ণপাত করছে না বলে অভিযোগ। এদিকে জানা গেছে, নদীর জল তারজালির বাঁধ সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন ভেঙে পড়ছে এলাকার জমি। এই পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে জানেন না কেউ। নদীতে বন্ধ রয়েছে নৌকা চলাচল। নদীর জল যে পরিমাণে বেড়েছে নৌকা চালাতে ভয় পাচ্ছেন চালকরা। নেপালি বস্তি ও উত্তর হলদিবাড়ির মধ্যে সেতু না থাকায় কারণে নৌকা চলাচলই যোগাযোগের মাধ্যম। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই দুই স্থানের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে।

ডাস্টবিন থাকা সত্ত্বেও নির্বিকারভাবে রাস্তাতেই ফেলা হচ্ছে আবর্জনা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ বীরভূমের সিউড়ি শহরের প্রতিটি মোড়, পাড়া এবং গলিতে এখন ডাস্টবিনের অভাব নেই। পৌরসভার উদ্যোগে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে নীল ও সবুজ ডাস্টবিন। তবুও শহরবাসীর একাংশের যেন অভ্যাস বদলায়নি! ডাস্টবিন থাকা সত্ত্বেও নির্বিকারভাবে রাস্তাতেই ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। ২০২৪ সালের জুন মাসে নবান্নে রাজ্যের পুরপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকে প্রকাশিত হয় একটি তালিকা, যেখানে রাজ্যের সবচেয়ে অপরিচ্ছন্ন তিনটি পৌরসভার মধ্যে সিউড়ি পৌরসভার নাম উঠে আসে। এই লজ্জা ঘোচাতেই পৌরসভা তৎপর হয়ে ওঠে এবং শুরু হয় শহর পরিচ্ছন্নতার ব্যাপক অভিযান। পৌরসভার পক্ষ থেকে শহরের প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় বসানো হয়েছে গারবেজ ভ্যান ও ডাস্টবিন। বাড়ি বাড়ি দেওয়া হয়েছে দু'টি করে আলাদা ডাস্টবিন-নীল শুকনো আবর্জনার জন্য এবং সবুজ ভেজা আবর্জনার জন্য। সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে শুরু হয়েছে প্রচার কার্যক্রম। এত ব্যবস্থা নেওয়ার পরেও শহরের বাসস্ট্যান্ড, জেলখানা মোড়, চাঁদনী পাড়া সহ একাধিক এলাকায় রাস্তাতেই ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। এর ফলে নোংরা হচ্ছে পরিবেশ, দুর্গন্ধে নাকাল পথচারীরা। কিছু মানুষের এহেন কার্যকলাপ এখন সিউড়ী পৌরসভার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পৌরপিতা উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রচুর ডাস্টবিন বসানো হয়েছে। এমনকি বাড়ি বাড়ি নীল-সবুজ ডাস্টবিন দেওয়া হয়েছে। তবুও যদি মানুষ সচেতন না হন, তবে পৌরসভা কড়া পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে'। সূত্রের খবর, পৌরসভা খুব শিগগিরই নজরদারি ক্যামেরা বসানো, জরিমানা আদায় এবং মোবাইল টিম মোতায়েনের মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

স্ত্রীকে কুড়ুল দিয়ে খুন করে ফেরার স্বামী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ স্বামীর হাতে খুন হলেন স্ত্রী। স্ত্রীকে কুড়ুল দিয়ে খুন করে ফেরার স্বামী। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির রামশাই বাজার এলাকার ঘটনা। এমন নৃশংস খুনের ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত স্বামী। জানা যাচ্ছে, নিহত মহিলার নাম প্রমীলা ওরাও (৩৫)। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির ভিতর থেকে মহিলার রক্তাক্ত দেহ মেলে। ময়নাগুড়ি থানায় খবর যেতেই তৎক্ষণাত ছুটে আসে পুলিশ। উদ্ধার করে রক্তে ভেসে যাওয়া মহিলার দেহ। স্থানীয় সূত্রে খবর, করম পুজোর মেলা থেকে ফিরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা শুরু হয়। তার জেরেই এই খুনের ঘটনাটি বলে অনুমান। পারিবারিক অশান্তির জেরে স্বামীর রোষের শিকার স্ত্রী। কুড়ুল দিয়ে আঘাত করে প্রাণে মারা হয়েছে তাঁকে। প্রমীলা ওরাওয়ের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্ত স্বামী রাজকুমার ওরাও পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযুক্ত স্বামীর খোঁজে আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় তন্নতন্ন করে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশকর্মীর গুলিতে বাবা-মা জখম

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ মা-বাবাকে গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন জঙ্গলমহল ব্যাটালিয়নের এক পুলিশকর্মী (সাব-ইনস্পেক্টর)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত সাব-ইনস্পেক্টরের নাম জয়দীপ চ্যাটার্জি (৩২)। ঝাড়গ্রাম শহরের রঘুনাথপুর এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তিনি। তাদের আদি বাড়ি আসানসোলের বামুনপাড়া এলাকায়। বৃহস্পতিবার ভোরে ডিউটি থেকে বাড়ি ফিরে নিজের সার্ভিস রিভলভার দিয়ে মা শম্পা চ্যাটার্জি ও বাবা দেবব্রত চ্যাটার্জিকে গুলি করে তিনি নিজেও আত্মঘাতীর চেষ্টা করেন। গুলির শব্দে ছুটে আসেন বাড়ির মালিক। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন সাব-ইনস্পেক্টর ও তাঁর বাবা-মাকে। প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় সবাইকে হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পারিবারিক অশান্তির জেরেই এই পদক্ষেপ নিয়েছেন জয়দীপ। তদন্তে পুলিশ।

পৌরসভার উদ্যোগে শুরু হলো নতুন পাম্প তৈরির কাজ

দুরন্ত বার্তা, তাম্রলিপ্ত, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ অবশেষে বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে পৌরসভার উদ্যোগে শুরু হলো নতুন পাম্প তৈরির কাজ। পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, তাম্রলিপ্ত পৌরসভার অন্তর্গত মোট ২০টি ওয়ার্ড জুড়েই দিন দিন জলের চাহিদা বাড়ছে। নতুন সংযোগ যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি চাপ কম থাকায় বিশেষত উঁচু এলাকাগুলিতে জল পৌঁছাচ্ছিল না। এর ফলে চরম সমস্যার মুখে পড়েছিল ২০ নম্বর ওয়ার্ডের মাকড়পাড়া সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, নিয়মিত বিল দেওয়া সত্ত্বেও তারা কলের জল সঠিকভাবে পাচ্ছিলেন না। দীর্ঘদিন এই দুর্ভোগ ভোগ করার পর এবার অবশেষে পৌরসভার তরফে পাকাপাকি সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে আধুনিক নতুন পাম্প হাউস। পাম্পটি চালু হলে এলাকায় কয়েকশো পরিবার উপকৃত হবেন।

দাভল এক্সপোর্ট লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৫১৯০০ডব্লু২০০৫পিএলসি১০১৩০৫
রেজি. অফিসঃ পি-৯, শিবতলা স্ট্রি, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০৭
ফোনঃ ০৩৩-২২৭৪৭১২১ **ইমেলঃ** mrgroup.del@gmail.com

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বইয়ের সমাপ্তির তারিখ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ধাভাল এক্সপোর্টস লিমিটেডের সদস্যদের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫, মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য পি-৯, শিবতল্লা স্ট্রিট, ৪র্থ তলা, কলকাতা-৭০০ ০০৭-এ যোগাযোগ করা হচ্ছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে এবং ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা হলে, লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য সদস্যদের নাম নির্ধারণের জন্য কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সদস্যরা মনে রাখবেন যে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রক্সি ফর্ম এবং উপস্থিতি স্লিপ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস থেকে পাওয়া যেতে পারে।

কোম্পানিটি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর মাধ্যমে প্রদত্ত ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করা যেতে পারে। ই-ভোটিং সময়কাল ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ শনিবার সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত শেষ হবে। ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার বিকেল ৫.০০ টা থেকে ভোটদানের জন্য ই-ভোটিং মডিউলটি বন্ধ থাকবে এবং এরপর কোনও ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

ভোটাধিকার থাকবে মঙ্গলবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (কাট-অফ ডেট) তারিখে সদস্য(দের) ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যা অনুসারে। উক্ত কাট-অফ ডেটে, ভৌত বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য। ই-ভোটিং পদ্ধতি সম্বলিত বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট https://www.evotingindia.com/-এ পাওয়া যাবে। ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি https://www.evotingindia.com/-এর সহায়তা বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

দাভাল এক্সপোর্ট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
আশিস মোরে
ডিরেক্টর

তারিখঃ ১৮.০৮.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে রেল নবীকরণ কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৭৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০১-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ২৯-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ** শিলিগুড়ি জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল)- টিআরআর (পি)- ৩৫.১০০ টিকেএম। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪,৩৭,৯২,৭৫৬.০৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৬৯,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-০৯-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ২৩-০৯-২০২৫** তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৫৪ অফ ২০২৫ তারিখঃ ০১-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার নং. ১। কাজের নামঃ** কাটিহারে-কাটিহারে ৩৫ মিটার দৈর্ঘ্যের কাভার্ড শেড এবং সেবা ভবনের নির্মাণ ও ১৪০ টি ক্রেনের জন্যে সহযোগী কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৩৩,৮১,৪২২.২৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৬৬,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার নং. ২। কাজের নামঃ** (১) কাটিহারে (এমডিডিটিআই)ঃ ছেলের জন্যে ৫০ বিছানাযুক্ত নতুন হোস্টেল ভবনের নির্মাণ এবং মডেল কক্ষের নির্মাণ। (২) কাটিহারে (এমডিডিটিআই)- মেয়ের জন্যে ২৫ বিছানাযুক্ত নতুন হোস্টেল ভবনের নির্মাণ এবং মডেল কক্ষের নির্মাণ **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪,৫৪,১৯,৪৭৭.৮২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৭৭,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার নং. ৩। কাজের নামঃ** কাটিহারেঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/IV/ কাটিহারের অধিনে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের ভূমির লেভেলিং সহিত ১০০ মিটার কাভার্ড গ্যালারির ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৭২,৩৬,৮০৫.৩৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৮৬,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার নং. ৪। কাজের নামঃ** (ক) রাণীনগর জলপাইগুড়ি- হাটওয়ার (আপ এবং ডাউন) টিএসআর (পি) - ৪১.৪০০ টিকেএম (খ) নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি জংশন-গুলমা (এসএল) - টিএসআর (পি)- ৭.১০০ টিকেএম। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১২,৩০,৪৭,৮০৩.২০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৭,৬৫,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার নং. ৫। কাজের নামঃ** লুপ লাইনে রাণীনগর জলপাইগুড়ি-হাটওয়ার-সিটিআর (পি) - ১৭.৯০০ টিকেএম। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫,৬৪,২৯,৫২৯.৭৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪,৩২,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার নং. ৬। কাজের নামঃ** এসএসই/পিওয়ে/কুর্শিয়াং অধিক্ষেত্রের অধিনে ০২ বৎসরের জন্যে ১.৯০ কিঃমিঃ থেকে ৭.১০ কিঃমিঃ (নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি জংশন) এবং ০.০ কিঃমিঃ থেকে ৪২.০ কিঃমিঃ পর্যন্ত (শিলিগুড়ি জংশন-মহানদী) ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৪৭,১০,৩৭৯.৯০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,২৩,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার নং. ৭। কাজের নামঃ** সুকনা-দার্জিলিংঃ এডিইএন/ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অধিনে সুকনা থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত (ডিএইচআর খণ্ড) কোয়ার্টারের সম্পূর্ণ মেরামত এবং পেইন্টিং (সর্বমোট = ১০০ ইউনিট)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪,০৫,৭১,২১২.০৭/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৫২,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-০৯-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ২৫-০৯-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী **২৫-০৯-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সিনটিলা কমার্শিয়াল অ্যান্ড ক্রেডিট লিমিটেড
অফিসঃ মার্কেন্টাইল বিল্ডিং ব্লক-ই, দ্বিতীয় তলা, ৯১২, লালবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
কর্পোরেট অফিসঃ জাজোদিয়া টাওয়ার ৪র্থ তলা, রুম নং ডি-৮, ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০১
ইমেলঃ info@scintilla.co.in ওয়েবসাইটঃ **www.scintilla.co.in**
CIN:L65191WB1990PLC048276

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বইয়ের সমাপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, মেসার্সের ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)। সিনটিলা কমার্শিয়াল অ্যান্ড ক্রেডিট লিমিটেড (কোম্পানি) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩.০০ টা (১ টা) বি বি ডি ব্যাগ প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, 'কমার্স হাউস', ২এ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, ৮ম তলা, কক্ষ নং. ১, কলকাতা-৭০০০১৩-এ বার্ষিক সাধারণ সভা (বিজ্ঞপ্তি) আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০১ অনুসারে, এখানে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে, সেবি (তালিকাবদ্ধকরণ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (তালিকাবদ্ধকরণ প্রবিধান) এবং সাধারণ সভার সচিবালয় মান (আইনগত পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ, আপাতত বলবৎ), ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ)। যেসব সদস্যের ই-মেইল আইডি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (রা)/ রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে নিবন্ধিত, তাদের ই-মেইল আইডি ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং যেসব সদস্যের ই-মেইল আইডি ২২ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (রা) বা আরটিএ-তে নিবন্ধিত নয়, তাদের কাছে অনুমোদিত মোডে তাদের নিজ নিজ ডাক ঠিকানায় এর প্রকৃত অনুলিপি পাঠানো হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন সহ বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে প্রেরণ সম্পন্ন হয়। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট info@scintilla.co.in, বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com, সিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, যা সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত, এবং তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সচিবালয়ের মানদণ্ডের ৪৪ (আপাতত বলবৎ আইনগত পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ), কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে দূরবর্তী ই- ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মঙ্গলবার সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত শেষ হবে। উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির সদস্যরা যাদের শেয়ারের মালিকানা ছিল, অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নোটিশে দেওয়া আছে।

নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, এমন যেকোনো ব্যক্তি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগের জন্য ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড জারি করার জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন করতে পারেন। কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য থাকা বন্ধ করে দেওয়া এবং এই নোটিশ প্রাপ্তির পর, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোম্পানি সভায় উপস্থিত সদস্যদের জন্য, যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তাদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় পোলিং পেপার / ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধাও প্রদান করছে। তবে, যারা ইতিমধ্যেই বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই- ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যদি কোনও সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় পোলিং পেপার উভয় পদ্ধতিতেই ভোট দেন, তাহলে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে করা ভোটদান জায়েজ হবে এবং পোলিং পেপারের মাধ্যমে করা ভোটদান অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের বিষয়টি যাচাই-বাছাই করার জন্য অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব শ্রী আনন্দ খান্ডেলিয়া (এফসিএসঃ ১২২৯৪) কে পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণের ৪২ নং প্রবিধান অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

যেকোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরঃ ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ অথবা ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০ এ কল করতে পারেন অথবা এনএসডিএলের সিনিয়র ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মহাত্রেকে evoting@nsdl.co.in এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

সিনটিলা কমার্শিয়াল অ্যান্ড ক্রেডিট লিমিটেডের জন্য
স্বা /-প্রিয়াঙ্কা মোহতা
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ডেসিলিয়ন ফাইন্যান্স লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিসঃ ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, ৪র্থ তলা, রুম নং ডি-৮, কলকাতা - ৭০০০০১
ইমেলঃ **info@decillion.co.in** ওয়েবসাইটঃ **www.decillion.co.in**
CIN: L65999WB1995PLC067887

৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, মেসার্স ডেসিলিয়ন ফাইন্যান্স লিমিটেড (কোম্পানি) এর ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের ৩১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ শুক্রবার দুপুর ১.০০ টায় (১টা) বিবিডি ব্যাগ প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, ''কমার্স হাউস'', ২এ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, ৮ম তলা, কক্ষ নং. ১, কলকাতা-৭০০০১৩-এ অনুষ্ঠিত হবে। বার্ষিক সাধারণ সভা (বিজ্ঞপ্তি) আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০১ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৬ (তালিকাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ) এবং সাধারণ সভার সচিবালয় মান (আপাতত বলবৎ আইনগত পরিবর্তন (সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন) বা পুনপ্রণয়ন (পুনঃ প্রণয়ন) সহ) অনুসারে, ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানির ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (রা) / রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) মেসার্স নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে নিবন্ধিত, এবং ২২ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে যাদের ই-মেইল আইডি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (রা) বা RTA- তে নিবন্ধিত নয়, তাদের কাছে প্রকৃত অনুলিপি অনুমোদিত মোডে তাদের নিজ নিজ ডাক ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন সহ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.decillion.co.in, বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, যা সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত, এবং তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সচিবালয়ের মানদণ্ডের ৪৪ (আপাতত বলবৎ আইনগত পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ), কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে দূরবর্তী ই- ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মঙ্গলবার সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত শেষ হবে। উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির সদস্যরা যাদের কাট-অফ ডেট (রেকর্ড ডেট), অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার রয়েছে, তারা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ উক্ত নোটিশে দেওয়া আছে।

নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, এমন যেকোনো ব্যক্তি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগের জন্য ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড জারি করার জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন করতে পারেন। কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য থাকা বন্ধ করে দেওয়া এবং এই নোটিশ প্রাপ্তির পর, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোম্পানি সভায় উপস্থিত সদস্যদের জন্য, যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তাদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় পোলিং পেপার / ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধাও প্রদান করছে। তবে, যারা ইতিমধ্যেই বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যদি কোনও সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় পোলিং পেপার উভয় পদ্ধতিতেই ভোট দেন, তাহলে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে করা ভোটদান জায়েজ হবে এবং পোলিং পেপারের মাধ্যমে করা ভোটদান অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের বিষয়টি যাচাই-বাছাই করার জন্য অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব শ্রী আনন্দ খান্ডেলিয়া (এফসিএসঃ ১২২৯৪) কে পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণের ৪২ নং প্রবিধান অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

যেকোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরঃ ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ অথবা ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০ এ কল করতে পারেন অথবা এনএসডিএলের সিনিয়র ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মহাত্রেকে evoting@nsdl.co.in এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

ডেসিলিয়ন ফাইন্যান্স লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
শ্রুতি পোদ্দার
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

SMT ENGINEERING LIMITED
(Formerly known as Adarsh Mercantile Limited)
CIN: L33120WB1992PLC055082
Regd. Office: 8a & 8b, Satyam Towers 3, Alipore Road, Kolkata West Bengal, India, 700027.
Corporate Office: Plot No. 23 D Sector A Sanwer Road Industrial Area, Near Parle G Biscuit Factory, Indore 452015 Madhya Pradesh, India.
Email Id: compliance@saimachinetools.com | **Website:** www.smtel.in | **Contact Details** +91 9109197950

NOTICE CONVENING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

Notice is hereby given that in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with other applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and SEBI, the Annual General Meeting ('AGM') of the members of the SMT Engineering Limited ('Company') will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) on Tuesday, the 30th day of September, 2025 at 12:30 PM (IST), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Members will be provided with the facility to attend the AGM through electronic platform provided by Central Depository Services (India) Limited ('CDSL').

The Notice convening the AGM along with Annual Report of the Company will be made available on the Company's website at www.smtel.in and on the website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and also on website of the CDSL at www.evotingindia.com. The Notice convening the AGM along with Annual Report of the Company will be dispatched by electronic mode only to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar and Transfer Agent /Depository Participants and physical copy of the same will be made available only on request. Further, as per amended Regulation 36 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a letter which includes the weblink and exact path of the Annual Report of the Company will be sent to those shareholders who have not registered their e-mail address(es), with the Company/Registrar and Share Transfer Agent of the Company.

Members who have not registered their e-mail address are requested to submit their request to Niche Technologies Private Limited (Registrar and Transfer Agent) by submitting the prescribed forms as available on their website viz. www.nichetechpl.com or at Company's website at www.smtel.in. Members holding shares in demat form are requested to register / update their e-mail address with their Depository Participant(s) directly. Members holding shares in physical form are requested to update their e-mail, PAN, Nomination, Contact details, Bank details and specimen signatures as per requirement under SEBI Master Circular Vide No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024.

The Company is also providing the facility to the members to exercise their right to vote through remote e-voting in respect of the resolution proposed as will be set-forth in the Notice through the remote e-voting facility provided by CDSL during the remote e-voting period. The detailed instructions regarding the remote e-voting shall be provided in the notes to the Notice of AGM.

Members holding shares in demat mode / physical form who have not registered their e-mail addresses with the Company / Depository can obtain Notice of the AGM, Annual Report and / or login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including remote e-voting, by providing a duly signed request letter with Name, DPID-CLID / Folio No., self-attested copy of PAN and etc., to nichetechpl@nichetechpl.com or compliance@saimachinetools.com.

By order of the Board
SMT Engineering Limited

Sd/-
Mohd Shanawaz Shekh
(Company Secretary & Compliance Officer)

Date: 05.09.2025
Place: Indore

অবৈধ বেটিং অ্যাপ

হরভজন, রায়নার পর ইডির তলব শিখর ধাওয়ানকে

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বরঃ এবার অবৈধ বেটিং অ্যাপ মামলায় জড়িয়ে পড়লেন ভারতের প্রাক্তন ওপেনার শিখর ধাওয়ান। জানা গিয়েছে, এই বাঁহাতি ব্যাটারকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তলব করেছে। বেটিং অ্যাপের প্রচারের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মামলায় ধাওয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। রিপোর্ট অনুসারে, এই তদন্তটি অনলাইন বেটিং প্ল্যাটফর্ম 1xBet-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। এই অ্যাপের বিজ্ঞাপনী প্রচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিখর। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি এই অ্যাপের প্রচার করেছেন। ইডি শিখর ধাওয়ানকে এই বিষয়ে তাঁর ভূমিকা স্পষ্ট করার জন্য তদন্তে যোগ দিতে বলেছে। সম্প্রতি, টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার সুরেশ রায়না এবং হরভজন সিংকেও ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। গত বছর থেকেই অনলাইন অবৈধ বেটিং অ্যাপ নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে ইডি। ইতিমধ্যেই বলিউড এবং দক্ষিণী চলচ্চিত্র জগতের বেশ কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং

কয়েকজন ক্রিকেটারকে তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন, বিজয় দেবেরকোন্ডা, রানা দাগ্গুবাতি, প্রকাশ রাজ, হরভজন সিং, উর্বশী রাউতেলা এবং সুরেশ রায়নার মতো তারকারা। এবার শিখর ধাওয়ানের নামও এতে যুক্ত হল। সম্প্রতি, প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সুরেশ রায়না এবং হরভজন সিং ইডির সামনে তাঁদের বক্তব্য রেকর্ড করেছেন। ইডির অভিযোগ, আগস্টে গ্রেফতার হওয়া কর্নাটকের কংগ্রেস বিধায়ক কেসি বীরেন্দ্র পরিচালিত অনলাইন বেটিং সাইটগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ২,০০০ কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে। ইডি সেই সঙ্গে দাবি করেছে, অবৈধ অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে লোকেদের প্রতারণার মামলার প্রধান অভিযুক্ত বীরেন্দ্র এবং দুবাইয়ে তাঁর সহযোগীরা বিভিন্ন গেটওয়ে এবং ফিনটেক পরিষেবা প্রদানকারীদের ব্যবহার করে তহবিল সংগ্রহ এবং তাঁদের অবৈধ কার্যকলাপকে প্রকৃত ই-কমার্স ব্যবসার ছদ্মবেশে বেশ কয়েকটি গেমিং ওয়েবসাইট পরিচালনা করছিলেন। ইডি আগস্ট মাসে সিকিম থেকে কর্নাটকের চিত্রদুর্গের বিধায়ক কেসি বীরেন্দ্রকে গ্রেফতার করে, যেখানে তিনি একটি ক্যাসিনো ভাড়া নিতে গিয়েছিলেন। তিনি বর্তমানে ইডি হেফাজতে রয়েছেন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারও সম্প্রতি একটি নতুন আইনের মাধ্যমে অনলাইন গেমিং নিষিদ্ধ করেছে। যার ফলে ড্রিম ইলেভেনও এখন আর টিম ইন্ডিয়ার জার্সি স্পনসর নয়।

‘বন্ধু’ মুসেত্তিকে উড়িয়ে ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে সিনার

নিউ ইয়র্ক, ৪ সেপ্টেম্বরঃ একদিকে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন, অন্যদিকে প্রথমবারের মতো গ্র্যান্ড স্ল্যাম কোয়ার্টারে ওঠা উদ্যমী প্রতিপক্ষ। লড়াইটা হাড্ডাহাড্ডি

হবে-কেউ আশা করেননি। কিন্তু অন্তত একটা-দুটো সেটে কড়া দ্বৈরথের অপেক্ষায় ছিল গ্যালারি। কিন্তু সে আশায় জল ঢাললেন ইয়ানিক সিনার। যে কারণে ফ্লাশিং মেডোর কোর্টে বুধবার দেখা গেল একপেশে দৃশ্য। সিনার সহজেই হারালেন স্বদেশি লরেঞ্জো মুসেত্তিকে। স্কোরলাইন ৬-১, ৬-৪, ৬-২। এই ম্যাচটা ছিল গ্র্যান্ড স্ল্যামের ইতিহাসে প্রথম অল-ইতালিয়ান পুরুষদের কোয়ার্টার ফাইনাল। কিন্তু লড়াই যে একেবারেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন হয়ে দাঁড়াবে, তা কেউ ভেবেছিলেন কি? শুরুতেই পাঁচ গেম টানা জিতে সিনার বুঝিয়ে দেন, এখানে তিনি একাই প্রভু-চ্যালেঞ্জারদের গুঁড়িয়ে দিতে নেমেছেন। মাত্র ২৭ মিনিটে প্রথম সেট পকেটে। দ্বিতীয় সেটে লড়াই কিছুটা জমে উঠেছিল, কিন্তু ৪-৪-এ মুসেত্তির ডাবল ফল্টে সুযোগ পান সিনার। লুফে নেন নিমেষে। তৃতীয় সেটেও একই ছবি। মুসেত্তির সামনে ব্রেক-পয়েন্টের সুযোগ এসেছিল ছ'বার, কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি। বরং, সিনার বারবার ব্রেক করে ব্যবধান বাড়ান। শেষমেশ একটানা ২৬তম হার্ডকোর্ট মেজর জিতলেন বিশ্বটেনিসের পয়লা নম্বর তারকা। জয় ছিনিয়ে নিয়ে সিনারের গলায় দৃঢ় বার্তা-''ম্যাচের সময় বন্ধুত্বকে সরিয়ে রাখতে হয়। তবে হ্যান্ডশেকের পর সব আগের মতোই স্বাভাবিক। আজ খুবই শক্তপোক্ত খেলেছি, শুরুটাই ছিল দুর্দান্ত!'' এই ফলাফলের সুবাদে সিনার ছুঁয়ে ফেললেন ইতালির কিংবদন্তি নিকোলা পিয়েত্রাঞ্জেলির গ্র্যান্ড স্ল্যামে ৮৬টি ম্যাচ জেতার রেকর্ড। এখন তাঁর লক্ষ্য আরও বড়-২০০৮ সালের পর প্রথম পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে ইউএস ওপেন খেতাব ধরে রাখা। গত এক বছরে জিতেছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও উইম্বলডন। ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে উঠেও হেরে যান কার্লোস আলকারাজের কাছে। সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ কানাডার ফেলিক্স অজের-আলিয়াসিমে। হেড-টু-হেডে কানাডিয়ান এগিয়ে ২-১। তবে গত মাসেই সিনসিনাটিতে তাঁকে মাত্র দুই গেমে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সিনার। সামনে তাই মহারণ। প্রশ্ন একটাই-ফ্লাশিং মেডো কি ফের সাক্ষী থাকবে সিনারের অপ্রতিরোধ্য দাপটের, নাকি আলিয়াসিমে লিখবেন নয়া চমকের গল্প?

নির্বাচনের আগে বিপাকে সিএবি

অম্বুডসম্যানের হাতে এবার টিকিট বন্টন বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ সিএবি নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেই হয়তো বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার সভাপতির পদে দেখা যেত পারে। পাশাপাশি সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভাও আসন্ন। কিন্তু এরই মধ্যে উত্তপ্ত সিএবি। সিএবির আজীবন সদস্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় ২০২৩ বিশ্বকাপের টিকিট বন্টনে অস্বচ্ছতার অভিযো তুলে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন। ভূদেব অভিযোগ তুলেছিলেন, টিকিট বন্টনে আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। ২০২৩ বিশ্বকাপের টিকিট বন্টনে দুর্নীতি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সেই মামলার রায় গতকাল (বুধবার) দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বিচারপতি সিনহা

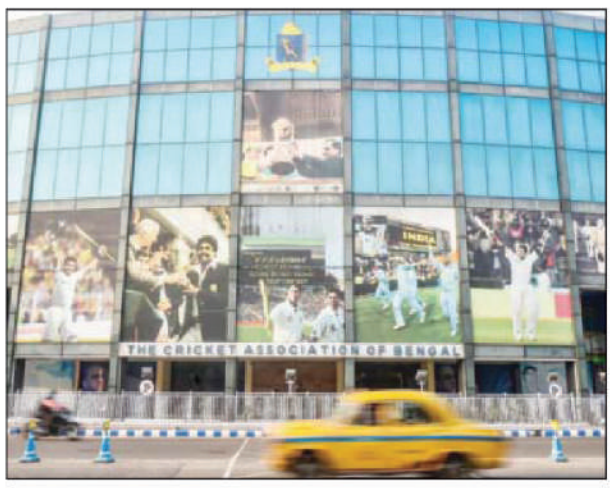

রায়ে বলেছেন, পুরো বিষয়টি দেখছে সিএবি অম্বুডসম্যান। নিয়মিত শুনানি হচ্ছে এবং পরবর্তী শুনানির দিন ১ নভেম্বর। তাই বাদীপক্ষকে নিজেদের সমস্ত কিছু পেশ করতে হবে অম্বুডসম্যানের কাছে। এর আগে সিএবির প্রাক্তন যুগ্মসচিব দেবব্রত দাসের নথিপত্রের ভিত্তিতে ওম্বুডসম্যানের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেখানে অভিযোগ করা হয়েছিল, ২০২৩ বিশ্বকাপের সময় অ্যাপেক্স কমিটির বৈঠকে ঠিক করা হয়েছিল, ছয় হাজার কমপ্লিমেন্টারি টিকিট ছাপানো হবে। কিন্তু ছাপানো হয় ১৭ হাজার টিকিট। অথচ সিএবির আজীবন সদস্যরা কোনও টিকিট পাননি। আর এরপরই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা ঠুকে দেন সিএবির আজীবন সদস্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। আদালত সেই মামলাকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন ওম্বুডসম্যানের কাছে। আর এরপরই শুরু হয়েছে চাপানউতর। চলছে দোষারোপ পাল্টা দোষারোপ পর্ব। শাসকগোষ্ঠী বলছে, আদালতে বড়সড় ধাক্কা খেয়েছেন দেবব্রত। মামলটাই খারিজ হয়ে গেল। এদিকে থেমে নেই বাদীপক্ষও। তাদের প্রশ্ন, মামলা তো সিএবির সঙ্গে ভূদেবের, সেখানে দেবব্রতর নাম কোথা থেকে এল?

দলের হাল ফেরাতে ৮০ বছর বয়সে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিলেন শ্রীনীবাসন

চেন্নাই, ৪ সেপ্টেম্বরঃ ২০২৫ আইপিএল ছিল চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে ভয়াবহ মরশুম। আইপিএলের ইতিহাসে এটাই ছিল সিএসকের সব থেকে খারাপ মরশুম। সেই ব্যর্থতা ভুলে এবার নতুন উদ্যোমে ঝাঁপাতে চাইছে মহেন্দ্র সিং ধোনির ফ্র্যাঞ্চাইজি। দল গঠন থেকে শুরু করে ম্যানেজমেন্ট, সবেতেই আসতে চলেছে পরিবর্তন। ২০২৫ সালের আইপিএলে রুতুরাজ গায়কোয়াড চোট পাওয়ার পর মহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে মরশুমের মাঝামাঝি সময়ে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু ধোনির ম্যাজিক স্পর্শেও সিএসকের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। দশম স্থানে থেকে ২০২৫ মরশুম শেষ করে চেন্নাই। এমন পরিস্থিতিতে, এখন সিএসকের ব্যবস্থাপনায় বড় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। আইপিএল ২০২৬ এর আগে, সিএসকের ২ জন পুরনো মুখ ফিরে আসছেন। যার কারণে আইপিএলের ১৯তম মরশুমের আগে আরও কিছু পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংসের মালিক এন শ্রীনিবাসন দলের প্রেসিডেন্ট হিসাবে ফিরে এসেছেন। প্রায় ১০ বছর পর ৮০ বছর বয়সে শ্রীনিবাসন সুপার কিংসের প্রেসিডেন্ট হলেন। চেন্নাই সুপার কিংসের পাশাপাশি, তাঁকে জোবার্গ সুপার কিংস এবং টেক্সাস সুপার কিংসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেও দেখা যাবে।

ব্রাজিল দলে জায়গা না পাওয়া নিয়ে নেইমারের লাগানো ‘প্যাঁচ’ খুললেন আনচেলত্তি

রিও ডি জেনেইরো, ৪ সেপ্টেম্বরঃ নেইমারকে নিয়ে একটু বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ইতালিয়ান এই কোচ এমন পরিস্থিতিতে পড়তেন না, যদি নেইমার মুখটা বন্ধ রাখতেন। কিন্তু নেইমার বেমক্কা একটি কথা বলে বসায় ব্যাপারটা প্যাঁচ লেগে যায়। তখন অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছিল, সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচে ব্রাজিলের স্কোয়াড থেকে নেইমারকে আসলে কিসের ভিত্তিতে বাদ দিয়েছেন আনচেলত্তি? খুলে বলা যাক। সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে আগেই মূল পর্বে খেলার টিকিট পাওয়া ব্রাজিল। সে জন্য গত ২৬ আগস্ট নেইমারকে বাইরে রেখে ২৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেন আনচেলত্তি। চোটের কারণে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ব্রাজিল দলের বাইরে থাকা নেইমার সেপ্টেম্বরে বাছাইপর্ব দিয়ে জাতীয় দলে ফিরবেন-এ প্রত্যাশা ছিল অনেকের। কিন্তু আনচেলত্তি স্কোয়াড ঘোষণা করার আগেই নেইমারের চোট পাওয়ার খবর জানায় ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম। তাঁর মাংশপেশিতে চোট ধরা পড়ে এবং ব্যাপারটি ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনকে (সিবিএফ) জানায় নেইমারের ক্লাব সান্তোস। এরপর তাঁকে জাতীয় দলে ফেরার অপেক্ষায় রেখেই স্কোয়াড ঘোষণা করেন আনচেলত্তি। রিও ডি জেনিরোয় স্কোয়াড ঘোষণার সংবাদ সম্মেলনে আনচেলত্তি নেইমারের বাদ পড়া নিয়ে বলেছিলেন, ''গত সপ্তাহে নেইমার ছোটখাটো চোটে পড়ে। বাছাইপর্বে আমরা শেষ দুটি ম্যাচ খেলব এবং এই ম্যাচগুলো

ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে। তাই আমাদের সেরা অবস্থায় থাকা খেলোয়াড়ের প্রয়োজন, যারা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পারফর্ম করতে পারবে।'' গত ২৬ মে আনচেলত্তি ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর একটি বিষয় পরিস্কার করে একাধিকবার জানিয়েছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে জাতীয় দলের জন্য তিনি সব সময় শতভাগ ফিট খেলোয়াড়কে সবার আগে অগ্রাধিকার দেবেন, ''বিশ্বকাপে জাতীয় দল যেন ভালো করে, সেই লক্ষ্যে বাকিদের মতো নেইমারকেও ভালো শারীরিক অবস্থায় থাকতে হবে।'' ব্যাপারটি এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কোনো বিতর্কের অবকাশ ছিল না। কিন্তু গত সোমবার ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে সান্তোসের হয়ে ম্যাচ খেলার পর জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে বিতর্ক উসকে দেন নেইমার। সংবাদমাধ্যমকে সান্তোস তারকা বলেন, ''আমাকে বাদ দেওয়ার কারণ সম্পূর্ণ কৌশলগত। শারীরিক অবস্থার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা কোচের সিদ্ধান্ত আর আমি তা সম্মান করি। আমি যেহেতু এখন দলে নেই, এখন বাইরে বসে দলকে সমর্থন করতে হবে।'' নিজের চোট স্বীকার করেও নেইমার বলেছিলেন, ''অ্যাডাক্টরে কিছুটা ফোলা আর অস্বস্তি ছিল। তবে সেটা গুরুতর কিছু নয়। এর প্রমাণ হলো আজ (ফ্লুমিনেন্সে ম্যাচ) আমি খেলেছি।'' অর্থাৎ কোচ নেইমারকে জাতীয় দলের বাইরে রাখার কারণ হিসেবে চোটের কথা বললেও তারকা এই ফরোয়ার্ডের দাবি ভিন্ন কিছু। যদিও সেটা কী, পরিস্কার করে বলেননি নেইমার। কিন্তু নেইমারের দাবি, আনচেলত্তির দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছানো ছিল স্রেফ সময়ের ব্যাপার। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে সেটাই হলো এবং নেইমারের বাদ পড়ার কারণ আনচেলত্তিকে তাই আবারও ব্যাখ্যা দিতে হলো, ''এটা ছিল কৌশলগত সিদ্ধান্ত, যা অনেক কিছু ভেবে নিতে হয়েছে।'' আনচেলত্তি এরপর বলেছেন, ''নেইমারের কৌশলগত যোগ্যতা নিয়ে কারও প্রশ্নের সুযোগ নেই। আমরা প্রতিদিন এবং প্রতি ম্যাচে যেটা মূল্যায়ন করি, সেটা হলো শারীরিক ফিটনেস। এটা শুধু তার জন্য নয়, সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।'' আনচেলত্তি এর পাশাপাশি এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন, ''এই দলে প্রচুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমাদের বিশ্বাস, বিশ্বকাপে খেলার মতো ৭০ জন খেলোয়াড় আছে ব্রাজিল জাতীয় দলের।'' ব্রাজিলের হয়ে সর্বোচ্চ গোল করা নেইমার ২০২৩ সালের ১৭ অক্টোবরের পর থেকে জাতীয় দলের বাইরে। সেদিন বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে হাঁটুতে মারাত্মক চোট পান নেইমার। ভারতীয় সময় শুক্রবার সকালে রিও ডি জেনিরোয় বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে চিলির মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। মাঝে চার দিন বিরতির পর ১০ সেপ্টেম্বর বলিভিয়ার মাঠে বাছাইয়ে নিজেদের শেষ ম্যাচটি খেলবে রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

ভারতীয় টেনিসের ইতিহাসে নয়া অধ্যায়!

ইউএস ওপেনের ডাবলস সেমিফাইনালে জায়গা পাকা ইয়ুকি ভাম্বরির

নিউ ইয়র্ক, ৪ সেপ্টেম্বরঃ ভারতীয় টেনিসের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়। লিখলেন যিনি, তাঁর নাম ইয়ুকি ভাম্বরি। কেরিয়ারে প্রথমবারের জন্য জায়গা করে নিলেন গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে। নিউইয়র্কের ফ্লাশিং মেডোয় পুরুষদের ডাবলসে মাইকেল ভেনাসের সঙ্গে জুটি বেঁধে বাজিমাত করলেন তিনি। কোয়ার্টার ফাইনালে সতেরো নম্বর কোর্টে একাদশ বাছাই রাজীব রাম-নিকোলা মেকতিচ জুটিকে হারালেন ৬-৩, ৭-৬, ৬-৩ গেমে। ম্যাচ জমজমাট। তবে শেষপর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ ছিল ভাম্বরি-ভেনাসের হাতেই। এই জয়ের সুবাদে সেমিফাইনালে তাঁদের প্রতিপক্ষ ব্রিটিশ জুটি নিল স্কুপস্কি ও জো সলসবুরি। শুক্রবারই ফাইনালে ওঠার লড়াই। ভাম্বরির জন্য এই জয় ঐতিহাসিক। বিশ্বের ৩২ নম্বর র‍্যাঙ্কড ডাবলস খেলোয়াড়, এই প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ চারে। গত বছর ইউএস ওপেনে ফরাসি খেলোয়াড় আলবানো অলিভেত্তির সঙ্গে খেলেছিলেন, পৌঁছেছিলেন শেষ ষোলোয়। কিন্তু মার্সেল গ্রানোইয়েস-হোরাসিও জেবায়োসের কাছে স্ট্রেট সেটে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল। এর আগে দ্বিতীয় রাউন্ডে কলম্বিয়ার গনসালো এস্কোবার ও মেক্সিকোর মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল রেয়েস-ভারেলা-কে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ৬-১, ৭-৫ গেমে। ছন্দ ধরে রাখেন প্রি-কোয়ার্টারেও। অন্যদিকে তাঁদের প্রতিপক্ষ রাম-

মেকতিচ এই একই পর্বে ব্রাজিলের ফার্নান্দো রোম্বোলি ও ব্রিটেনের জন-প্যাট্রিক স্মিথকে হারাতে হিমশিম খান, লড়তে হয় প্রায় তিন ঘণ্টা! প্রসঙ্গত, ৪১ বছর বয়সী মার্কিন তারকা রাজীব রাম এই টুর্নামেন্টেই ছুঁয়েছেন ৫০০ ডাবলস ম্যাচ জয়ের মাইলফলক। তিনি জো সলসবুরির সঙ্গী হয়ে টানা তিনবার ইউএস ওপেন জিতেছেন (২০২১-২৩)। কিন্তু ভাম্বরি-ভেনাসের আগুনে খেলা এবার সেই জয়যাত্রা থামিয়ে দিল! ভারতের অন্য জুটিগুলির ভাগ্য অবশ্য চলতি টুর্নামেন্টে তেমন সদয় হয়নি। রোহন বোপন্না-রোম্যাঁ আর্নেওদো প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নেন। একই হাল অরজুন কাধে-ডিয়েগো হিদালগোর এবং অনিরুদ্ধ চন্দ্রশেখর-বিজয় সুন্দর প্রসাদের। তবে সব ব্যর্থতার মধ্যে ভাম্বরির সাফল্য নতুন ইতিহাস লিখল। ভারতীয় টেনিসে ডাবলস মানে এতদিন বোপন্না-পায়েস-ভূপতির কীর্তি। এবার সেই তালিকায় জায়গা নয়া মুখ। শুক্রবার সেমিফাইনালে কী হয়, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

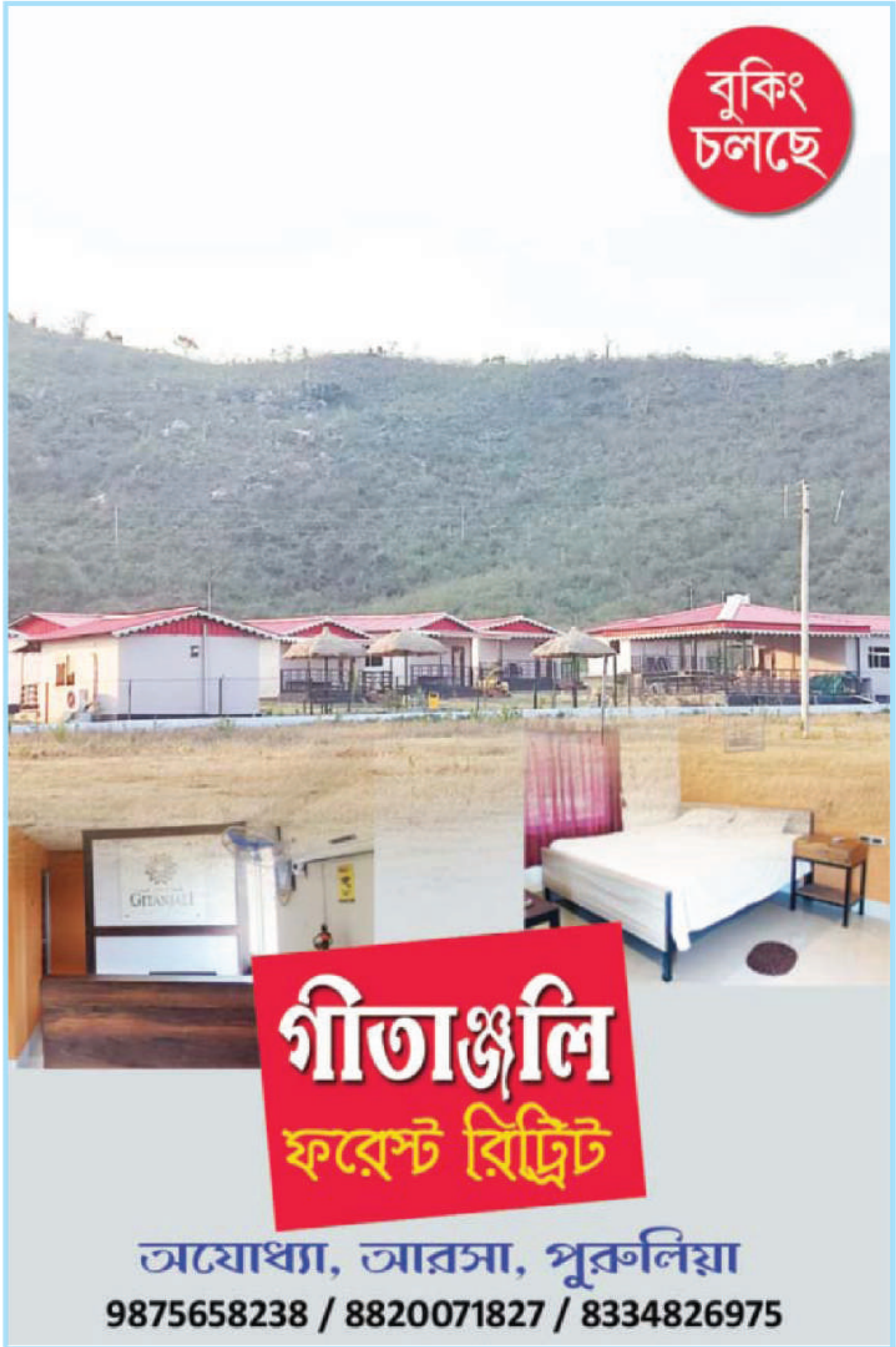

মেসির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন স্কালোনি

বিদায়ের স্পষ্ট সুর লিওনেল মেসির কণ্ঠে। পয়েন্টের জন্য দেশের মাটিতে শেষবার কোনো লড়াইয়ে নামবেন তিনি ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে। তার এই সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সায় আছে কোচ লিওনেল স্কালোনির। একাদশে বেশ কিছু চমকের কথা বললেও তিনি নিশ্চিত করেছেন, শুরুর একাদশে খেলবেন মহাতারকা।

বুয়েনস আইরেস, ৪ সেপ্টেম্বরঃ যাঁর শুরু আছে, তাঁর শেষও আছে-এটাই জগতের নিয়ম। লিওনেল মেসিও ক্যারিয়ারের গোধূলিলগ্ন দেখছেন। ভারতীয় সময় শুক্রবার ভোরে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ আর্জেন্টিনার। বুয়েনস আইরেসের এস্তাদিও মনুমেন্তালে হওয়া ম্যাচটাই জাতীয় দলের হয়ে দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে মেসির শেষ ম্যাচ। কে জানে, আর্জেন্টিনার জার্সিতে দেশের মাটিতে এটি মেসির শেষ ম্যাচও হয়ে যেতে পারে! তাই অবধারিতভাবে মেসিকে ঘিরে আবেগের স্ফূরণ ঘটছে আর্জেন্টাইন ফুটবলের সমর্থকদের মধ্যে। দেশটির বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কারও কারও দুই চোখও ভিজছে। এভাবে আবেগতাড়িত হয়ে পড়াদের মধ্যে একজন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। গত রাতে ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনের প্রায় পুরোটাই ছিল আবেগঘন। সেখানেই স্কালোনি জানিয়ে দিয়েছেন, মেসির উত্তরসূরি কখনো পাওয়া সম্ভব নয়। খেলোয়াড়ি জীবনের শুরু থেকেই মেসিকে চেনেন স্কালোনি। একসময়

দুজন আর্জেন্টিনা দলে সতীর্থও ছিলেন। সেই পথচলার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেলেন। এক সাংবাদিকও এ সময় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি হালকা করার জন্য স্কালোনি মজা করে বলেন, ''আপনি কি কাঁদছেন? এটা তো আমার উদ্দেশ্য ছিল না।'' জবাবে সাংবাদিক বলেন, ''আপনি আমাকে জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ উপহার দিয়েছেন।'' এ কথা শুনে কোচ স্কালোনির চোখও ভিজে যায়, কণ্ঠ কেঁপে ওঠে। তিনি বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, মেসি আসলে তাঁর জীবনে, কোচিং ক্যারিয়ারে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ৪৭ বছর বয়সী স্কালোনি মেসির সঙ্গে পথচলার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন, ''আমি ওর সঙ্গে খেলেছি। শুধু বলটা ওকে পাস দেওয়াটাই আমার কাছে বিশেষ ব্যাপার ছিল। বিশ্বকাপে ওর সঙ্গে থাকা আর ওকে ট্রফি উঁচিয়ে ধরতে দেখা সত্যিই হৃদয়স্পর্শী এক অভিজ্ঞতা। সময় গড়ানোর সঙ্গে আমরা সবাই এর অর্থ আরও গভীরভাবে বুঝতে পারব। আগামীকাল দিনটা হবে সুন্দর আর আবেগময়। তবে আমার আশা আর্জেন্টিনায় এটাই ওর শেষ ম্যাচ হবে না। আমরা চেষ্টা করব যেন ও চাইলে আরেকটা ম্যাচ খেলতে পারে। কারণ, এটা ওর প্রাপ্য।'' ২০২৬ বিশ্বকাপের সময় মেসির বয়স ৩৯ পেরিয়ে যাবে। বিশ্বকাপ শেষে আর্জেন্টিনার জার্সি চিরতরে তুলে রাখার ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে। এরপর মেসির মতো আর কাউকে কি পাবে আর্জেন্টিনা? স্কালোনির উত্তর, ''আর্জেন্টিনা বা বিশ্ব ফুটবলে মেসির উত্তরাধিকারী? না, এমন কেউ হতে পারবে না। হবেও না। হয়তো কয়েকজন দুর্দান্ত খেলোয়াড় আসবে, যারা একটি যুগকে সংজ্ঞায়িত করবে। কিন্তু এত দিন ধরে সে যা করেছে, আমার মনে হয় তা অতুলনীয় হয়ে থাকবে। ফুটবলে অনেক অকল্পনীয় ঘটনা ঘটে। কিন্তু আমি প্রায় নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, ওর মতো কাউকে আর দেখা যাবে না। আমার মনে হয় ওর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।'' আন্তর্জাতিক ফুটবলে ২০ বছরের ক্যারিয়ারে আর্জেন্টিনার হয়ে ১৯৩ ম্যাচ খেলেছেন মেসি, গোল করেছেন ১১২টি। জিতেছেন চারটি ট্রফি-২০২১ ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা, ২০২২ ফিনালিসিমা ও ২০২২ বিশ্বকাপ, যা তাঁকে 'অমরত্বের স্বাদ' পাইয়ে দিয়েছে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com